NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

২ উদ্বোধনের পথে রাজারহাট ফিকাল স্লাজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট

এসআইআর নিয়ে হাইকোর্টে বৈঠকে মনোজ পন্থের উপস্থিতিতে বিতর্ক ২

কলকাতা ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ১২ ফাল্গুন ১৪৩২ বুধবার উনবিংশ বর্ষ ২৫৫ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 25.02.2026, Vol.19, Issue No. 255, 8 Pages, Price 3.00

ভারী তুষারপাতের জেরে সিকিমের পথে জমে থাকা বরফ সরানোর কাজে হাত লাগিয়েছেন সেনা জওয়ানরা।

দার্জিলিঙে তুষারপাত, সিকিমে উদ্ধারকাজে সেনাবাহিনী

নিজস্ব প্রতিবেদন: শীতের বিদায়ের মধ্যে পর পর তুষারপাত পাহাড়ে। রবিবারের পর সোমবার রাতেও দার্জিলিংয়ে তুষারপাত হয়েছে। সিকিমেও ফের তুষারপাত হয়েছে। মঙ্গলবার সকাল থেকে সান্দাকফু থেকে বিস্তীর্ণ এলাকা পুরু বরফের চাদরে মোড়া। একই ছবি সিকিমের ছাঙ্গু ও নাথুলা বেল্টেও। কিন্তু এই মনোরম আবহাওয়ার মধ্যেও আতঙ্ক ছড়িয়েছিল পূর্ব সিকিমে। 'অপারেশন হিমরাহাত'-এ আটকে পড়া ৪৬ জন পর্যটককেই নির্বিঘ্নে সরিয়ে এনেছে ভারতীয় সেনা।

এমনিতে ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি থেকে দার্জিলিংয়ের পরিবেশ অপূর্ব সুন্দর হয়ে ওঠে। নৈসর্গিক দৃশ্য উপভোগ করার সেরা সময় এটাই। তার মধ্যে তুষারপাতে আরও উপভোগ্য হয়ে উঠেছে পাহাড়। শীত বিদায়ের পর এমন পরিবেশ বাড়তি পাওনা তো বটেই। শনিবার বিকেলের পর থেকে সান্দাকফুতে তুষারপাত শুরু হয়। ফলে তাপমাত্রার পারদও খানিক নেমে যায়। একই ভাবে নাথুলাতেও তুষারপাত হয়েছে। সিকিম আবহাওয়া দপ্তরের ডিরেক্টর গোপীনাথ রাহা বলেন, 'কয়েক দিন এমন আবহাওয়াই বজায় থাকবে দার্জিলিং থেকে সিকিমে। হিমালয়ের উপরিভাগেই মূলত তুষারপাত চলবে। তবে সমতল থেকে শীত বিদায় নিয়েছে।'

অন্য দিকে, সিকিমের জওহরলাল নেহরু রোডের সিপসু ও ১৬ মাইলের মাঝে বেশ কিছু পর্যটকবাহী গাড়ি আটকে পড়েছিল। বরফের কারণে রাস্তা পিচ্ছিল হয়ে যাওয়ায় ঝুঁকি বাড়ছিল। উদ্ধারকাজে নামতে হয় ভারতীয় সেনাকে। পুলিশ এবং জিআরইএফের সহায়তায় প্রবল ঠান্ডার মধ্যে শিশু-সহ ৪৬ জন পর্যটককে উদ্ধার করা হয়েছে। ১৭ মাইলের আর্মি ট্রানজিট ক্যাম্পে সকলকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। রাস্তা পরিষ্কার না-হওয়া পর্যন্ত সেখানেই রাখা হচ্ছে তাঁদের।

মোদী মন্ত্রিসভার সায়ে কেরল বদলে কেরলম

রাম-বামের 'লিখিত' যোগ, তোপ মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটমুখী কেরলের নতুন নাম 'কেরলম'-এ মঙ্গলবার সিলমোহর দিয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। দক্ষিণের রাজ্যের নাম পরিবর্তিত হয়ে কেরলম হওয়ার পরে নিজের প্রতিক্রিয়া জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি জানালেন, কেরলে বিজেপি এবং সিপিএমের 'যোগের' কারণেই নাম পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে। সেই 'যোগ এখন লিখিত'। অথচ বাংলাকে বঞ্চিত করে রাখা হচ্ছে। তবে তবে তিনি পশ্চিমবঙ্গের নাম 'বাংলা' আদায় করেই ছাড়বেন, এ-ও জানিয়েছেন। সেই সঙ্গে তিনি কেরলবাসীকে তাঁদের দীর্ঘ দিনের দাবিপূরণের জন্য অভিনন্দনও জানিয়েছেন।

ভোটমুখী আর এক রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের তরফেও ২০১৮ সালে রাজ্যের নামবদলের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। রাজ্যের তৃণমূল সরকারের প্রস্তাব ছিল, পশ্চিমবঙ্গ নাম বদলে 'বাংলা' করা হোক। তবে বিদেশ মন্ত্রকের তরফে যুক্তি দেওয়া হয় যে, প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশের সঙ্গে রাজ্যের প্রস্তাবিত নাম প্রায় এক হয়ে যাচ্ছে। এখনও পর্যন্ত কেন্দ্রের তরফে রাজ্যের সেই প্রস্তাবে অনুমোদন দেওয়া হয়নি। আবার প্রস্তাবটি খারিজ হয়ে গিয়েছে, এমন খবরও নেই।

মমতা বলেন, 'আমাদের দীর্ঘ দিন ধরে ওয়াই-জেডে পড়ে থাকতে হয় কেন? আমাদের রাজ্যের ছেলে-মেয়েরা যখন পরীক্ষা দিতে যায়, তখন তাদের পিছনের বেঞ্চে বসতে হয়। আমি মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে কোথাও গেলে আমাকে সবার শেষে সুযোগ দেওয়া হয় এই নামের বর্ণানুক্রমে।' তার পরেই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বাংলার সংস্কৃতি, সভ্যতা, মননশক্তি, চিন্তা, দর্শন, সব ভেবে রাজ্যটার নাম বাংলা করতে চেয়েছিলাম। বিধানসভায় দু' থেকে তিন বার প্রস্তাব পাশ করেছি। আপনারা দেননি।'

মমতার কথায়, 'এক বার যখন দিলাম (প্রস্তাব), ওরা বলল, আপনারা নামটাকে বাংলা, হিন্দি, ইংরেজি তিনটি ভাষায় এক শব্দ এক করে দিন। তখন আমরা আবার বিধানসভায় পাশ করালাম (নতুন প্রস্তাব)। হিন্দি, ইংরেজি, বাংলা, তিন ভাষাতেই বাংলা করা হয়।' মমতা জানান, তার পরেও সেই নাম পরিবর্তনে অনুমোদন দেয়নি কেন্দ্র। তিনি জানান, তার পরে যত বার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে বা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছে, যখন এখানে বৈঠক করতে এসেছেন, তখন সেই বিষয়টি তিনি জানিয়েছেন। কিন্তু তার পরেও লাভ হয়নি। তাঁর কথায়, 'কেন জানি না! ওরা বাংলাবিরোধী বলেই আমার মনে হয়। ওরা বাংলার মনীষীদের অসম্মান করে। বাংলা কথাটা নির্বাচনের সময় ভোটের জন্য বলে। কিন্তু ওরা বাংলাবিরোধী। সেই জন্য বাংলা নামটা করল না।'

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, অন্য রাজ্যের নাম পরিবর্তন নিয়ে তাঁর কোনও সমস্যা নেই। তিনি বলেন, 'অন্য রাজ্যের নাম পরিবর্তন করুক। আমরা ফ্লেক্সিবল। আমরা কোনও রাজ্যের বিরোধী নই। সব রাজ্যকে ভালবাসি।' তবে কেন কেরল অনুমোদন পেয়েছে, তার কারণও জানিয়েছেন মমতা।

ইরানে ফের মৃত্যুদণ্ড

■ আমজনতার ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঠেকাতে আবার পুরনো পথেই হাঁটার ইঙ্গিত দিল আয়াতোল্লা খামেনেইয়ের ইরান। গত ২৭ ডিসেম্বর রাত থেকে সে দেশে শুরু হওয়া গণবিক্ষোভে যোগ দেওয়ার 'অপারাধে' আবার এক যুবকের ফাঁসির শাস্তি ঘোষণা

হয়েছে। সংবাদসংস্থা রয়টার্স ওই যুবকের পরিবারের ঘনিষ্ঠ সূত্র উদ্ধৃত করে এ খবর জানিয়েছে। তবে ফাঁসির সাজা কার্যকর হবে, সে বিষয়ে এখনও সরকারি ভাবে কিছু জানায়নি তেহরান। গত জানুয়ারিতে উত্তাল গণবিক্ষোভ-পর্বে ইরানের অ্যাটর্নি জেনারেল মুহাম্মদ মোভাহেদি আজাদ ঘোষণা করেছিলেন, বিক্ষোভকারীদের 'আল্লার শত্রু' হিসাবে দেখা হবে। ওই 'অপরাধে' ইরানের আইনে মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি রয়েছে। ওই আইনেই সংশ্লিষ্ট যুবকের মৃত্যুদণ্ডের সাজা হয়েছে বলে রয়টার্স জানিয়েছে।

নথি যাচাই ভোট-বঙ্গে

এসআইআরে নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ২৪ ফেব্রুয়ারি: এসআইআর-এর নথি যাচাইয়ে এবার বাংলায় ঝাড়খণ্ড-ওড়িশা থেকে জুডিশিয়াল অফিসারদের নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও বিচারপতি জে. ভিপুল পাঞ্চোলির বেঞ্চ। বঙ্গে এসআইআরের কাজ সময়মতো শেষ করতে হলে ভিনরাজ্যের জুডিশিয়াল অফিসার নিয়োগ করতে হবে। এসআইআর-এর বাকি নথি যাচাইয়ে দীর্ঘসূত্রিতার কারণেই এই নির্দেশ। এরপরই বাছাই করা শধে নির্বাচন কমিশনকে আক্রমণ করা হয় এক্স হ্যান্ডলের এই পোস্টে। তৃণমূলের দাবি, শীর্ষ আদালতের এই নির্দেশেই বোঝা যাচ্ছে, বিশেষ নিবিড় সংশোধনের কাজে কমিশন প্রশাসনিকভাবে ব্যর্থ এবং অযোগ্য। আর তা বুঝেই সুপ্রিম কোর্ট কার্যত বাইরের রাজ্য থেকে জুডিশিয়াল অফিসার নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছে।

এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের এদিনের নির্দেশগুলি রাজ্যের ভোটারদের জন্য বড় স্বস্তি বলে রাজ্য সরকার দাবি করেছে। শীর্ষ আদালতের অবস্থান এসআইআর প্রক্রিয়ায় যোগ্য ভোটারদের অধিকার সুরক্ষিত করবে বলে রাজ্য সরকার মনে করে।

এদিকে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের কাজ শেষে আগামী ২৮ তারিখ রাজ্যে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ হওয়ার কথা। কিন্তু তা বাস্তবায়িত করার পথে বাধা অনেক। এখন বহু নথি পরীক্ষার কাজ বাকি। আর হাতে সময় বলতে মাত্র তিনদিন। আর এই তিনদিনে ৭০ লক্ষেরও বেশি ভোটারের নথি যাচাই কীভাবে সম্ভব, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার জরুরি ভিত্তিতে রাজ্যের এসআইআর মামলাটি সুপ্রিম কোর্টে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি বিপুল পাঞ্চোলির বেঞ্চে ওঠে শুনানির জন্য। শুনানিতে পরিস্থিতি বিচার বিবেচনা করে বিচারপতিরা পরামর্শ দেন, এসআইআরের কাজ সময়মতো শেষ করতে দরকারে ঝাড়খণ্ড, ওড়িশার আদালতগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করে সেখানকার জুডিশিয়াল অফিসারদের নিয়োগ করা হোক।

পাশাপাশি মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে এসআইআর মামলার শুনানিতে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ রয়েছে। এদিনের শুনানিতে উঠে আসে বাংলার আধার-জালিয়াতির অভিযোগ প্রসঙ্গও। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, আধার কার্ড এবং অ্যাডমিট কার্ড গ্রহণযোগ্য নথি হিসেবে মান্যতা পাবে। ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত 'কাট অফ ডেট' অনুযায়ী ডকুমেন্টস গৃহীত হবে। দায়িত্বে থাকা জুডিশিয়াল অফিসারকে তথ্য এবং ডকুমেন্টস-এর গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে বোঝানোর দায়িত্ব থাকবে ইআরও এবং এইআরও-রা।

এক্ষেত্রে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির একটি তাৎপর্যপূর্ণ পর্যবেক্ষণ, 'কোন ভোটার নাম তালিকাভুক্ত করতে এগিয়ে এলেন, তা আমাদের চিন্তার বিষয় নয়। আমাদের চিন্তার বিষয় প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা।' এদিকে জনস্বার্থ মামলাকারীর আইনজীবী অশ্বিনী উপাধ্যায় আর্জি জানান, সীমান্ত সংলগ্ন জেলায় সবথেকে বেশি আধার কার্ড তৈরি হচ্ছে। আধার কার্ড ফেক কিনা তা খতিয়ে দেখার কথা নির্দেশ দিতে বলেন তিনি। সঙ্গে এও বলেন, সারা দেশে যেখানেই কাউকে ধরা হচ্ছে, দেখা যাচ্ছে তার আধার কার্ড বাংলায় তৈরি। প্রত্যুত্তরে প্রধান বিচারপতি জানান, 'এ নিয়ে বিস্তারিত তদন্ত প্রয়োজন। এখন এ বিষয়ে নির্ধারণ করার সঠিক সময় নয়।' তবে এই প্রসঙ্গে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি জানান

'যদি ব্যাপক মাত্রায় আধার জালিয়াতি হয়ে থাকে, তার জন্য আইনি পদক্ষেপ প্রয়োজন। সলিসিটর জেনারেলকে কেন্দ্রীয় সরকারকে বলতে হবে, তার জন্য জনপ্রতিনিধিত্ব আইন সংশোধন করতে। যদি অন্যায় ভাবে কোন রিসিট তৈরি করা হয়, তাহলে ইআরও তা দেখবে।' এই প্রসঙ্গে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি এও জানান, 'অনেক ভোটার এমন রয়েছেন, যাঁরা নির্দিষ্ট সময়ে তাঁদের নথি জমা দিয়েছেন। কিন্তু কমিশনের ওয়েবসাইটে যান্ত্রিক গোলযোগ হয়ে গিয়েছে। এক্ষেত্রে যাঁরা নথি জমা দিয়েছেন, তাঁদের কোনও দোষ নয়।' এরপরই আদালত পর্যবেক্ষণে জানিয়ে দেয়, যখনই কোনও ভোটার নথি জমা দেবেন, তখন তাকে রিসিট দিতে হবে।

এ প্রসঙ্গে আইনজীবী অশ্বিনী উপাধ্যায় বলেন, 'বাংলার ক্ষেত্রে আধার কার্ডের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ মহরাষ্ট্র, গুজরাত, কেরল, কাশ্মীর-গোটা দেশে যেখান থেকেই রোহিঙ্গা, বাংলাদেশিদের ধরা হয়েছে, তাদের কাছ থেকে যে নথি উদ্ধার হয়, সেটা পশ্চিমবঙ্গেরই। আধার অ্যাক্টে লেখা রয়েছে, কোনও বিদেশি ৬ মাসের বেশি ভারতে থাকতেই আধার কার্ড বানাতে পারবেন। এই আইনের অপব্যবহার করেই ওরা ২ হাজার টাকার বিনিময়ে আধার কার্ড বানিয়ে নিচ্ছে। বাংলার সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে জনসংখ্যার থেকে বেশি আধার কার্ড তৈরি হচ্ছে। এদিন সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট করে দিয়েছে, আধার কেবল আইডেনটিটি প্রুফ হিসাবেই গ্রহণযোগ্য হবে।'

শীর্ষ আদালেতর এই নির্দেশের পরই এক্স হ্যান্ডল পোস্টে কড়া প্রতিক্রিয়া আসে বাংলার শাসকদল তৃণমূলের তরফ থেকে। শাসকদলের বক্তব্য, সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশ থেকে বোঝা যাচ্ছে, বঙ্গে সুষ্ঠুভাবে এসআইআরের কাজ করা আর কমিশনের নিয়ন্ত্রণে নেই। যেমনটা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন। শীর্ষ আদালত তাই বাধ্য হয়েই হস্তক্ষেপ করেছে। ভিনরাজ্যের জুডিশিয়াল অফিসার নিয়োগ নিয়ে নির্দেশের পাশাপাশি আগের নির্দেশ বহাল রেখে আধার ও মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড নথি হিসেবে গ্রহণের কথাও জানিয়েছে। যে ভোটারদের নথি মিলছে না বলে তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার 'কূট পরিকল্পনা' করা হচ্ছে, তাঁদের ক্ষেত্রে এই দুটি নথি গ্রহণ করলেই সমস্যা মিটে যাবে বলে মতপ্রকাশ করেছে তৃণমূল। একইসঙ্গে এই অভিযোগও তুলেছে, বিজেপি-নির্বাচন কমিশন আঁতাঁত করে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের বদলে নিজেদের লক্ষ্য অন্যদিকে সরিয়ে নিচ্ছে, তা বুঝতে বাকি নেই।

সরকারের তরফে জানানো হয়েছে ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ইআরও বা এইআরও-র দফতরে অনলাইন কিংবা শারীরিক ভাবে জমা পড়া সমস্ত নথিই নির্ধারিত জুডিশিয়াল অফিসারদের বিবেচনায় নিতে হবে বলে সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে,। ইসিনেট পোর্টালে নথি আপলোড করা হয়েছে কি না, তা বিবেচ্য হবে না। মাঝপথে পোর্টালে নথি আপলোডের সুবিধা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বহু ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত সমস্যা তৈরি হয়েছিল ।আদালত আরও জানিয়েছে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নথি জমা পড়েছে কি না, সে বিষয়ে ইআরও ও এইআরও-র মতামতই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ তাঁদের সার্টিফিকেশনকে প্রাধান্য দিতে হবে ।

নথিপত্রের ক্ষেত্রে আদালত স্পষ্ট করেছে, নির্বাচন কমিশনের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ১২টি নথির পাশাপাশি আধার কার্ডকে পরিচয়পত্র হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। একই সঙ্গে মাধ্যমিক পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ডকেও বৈধ নথি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ফলে এনিয়ে রাজ্য সরকারের দাবিই শীর্ষ আদালতে মান্যতা পেয়েছে।

নিরাপত্তায় ঢিলেমি নয়, বাহিনীতে কড়া কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটের আগে নিরাপত্তা ঘিরে আর কোনও ঢিলেমি নয়, এবার স্পষ্ট ভাষায় বার্তা দিল নির্বাচন কমিশন। রাজ্য পুলিশের শীর্ষস্তরের সঙ্গে বৈঠকের পর কমিশন জানিয়ে দিয়েছে, কেন্দ্রীয় বাহিনীর কাজে কোনও ধরনের প্রশাসনিক বাধা বা সমন্বয়ের অভাব বরদাস্ত করা হবে না। সূত্রের খবর, একাধিক জেলায় টহল, রুট মার্চ ও স্পর্শকাতর এলাকা চিহ্নিতকরণ নিয়ে সমন্বয়হীনতার অভিযোগ জমা পড়েছিল। সেই প্রেক্ষিতেই কমিশনের হস্তক্ষেপ। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর চলাচল, ফ্ল্যাগ মার্চ এবং বুথভিত্তিক নিরাপত্তা পরিকল্পনায় রাজ্য পুলিশকে সক্রিয় ও তাৎক্ষণিক সহযোগিতা নিশ্চিত করতে হবে।

কমিশনের এক শীর্ষ আধিকারিকের কথায়, 'ভোটারদের আস্থা ফেরানোই আমাদের প্রথম অগ্রাধিকার। নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কোনও ফাঁক থাকলে দায় এড়ানো যাবে না।' একই সঙ্গে জেলা প্রশাসনকে সতর্ক করে জানানো হয়েছে, তথ্য আদান-প্রদান ও যৌথ কৌশল ছাড়া অবাধ নির্বাচন সম্ভব নয়। রাজ্য পুলিশের এক কর্তার প্রতিক্রিয়া, 'কমিশনের নির্দেশ মেনেই আমরা কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করছি। শান্তিপূর্ণ ভোটই আমাদের লক্ষ্য।'

রাজনৈতিক মহলে এই পদক্ষেপ ঘিরে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। পর্যবেক্ষকদের মতে, কমিশনের এই কঠোর অবস্থান ভোটের আগে আইনশৃঙ্খলা প্রশ্নে স্পষ্ট বার্তা দিল, নিরাপত্তায় কোনও আপস নয়।

রাজ্যজুড়ে আদালতে বোমাতঙ্কের হুমকি-মেল

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা-সহ রাজ্যের একাধিক জেলা আদালতে মঙ্গলবার একযোগে বোমাতঙ্কের ইমেল ঘিরে চরম চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এর জেরে বেশ কিছুক্ষণের জন্য ব্যাহত হয় বিচারপ্রক্রিয়া। আতঙ্কে আদালত চত্বর থেকে বিচারপ্রার্থী ও আইনজীবীদের সরাতে গিয়ে তৈরি হয় বিশৃঙ্খলা। সবচেয়ে বেশি চাঞ্চল্য ছড়ায় কলকাতার সিটি সিভিল কোর্টে। আদালত সূত্রে খবর, প্রধান বিচারকের ইমেলে বোমা রাখার দাবি করা হয়। খবর পেয়ে তৎক্ষণাৎ বম্ব স্কোয়াড ও ডগ স্কোয়াড নিয়ে পৌঁছে যায় পুলিশ। পুরো ভবন খালি করে চিরুনি তল্লাশি চালানো হয়। দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর সন্দেহজনক কিছু মেলেনি।

এদিকে বিচারকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে রাজ্য সরকার বদ্ধপরিকর বলে মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী জানিয়েছেন। নবান্নে এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, কলকাতা, কৃষ্ণনগর, বহরমপুর-সহ একাধিক আদালতে বোমা রাখার হুমকি ইমেল এসেছে। সাধারণ মানুষ ও বিচারকরা সমস্যায় পড়েছেন ঠিকই, তবে পুলিশ দ্রুত পদক্ষেপ করেছে। নিরাপত্তা নিয়ে কোনও আপস করা হবে না বলেও আশ্বস্ত করেন তিনি। রাজ্য পুলিশের ডিজি পীযূষ পান্ডে জানান, প্রশাসন সব পরিস্থিতির মোকাবিলায় প্রস্তুত। কলকাতার পুলিশ কমিশনার সুপ্রতিম সরকার বলেন, ব্যাঙ্কশাল ও সিটি সিভিল কোর্টে হুমকি ইমেল এসেছিল। দু'টিই ভুয়ো বলে প্রমাণিত হয়েছে। তবে কে বা কারা আতঙ্ক ছড়ানোর চেষ্টা করেছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অন্যদিকে, গোটা বিষয়টিকে খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানান সিইও মনোজ আগরওয়াল। তাঁর বক্তব্য, বিচারকরা এসআইআর-এর কাজ করছেন সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে, বিচারকদের নিরাপত্তার দায়িত্ব রাজ্য পুলিশের ডিজি-র। পুলিশকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার বার্তাও দেন সিইও।

রাজ্যের সিইও মনোজ আগরওয়াল বলেন, 'পুলিশ এটা দেখবেই। এটা পুলিশের দেখার দায়িত্ব। বিচারকদের নিরাপত্তার দায়িত্বটা তো সুনিশ্চিত করতেই হবে। সেন্ট্রাল ফোর্স দিয়ে ডিজিপি নিরাপত্তা দেবে। ডিজিপি রাজ্য পুলিশ ব্যবহার করবেন, আমরা তো স্বতন্ত্রভাবে এখন কেন্দ্রীয় বাহিনী ব্যবহার করব না।'

সকাল থেকেই আদালতের গেটে ভিড় জমিয়েছিলেন বহু বিচারপ্রার্থী। তল্লাশি চলাকালীন এজলাস থেকে আইনজীবীদেরও সরানো হয়। দুপুরের পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেও, এই সাইবার হুমকির নেপথ্যে বড় কোনও চক্রান্ত রয়েছে কি না, তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পশ্চিম বর্ধমান জেলা ও দায়রা জজ আদালত সূত্রে খবর, মঙ্গলবার সকাল ১১টা নাগাদ মুখ্য বিচারকের কাছে একটি মেল আসে। তাতে বলা হয়, আদালত চত্বরে বোমা রাখা রয়েছে। ১টা নাগাদ উড়িয়ে দেওয়া হবে। খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকুকুর দিয়ে তদন্ত শুরু করে। ঘটনাস্থলে ডিসি সেন্ট্রাল ধ্রুব দাস-সহ অন্যান্য আধিকারিক উপস্থিত হন। আইনজীবী শেখর কুণ্ডু জানান, একটি জামিনের আবেদনের শুনানি চলছিল, তখনই মুখ্য বিচারক দেবপ্রসাদ নাথ একটি মেলের কথা শোনান। তার পরেই শোরগোল শুরু হয়।

কিছু ক্ষণের মধ্যে কলকাতার নগর ও দায়রা আদালতেও হুমকি মেল আসে। বোমাতঙ্কে আদালত চত্বর থেকে বেরিয়ে যান অনেকে। দুর্গাপুর আদালতেও একই ঘটনা ঘটেছে। এখন সর্বত্রই তল্লাশি চলে। তবে সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায়নি।

ট্রাম্পের আমদানি শুল্ক ১০ শতাংশই

ওয়াশিংটন, ২৪ ফেব্রুয়ারি: আপাতত বিভিন্ন দেশের থেকে ১০ শতাংশ হারেই আমদানি শুল্ক নেবে আমেরিকা। জানাল সে দেশের শুল্ক এবং সীমান্ত রক্ষা (ইউনাইটেড স্টেটস কাস্টমস অ্যান্ড বর্ডার প্রোটেকশন) এজেন্সি। সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পরে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, বিভিন্ন দেশের উপর ১৫ শতাংশ হারে শুল্ক চাপানো হবে। আমেরিকার বৃহত্তম আইন প্রয়োগকারী সংস্থা যদিও সেই পথে হাঁটেনি।

মঙ্গলবার রাত ১২টা ১ মিনিট (ওয়াশিংটনের সময়) থেকে আমেরিকায় নতুন শুল্ক কার্যকর করা হয়েছে। বিভিন্ন দেশের রপ্তানি করা পণ্যের উপরে

১০ শতাংশই শুল্ক নিচ্ছে আমেরিকা। তবে ব্লুমবার্গের প্রতিবেদন বলছে, এই শুল্ক বাড়িয়ে ১৫ শতাংশ করতে সরকারি নির্দেশিকা নিয়ে কাজ করছেন হোয়াইট হাউসের আধিকারিকেরা।

গত শুক্রবার আমেরিকার সুপ্রিম কোর্টে ধাক্কা খেয়েছেন ট্রাম্প। সে দেশের সর্বোচ্চ আদালত জানিয়ে দেয়, জাতীয় জরুরি অবস্থার জন্য ব্যবহৃত আইন প্রয়োগ করে বিভিন্ন দেশের উপর ট্রাম্প যে আমদানি শুল্ক চাপিয়েছিলেন, তা বেআইনি। মার্কিন কংগ্রেসের অনুমতি ছাড়া একক ভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে এই শুল্ক চাপিয়েছেন ট্রাম্প। এর ফলে ট্রাম্প প্রেসিডেন্টের ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন বলে জানায় সুপ্রিম কোর্ট।

মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের ওই নির্দেশের পরই হোয়াইট হাউস থেকে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়, 'সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহের প্রেক্ষিতে আইইইপিএ অনুসারে আরোপিত অতিরিক্ত শুল্ক আর কার্যকর হবে না। যত দ্রুত সম্ভব তা আদায় করা বন্ধ হবে।'

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২০/০২/২০২৬, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ৪৭৪৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Sutapa Chattopadhyay W/o. Arindam Chattopadhyay ও Sutapa Chattopadhay W/o. Dr. Arindam Chattopadhyay সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২০/০২/২০২৬, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ৪৭৪২ নং এফিডেভিট বলে আমি Mohan Shaw S/o. Ram Chandra Shaw ও Mohan Show S/o. R. Ch. Show সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৩/০২/২০২৬, নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে ৯২৫ নং এফিডেভিড বলে আমি Litan Majumder S/o. Amullya Majumder, R/o. Chanchai 3 No. Cannel Bandh, Sanchara, Memari, Purba Burdwan, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার স্কুল সার্টিফিকেটে ও ভোটার কার্ডে আমার সঠিক নাম Litan Majumder S/o. Amullya Majumder-এর পরিবর্তে Nripen Majumder S/o. Amullya Chandra Majumder লিপিবদ্ধ আছে। আমি Litan Majumder S/o. Amullya Majumder & Nripen Majumder S/o. Amullya Chandra Majumder & Nripen Majumder S/o. Amullya Majumder সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৩/০২/২০২৬, নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে ৯৯২ নং এফিডেভিট বলে আমি Akbar Amirali Sk (old name) S/o. Sekh Amir Ali, R/o. Choto Sarsa Musalmanpara, Choto Sarsa, Pandua, Hooghly-712147, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Akbar Amirali Sk নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sk Akbar Ali (New Name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Sk Akbar Ali & Akbar Amirali Sk & Sekh Akbar Ali S/o. Sekh Amir Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Sk Asif Ali.

নাম-পদবী

গত ২৪/০২/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৮৮২৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Sima Khetrapaul ও Sima Khetrapal Paramanik D/o. Tustu Khetrapaul সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৩/০২/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৬৫৫৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Rina Ghosh (old name) W/o. Anil Ghosh, R/o. Kajimahalla, Pandua, Hooghly-712149, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Rina Ghosh নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Tina Ghosh (New Name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Tina Ghosh & Rina Ghosh W/o. Anil Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Prince Ghosh.

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৪ শে ফেব্রুয়ারি। ১১ ই ফাল্গুন। মঙ্গলবার। সপ্তমী তিথি। জন্মে বৃষ রাশি, অষ্টোত্তরী রবি এর ও, বিংশোত্তোরী রবি র মহাদশা কাল। মৃতে চতুষ্পদ দোষ।

মেষ রাশি : প্রাপ্তি। বিদ্যা ভাগ্য ভালো। আজ বাধা থাকলেও, নতুন কিছু করার শক্তি পাবেন। বৈবাহিক জীবনে কিছু সমস্যা আসছে, প্রতিবেশীর দ্বারা সমাধান। ঋর কর্ম ক্ষেত্রে বিশেষ সম্মান বৃদ্ধির সুযোগ। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

বৃষ রাশি : মানষিক ভাবে ভাল। সম্পর্কে শুভত্ব আনতে চেষ্টা করতে হবে। পরিবার এর কোন গোপন কথা, সমস্যা তৈরি করতে পারে। এক প্রবীনা সদস্য র ভুল বাক্য দ্বারা হঠাৎ করেই সমস্যা হবে। যারা কম্পিউটার টেকনোলজি বিভাগে কাজ করছেন, তারা সম্মান পাবেন। মন্ত্র গণ গণশায় নমঃ। শুভ রং ঘিয়ে। শুভ দিক উত্তর।

মিথুন রাশি : কিছু শুভ মানুষ চিনতে ভুল করেছেন। তৃতীয় ব্যক্তির জন্য পরিবারে, ভুল বোঝাবুঝি হবে। খুব তাড়াতাড়ি কাজ করার জন্য আজ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। বিশ্বাস করে যাকে দায়িত্ব দিয়েছেন, নজর রাখুন সেই দিকে। মন্ত্র দুর্গে দুর্গে রক্ষিণী স্বাহা। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক পূর্ব।

কর্কট রাশি : তর্কে জিততে পারবেন না। নৈরাশ্য হতাশা গ্রাস করবে মনটাকে। নতুন বন্ধুত্বের অনুরোধ, কেন উপেক্ষা করছেন? সময় দিন, শুভ হবে। সম্পত্তি দখল নিয়ে মামলা শুরু হতে পারে। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

সিংহ রাশি : খুব ভালো যোগাযোগ হবে। সবাই সামনে আপনার কথা মেনে নিয়ে, পিছনে বসে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের করছে। সতর্ক থাকুন। খাদ্যদ্রব্যর ব্যবসায়ীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব শুভ। মন্ত্র ওম গন গণেশায়। শুভ রং। হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

কন্যা রাশি : পরিবার পরিজন সবাই আজ আপনার সহযোগ করবেন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব শুভ। প্রবীন নাগরিক হিসেবে আজ আর্থিক সাহায্য পাবেন। তবে পুরাতন কোন মামলা থেকে সতর্ক থাকুন। মন্ত্র নমঃ শিবায় / কৃষ্ণায়। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক দক্ষিণ।

তুলা রাশি : এক বান্ধব দ্বারা সুসংবাদ প্রাপ্তি। পরিবার পরিজন দের সাথে মধুর সম্পর্ক। আজ মন খুলে বান্ধব দের সাথে কথা বলতে পারেন। শুধু সন্ধ্যার পর অপরিচিত র ফোন না ধরা ভাল। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব শুভ। যারা কস্মেটিক্স ব্যবসা করেন, তাদের ব্যবসা বৃদ্ধি নিশ্চিত। মন্ত্র নমঃ শ্রী বিষ্ণু। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

বৃশ্চিক রাশি : দুঃখ প্রাপ্তি। সতর্ক থাকুন। আজ হয়রানির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কোন সমস্যা তৈরী হবে ব্যাংক লোন নিয়ে। কাগজপত্র গুছিয়ে রাখুন, কিছু প্রমান দিতে হতে পারে। রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মীদের সাথে শুভ। মন্ত্র শন শনি দেবায় নমঃ। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

ধনু রাশি : বিবাহিত জীবনের জন্য শুভ। আজ ছাত্র ছাত্রীদের জন্য অতীব শুভ। বৈবাহিক দাম্পত্য জীবনে কোন তৃতীয় ব্যক্তির ব্যবহারে সমস্যা তৈরী হতে পারে। একটু সতর্ক থাকুন, ছলনা কারী স্বজন কে আজ চিনতে পারবেন। মোটর মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর কাজে আজ সফলতা। মন্ত্র দূর্গা মন্ত্র। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

মকর রাশি : শান্তির বাতাবরন পরিবারে। ফোন কলে আজ লাভ প্রাপ্তি। পুরাতন বান্ধব দ্বারা শুভ। যারা উচ্চ বিদ্যা তে আছেন, সফলতা অর্জন করতে পারবেন। বৈবাহিক দাম্পত্য জীবনে শুভ। লৌহ আকরিক ব্যবসা তে ধন প্রাপ্তি। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং কালো। শুভ দিক পশ্চিম।

কুম্ভ রাশি : ধার্মিক আধ্যাত্মিক মন যুক্ত দিন। আপ্যায়ন ভাল, তবে আজ দুই পরিচিত মানুষ সম্পর্কে সতর্ক থাকুন। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করতে হবে। সবাই আপনার মতো সরলতায় পূর্ন নয়। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং নীল। শুভ দিক পশ্চিম।

মীন রাশি : প্রতিবাদ না করাটা ভাল। আজ সত্য উদঘাটন হতে পারে। দাম্পত্য জীবনে কষ্ট। মনের মানুষ কে ভুল বুঝে কষ্ট পাবেন। আর্থিক স্থিতি শুভ। প্রেমিক যুগল, বয়স্কদের সাহায্যে নিয়ে এগিয়ে যাও, শুভ হবে। মন্ত্র শিব মন্ত্র। শুভ রং হালকা হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

(শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণে র জন্মোৎসব। শ্রী বিন্দুবাসিনী পুজো।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম-পদবী

গত ২৩/০২/২০২৬, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ০৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Prosanta Roy ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sujit Kumar Roy ও S. Roy সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২০/০২/২০২৬, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ৪৭৪৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Sachikanta Mal S/o. Shyamsundar Mal ও Sachindra Nath Mal S/o. S. S. Mal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৩/০২/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৬৫৫৮ নং এফিডেভিড বলে আমি Sk Amjad Khan S/o. Sk Abdul Rahim R/o. Kajimahalla, Pandua, Hooghly-712149, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার কন্যার (Jinnat Khatun) জন্ম সার্টিফিকেটে Sbeing no. 979, dt. ১০.০৭.২০০৭) আমার সঠিক নাম Sk Amjad Khan-এর পরিবর্তে Amjad Khan লিপিবদ্ধ আছে। আমি Sk Amjad Khan & Amjad Khan S/o. Sk Abdul Rahim সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৭/০২/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৫৫৯০ নং এফিডেভিড বলে আমি Pulakesh Ghosh S/o. Bibhuti Ghosh, R/o. Shyamnagar, Chotkhanda, Memari, Purba Burdwan-713146, W.B ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্রের (Somnath Ghosh) জন্ম সার্টিফিকেটে (being no. 2691, dt. 29/12/1997) ও আমার ভোটার কার্ডে আমার নাম Pulakesh Ghosh, আমার ও আমার পুত্রের আধার কার্ডে আমার নাম Pulkesh Ghosh ও আমার পুত্রের ভোটার কার্ডে আমার নাম Pulokesh Ghosh লিপিবদ্ধ আছে। আমি Pulakesh Ghosh, Pulkesh Ghosh & Pulokesh Ghosh S/o. Bibhuti Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৯/০২/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৬২৯৬ নং এফিডেভিড বলে আমি Abdur Raqeb Mandal S/o. Abdul Kalam Mandal, R/o. Sarangpur, Pawnan, Dadpur, Hooghly-712305, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার মাধ্যমিকের (W.B.B.S.E.) Registration, Admit, Marksheet & Certificate-এ আমার সঠিক নাম Abdur Raqeb Mandal ও সঠিক জন্ম তারিখ ০৮/০৫/২০০৫-এর পরিবর্তে Abdur Raqeb ও ৩০/০৫/২০০৫ লিপিবদ্ধ আছে। আমি Abdur Raqeb Mandal ও Abdur Raqeb S/o. Abdul Kalam Mandal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার সঠিক জন্ম তারিখ ০৮/০৫/২০০৫.

নাম-পদবী

গত ১৯/০২/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৬২৯৭ নং এফিডেভিড বলে আমি Karina Parvin D/o. Abdul Kalam Mandal, R/o. Sarangpur, Pawnan, Dadpur, Hooghly-712305, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার মাধ্যমিকের (W.B.B.S.E.) Registration, Admit, Marksheet & Certificate-এ আমার পিতার সঠিক নাম Abdul Kalam Mandal-এর পরিবর্তে Abdul Kalam Molla লিপিবদ্ধ আছে। আমার পিতা Abdul Kalam Mandal & Abdul Kalam Molla সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২১/০১/২০২৬, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ৩০ নং এফিডেভিট বলে আমি Amit Kumar Pandit S/o. Harisadhan Pandit ও Amit Pandit S/o. H. Pandit সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি Sougat Sarkar, পিতা- Sisir Sarkar, গত ২০/০২/২০২৬ বহরমপুর SDEM(S) কোর্টের এফিডেভিটে বলে আমি Sougat Sarkar এবং Saugata Sarkar পিতা- Sisir Sarkar এবং Sisir Kumar Sarkar এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইল।

নাম-পদবী

আমি Abchhar Sk, পিতা- Tukarjuban Sk, গত 24/02/2026 বহরমপুর নোটারী পাবলিক এফিডেভিট বলে আমি Abchhar Sk এবং Md. Afshar Sk, পিতা- Tukarjuban Sk এবং Md. T. Sk এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইল।

নাম-পদবী

গত ১১/০২/২০২৬, নোটারী পাবলিক, শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ৪৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Champa Mondal @ Ruksona Begam C/o. Sita Mondal, R/o. ওয়ার্ড নং ১৪, জয়কৃষ্ণবাজার, তারকেশ্বর, হুগলী-৭১২৪১০, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার কন্যা Sohana Khatun (Old Name) নাম ও ধর্ম পরিবর্তন করিয়া হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করিয়া সর্বত্র Suparna Mondal (New Name) নামে পরিচিত হইয়াছে। আমার কন্যা Suparna Mondal & Sohana Khatun D/o. Champa Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

Change of Name

I, **SARMILA MAITY** D/o Lt. Ram Chandra Maity & W/o **DILIP KUMAR MITRA** R/o- Inda, Kharagpur, Dist.- Paschim Medinipur, Pin-721305, W.B. shall henceforth be known as **SHARMILA MITRA** as declared In the Court of Judicial Magistrate, (1st Class) at Midnapore, Dist.- Paschim Medinipur vide affidavit no. 23382 dated 22/11/2019. **SARMILA MAITY** D/o Lt. **Ram Chandra Maity** & W/o **Dilip Kumar Mitra** and **SHARMILA MITRA** W/o **Dilip Kumar Mitra** & D/o Lt. **Ram Chandra Maity** both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, **Sukanya Dey** W/o, Arpan Dey R/a, 87, Balaram Dey Street, P.O. - Beadon Street, Kolkata - 700006, W.B. have changed my Surname from Sukanya Dutta to Sukanya Dey vide Affidavit No. 1635 dated 21.02.2026 sworn before the court of LD 1st Class Judicial Magistrate at Kolkata. Henceforth, I shall be known as Sukanya Dey instead of Sukanya Dutta in my relevant documents that should be corrected accordingly. It is further stated that **Sukanya Dey** and **Sukanya Dutta** is the same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, **Chhaya Pramanick** W/O Asit Pramanick, resident of 34/3, Chaital Para Lane, P.O.+P.S.-Santipur, Dist.-Nadia, W.B., Pin-741404 do hereby declare that I have changed my name from **Chhaya Pramanick** to **Chhaya Pramanik** and henceforth I shall be known as **Chhaya Pramanik** in all purpose, vide affidavit no- 65 sworn before the Notary Public at Ranaghat court on 03/11/2025. **Chhaya Pramanik** and **Chhaya Pramanick** both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, **Asit Pramanick @Asit Kumar Pramanik** S/O Late Sayaram Pramanik @Sahayram Pramanik, resident of 34/3, Chaital Para Lane, P.O.+P.S.-Santipur, Dist.-Nadia,W.B., Pin-741404 do hereby declare that I have changed my name from **Asit Pramanick @Asit Kumar Pramanik** to **Asit Pramanik** and henceforth I shall be known as **Asit Pramanik** in all purpose, vide affidavit no- 67 sworn before the Notary Public at Ranaghat court on 03/11/2025. **Asit Pramanik** and **Asit Pramanick @ Asit Kumar Pramanik** all are same and one identical person.

নাম -পদবী পরিবর্তন

আমার প্রকৃত নাম **Sahir Uddin Paik**, পিতা- Md Mataleb Paik, গ্রাম- রামনগর, পোঃ- গুমুকবেড়িয়া, থানা- কুলপি, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, গত ১০/০২/২০২৬ তারিখে আলিপুর ১ম শ্রেণীর বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে দাখিলকৃত একটি হলফনামা (3448/26) বলে আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে -ক) ২০০৩ সালের কুলপি বিধানসভার ভোটার তালিকায় আমার নাম ভুলবশত **Sagirahaman Khan** হিসেবে নথিবদ্ধ হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে **Sahir Uddin Paik** এবং **Sagirahaman Khan** একই ও অভিন্ন ব্যক্তি। খ) একইভাবে, আমার স্ত্রীর প্রকৃত নাম **Amiran Bibi**। উক্ত ভোটার তালিকায় তাঁর নাম ভুলবশত **Amiran Ali Khan**, স্বামী- **Sagirahaman Khan** হিসেবে নথিবদ্ধ হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে **Amiran Bibi** এবং **Amiran Ali Khan** একই ও অভিন্ন ব্যক্তি এবং তিনি আমারই স্ত্রী।

CHANGE OF NAME

I, **Sourav Pramanick** S/O Asit Pramanick, resident of 34/3, Chaital Para Lane, P.O.+P.S.-Santipur, Dist.-Nadia, W.B., Pin-741404 do hereby declare that I have changed my name from **Sourav Pramanick** to **Sourav Pramanik** and henceforth I shall be known as **Sourav Pramanik** in all purpose, vide affidavit no- 66 sworn before the Notary Public at Ranaghat court on 03/11/2025. **Sourav Pramanik** and **Sourav Pramanick** both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Baysakhi Adak d/o Pravas Adak r/o GIP colony, Ashutosh Ghosh Road, Opposite of Matri Kuthir, Reliance Smart Point, P.O - GIP colony, P.S - Jagacha, Dist - Howrah, Pin - 711112, WB, declares that in my daughter's Birth certificate my name is recorded as Baisakhi Adak Singh and also in her official records i.e Birth certificate, School records, PAN and Aadhar Card her name is recorded as Snehakshi Singh instead of Snehakshi Adak, henceforth she will be known as Snehakshi Adak as declared before First Class Judicial Magistrate Alipore court (West Bengal) vide affidavit no. 17619 Dated 11.11.2025. Snehakshi Adak and Snehakshi Singh are same and identical person.

Change of Name

I, **Vijay M Upadhyay** S/o **Mansukh Lal C Upadhyay @ Mansukhlal C Upadhyay,** residing at TE/191, Gole Bazar, Ward No.- 21, P.S.-KGP(T), P.O.- Kharagpur, Dist.- Paschim Medinipur, PIN - 721301, W.B. shall henceforth be known as **Vijay Upadhyay** S/o Late **Mansukhlal Upadhyay** as declared In the Court of Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Kharagpur vide affidavit no. 3052 dated 18/02/2026. **Vijay M Upadhyay** S/o **Mansukh Lal C Upadhyay @ Mansukhlal C Upadhyay** and **Vijay Upadhyay** S/o Late **Mansukhlal Upadhyay** both are same and identical person i.e. myself and my father.

To Whom It May Concern

**"PANACEA NURSING HOME"
Closed forever as of 04.01.2026. OF X-RAY AND USG CE Licence No. 33735732**

**For, "PANACEA NURSING HOME"
(SUNANDA NANDY)
Proprietor**

NOTICE

My client SARWAR KHAN, son of Mohammad Julkar Nain Khan, residing at 39, Kazipara Lane, Police Station- Shibpur and District- Howrah-711103, West Bengal, am the constituted attorney of Pradip Kumar Tiwari, Son of Ramesh Kumar Tiwari, of 9, Haridas Banerjee Lane, Police Station- Shibpur and District-Howrah-711102, in respect of ALL THAT piece and parcel of property with old dilapidated structure measuring about 1 kattha 27 square feet situated and lying at 10, Dhruba Kumar Pal Lane, Police Station- Shibpur and District-Howrah-711102. That the original **Deed No. 00572 for the year 1999** has been lost from him house. That on 19/02/2026 at about 9 a.m. In this regard, a missing diary was made in **on 21/02/2026 at Shibpur Police Station. GD No. 1976.** If any kind hearted person has found the lost original document, it will be beneficial if you return the document within 7 (Seven) days.

**Sayan Sana
B.A. LL.B. (Cal), Advocate
Judges' Court Howrah
Phone : 8337076558**

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে **১)শ্রী অলোক ঘোষ, ২)শ্রী দিলীপ ঘোষ ৩)শ্রী প্রদীপ ঘোষ, ৫)চৈতালী দাস ওরফে চৈতালী ঘোষ, ৬)মিতালী ঘোষ, ৭)কাকলী ঘোষ,** ১,২,৩,৫,৬,৭ সকলের পিতা ৺রাধাকান্ত ঘোষ, **৮)শ্রীমত্যা আরতি ঘোষ** স্বামী ৺জয়দেব ঘোষ, **৯)শ্রাবনী ঘোষ** পিতা ৺জয়দেব ঘোষ, **১০)শ্রীমত্যা কবিতা ঘোষ** স্বামী ৺মহাদেব ঘোষ, **১১)রুম্পা দাস** পিতা ৺মহাদেব ঘোষ, **১২)মিলু ঘোষ** পিতা ৺জয়দেব ঘোষ, **১৩)শ্রী অনুপম ঘোষ** পিতা ৺মহাদেব ঘোষ, সকলের সাকিম দেবানন্দপুর দক্ষিনপাড়া, দেবানন্দপুর, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩, মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং ০৬/১০/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-09577/2023 নং আমমোক্তার দলিল মূলে ও **৪)শ্রীমত্যা আভা ঘোষ,** স্বামী ৺সুকুমার ঘোষ, বিগত ইং ২৭/০২/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-02127/2024 নং আমমোক্তার দলিল মূলে, একুনে দুইটি পৃথক পৃথক আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী প্রশান্ত ধর,** পিতা ৺প্রানেশ ধর, সাকিম কাজিডাঙ্গা জোড়া অশ্বত্থতলা, দেবানন্দপুর, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তার নামা দলিল বলে আমার মক্কেল তপশীল- জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা মানুষপুর, জে.এল. নং ৪, হাল এল.আর. ১৪৪৯, ১৪৫০, ১৪৫১, ১৪৫২, ১৪৫৩, ১৪৫৪, ১৪৫৫, ১৪৫৬, ১৪৫৭ ও ১৪৫৮ নং খতিয়ান হইতে আর.এস. ১৯২ তথা হাল এল.আর. ৩২৩ দাগে কলাবাগান জমি ২ কাঠা ১২ ছটাক ৪২ বর্গফুট সম্পত্তি বিগত ইং ১৪/০৩/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-03077/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিলমূলে **শ্রী নারায়ন মাঝি** পিতা রতন মাঝি, সাকিম দক্ষিণ নলডাঙ্গা, শান্তি পল্লি, নলডাঙ্গা, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩, মহাশয়কে বিক্রয় করিয়াছেন। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রী নারায়ন মাঝি** পিতা রতন মাঝি, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

**ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু),
চন্দননগর কোর্ট, হুগলী**

AFFIDAVIT

I, **KAMESHWAR SAH** S/O Late GAUTAM SAH residing at 3/194, Waverly Line, P.O.- Shyamnagar, P.S.- Jagatdal, Dist.- 24 Parganas (N), do hereby declare vide affidavit filed in the Court of Ld. Judicial Magistrate, 1st Class at Barrackpore dated 16.02.2026 that my correct name is KAMESHWAR SAH S/O Late GAUTAM SAH amd these are recorded in my Aadhar, Voter and PAN Cards but in my Service Records, such as ESI, PF, Pension, at Hooghly Mills Ltd, Unit Waverley Jute Mills, Shyamnagar my name and my father's name have been recorded as RAMESWAR SHAW S/O GAUTAM SHAW inadvertently. KAMESHWAR SAH S/O Late GAUTAM SAH and RAMESWAR SHAW S/O Late GAUTAM SHAW is the same and one identical person.

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল **সুসুমিতা মন্ডল,** স্বামী- গৌতম মন্ডল, বিগত ২৫-০২-২০১১ তারিখে কদম্বগাছি নিবন্ধন অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১২৩ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে **১) আব্দুল বারিক ২) আব্দুল সফিক** মালিকগণ এর পক্ষে নিযুক্তি আমমোক্তার **শ্রী রাফিফ আলী,** মহাশয়ের নিকট হইতে ০.০৩০০ শতক জমি খরিদ করেন, যাহার মৌজা- পশ্চিম ইছাপুর, জে.এল. নং-২৯, এল.আর ১৬৯৩ খতিয়ানভুক্ত, এল.আর. দাগ ১৫৮০, যদি কারোর আপত্তি থাকে, তাহা হলে ৩০ দিনের মধ্যে বি এল এন্ড এল আর ও বারাসাত অফিসে যোগাযোগ করুন।

কেকা দাস (এ্যাডভোকেট)
বারাসাত জাজেস কোর্ট
ফোন নং 6290468448

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জনসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, বীরভুম জেলার বোলপুর থানার অন্তর্গত বোলপুর নিবাসী মাধব চন্দ্র রায় ও তন্ময় রায় উভয়ের পিতা মধুসূদন রায় জেলা বীরভুম থানা বোলপুর অন্তর্গত ১২২ নং জে.এল. ভুক্ত গয়েশপুর মৌজাস্থিত এল.আর. ১৯০৫ ও ১৯০৬ নং খতিয়ান ভুক্ত ২১৮/১০৩৭ ও ২১৮/১০৩৮ নং দাগের মোট ২৫.৮২ শতক সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার নিমিত্ত মীর বিটন আলি পিতা মীর উজ্জল আলি, সাকিম- ঘেড়োপাড়া, পোঃ- রজতপুর, থানা- বোলপুর, জেলা- বীরভুম-কে ADSR Bolpur অফিসের ২০২০ সালের ১ নং বহির ৬৪৮৯ নং আমমোক্তারনামা দলিলবলে তাঁহাদের পক্ষে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন। উক্ত আমমোক্তারনামা দলিলবলে উক্ত মীর বিটন আলি মহাশয় আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি অপর ব্যক্তি/সংস্থাকে হস্তান্তর/বিক্রয় করিয়াছেন/করিতেছেন/করিবেন। উক্ত হস্তান্তর/বিক্রয়ের বিষয়ে কাহারও কোন প্রকার আপত্তি/অভিযোগ থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে এক মাস মধ্যে বোলপুর বি.এল. & এল.আর. অফিসে বা সংশ্লিষ্ট অফিসে জানাইতে হইবে অন্যথায় উক্ত সম্পত্তির মিউটেশন/রেকর্ড সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর নামে আইন অনুযায়ী হইবে।

**Raghunath Dutta
Advocate, Bolpur Court, Birbhum**

NOTICE

That my client Gopal Saha lost/misplaced the original Deed vide Being No. 5122/2005 regd. at ADSR Hariharpara which was in his custody, wrt ALL THAT land measuring about 7 dec with residential structure, in R.S. & L.R. Dag No. 1307 Mouza Hariharpara, J.L. No. 32, P.S. Hariharpara, ADSR-Hariharpara, Hariharpara G.P., Dist-Murshidabad, PIN- 742166. GDE Lodged at Hariharpara PS Vide GDE No. 1073, Dated 18/02/26. If anyone has any objection contact me with relevant documents within 14 days. Thereafter no claim will be accepted.

Pranayan Chandra
Advocate
(Insta Legal Services)
Mobile : 8777407081
Email: **instalegalservices@gmail.com**

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, মূল প্রাক দলিল নং ১১৪০ -১৯৮৭ সালের, দলিল নং ১৪৯৮-২০০৪ সালের, দলিল নং ১২৮৪৫-২০০৮ সালের, সমুদয় সকল রেজিষ্ট্রিকৃত অফিস এডিএসআর -বিধাননগর, এবং পিওএ দলিল নং ২৫১৩ -২০০৮ সালের রেজিষ্ট্রিকৃত অফিস এআরএ-৩, কলকাতা সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি সম্পর্কিত অবস্থিত অংশ আরএস এবং এলআর দাগ নং ৪৩৭৬ আরএস খতিয়ান নং ৮৪৯, এলআর খতিয়ান নং ৮৩৮৩, ১৪৩৯৪ এবং ১৬৩৯৩, বর্তমানে ২০৭৮১ এবং ২০৭৩৮, মৌজা - হাতিয়ারা, জেএল নং ১৪, আরএস নং ১৮৮, তৌজি নং ১৬৯, থানা -রাজারহাট, পরে নিউ টাউন বর্তমানে ইকো পার্ক, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, বর্তমানে পরিচিত এবং সংখ্যায়িত পুরসভা হোল্ডিং নং এএস/২০৩(২৯/২০), বিএল-এইচজে, হাতিয়ারা, সান্তা আবাসন, পো হাতিয়ারা, পিন : ৭০০১৫৭, পুরসভা ওয়ার্ড নং ২৯, বর্তমানে ২০ পূর্বতন রাজারহাট গোপালপুর পুরসভা বর্তমানে বিধাননগর পৌর সংস্থা অধীন, আমাদের মক্কেল (শ্রী নরেন্দ্র মিশ্র) এর হেফাজত থেকে কাজের সময় স্থানান্তরিত/হারিয়ে গিয়েছে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ইকো পার্ক থানায় এক জেনারেল ডায়েরি উল্লেখ্য জিডিই নং ৯৯৮ তারিখ ২১.০২.২০২৬ দায়ের করা হয়েছে।

কোনও ব্যক্তি উক্ত দলিল পেয়ে থাকলে বা কোনও খবর জানা থাকলে অনুগ্রহ করে নিম্নস্বাক্ষরকারীকে ১০ দিনের মধ্যে জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে, পরবর্তীতে কোনও দাবি গ্রাহ্য হবে না।

সৌম্য রায় অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস
১২, গভ. প্লেস ইস্ট, চেম্বার -২ এবং ৩
কলকাতা- ৭০০০৬৯
ফোন : নং : ০৩৩ ৪৮২২ ২৯২৯
ই-মেল : shoumyaroy.shaw@yahoo.com
তারিখ : ২৪.০২.২০২৬

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে **শ্রীমত্যা কুন্তি দেবী সিং** স্বামী ৺মিথিলেশ সিং ওরফে মিথিলেশ কুমার সিং, সাকিম কানাগড় আদর্শ নগর, দক্ষিণ নলডাঙ্গা, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩, মহাশয়া বিগত ইং ২২/০১/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-00677/2024 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী হিরালাল রাজভর,** পিতা মতি রাজভর ওরফে মতিলাল রাজভর, সাকিম কানাগড় আদর্শ নগর, দক্ষিণ নলডাঙ্গা, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তার নামা দলিল বলে আমার মক্কেল সম্পত্তির অপর শরীক **১)শ্রী দীনেশ চন্দ্র মিশ্র ও ২)শ্রী হরিশ চন্দ্র মিশ্র,** উভয়ের পিতা জিৎ নারায়ন মিশ্র, উভয়ের সাকিম কানাগড় আদর্শ নগর, দক্ষিণ নলডাঙ্গা, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩, মহাশয়দ্বয়ের সহিত যৌথ ভাবে তপশীল- জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা কানাগড়, জে.এল. নং ১৩, আর.এস. ২৭৯ তথা হাল এল.আর. ৩২৮ দাগে শুনা জমি ১)হাল এল.আর. ১৮৭২ নং খতিয়ান হইতে ১ ছটাক ৪৩ বর্গফুট সম্পত্তি, ২)হাল এল.আর. ১৮৭৩ নং খতিয়ান হইতে ১ ছটাক ৪৩ বর্গফুট সম্পত্তি, ৩)হাল এল.আর. ১৮৪৭ নং খতিয়ান হইতে ১ কাঠা ০৮ ছটাক ০৭ বর্গফুট সম্পত্তি, একুনে একটি দাগে, তিনটি খতিয়ান হইতে মোট ২.৮০ শতক বা ১ কাঠা ১২ ছটাক ০৩ বর্গফুট সম্পত্তি বিগত ইং ১৭/১০/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-13233/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিলমূলে **শ্রীমতী দীপা প্রসাদ** স্বামী সাব্বির কুমার, সাকিম ১০ গার্ডিনার রোড, লিলুয়া, হাওড়া-৭১১২০৪, মহাশয়াকে বিক্রয় করিয়াছেন। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রীমতী দীপা প্রসাদ** স্বামী সাব্বির কুমার, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি sনিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

**ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু),
চন্দননগর কোর্ট, হুগলী**

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

আমার অন্যতম মক্কেল শ্যামা মাজি, সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ আনুমানিক ১০.৬৬ ডেসিমেল (স্বত্ব পরিমাপ ১১ ডেসিমেল) মৌজা - তেলারি, জেএল নং ৭৫, তৌজি নং ২০৬ এবং ৩৩১ আরএস খতিয়ান নং ৬৮৪, এল আর খতিয়ান নং ৬৫০, বর্তমান এলআর খতিয়ান নং ৩২৮৬, আরএস এবং এলআর দাগ নং ১০৯৪, বুডুল গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা - নোদাখালি, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মূল পূর্ব দলিল (বিক্রয় দলিল) রেজিষ্ট্রিকৃত এডিএসআর বজ বজ, বুক নং ১, ভলুম নং ৩৬, পৃষ্ঠা ১২৩ থেকে ১২৮, দলিল নং ২৮৬১-১৯৮৭ সালের স্থানান্তর/ হারিয়ে ফেলেছেন। উক্ত দলিলের স্থানান্তর/হারিয়ে ফেলার বিষয়ে বুডুল আরওপি -নোদাখালি থানার অধীনে, এক সাধারণ ডায়েরি উল্লেখ্য জিডিই নং ১১৪ তারিখ ০৬.০২.২০২৬ দায়ের করেছেন।
যেকোনও ব্যক্তি বা সংস্থা বা ব্যাঙ্ক/ আর্থিক প্রতিষ্ঠান এর কোনও দাবি, অধিকার, স্বত্ব এবং/বা স্বার্থ উক্ত সম্পত্তিতে থাকলে বা উক্ত দলিল সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৪ দিনের মধ্যে দাবি দাখিলের অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট দাবি অগ্রাহ্য হবে।

সুপ্রিয় বসু, এলএলপি
টেম্পল চেম্বার
রুম নং ৪৮, একতলা
৬, ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০০১
ফোন : ০৩৩-৪৬০১ ৪৮৪৯/৪৬০১/৪৮৫৪
ই-মেল : supriyobasu.llp@gmail.com
partho.adhikary@sbalaw.in

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)খন্দকার আব্দুল হাসেম, ২)আরেফা খাতুন,** স্বামী সৈয়দ হোসেন হালিম, উভয়ের পিতা মরহুম খন্দকার আব্দুল ছাত্তার, সাকিম কেজা, আমাদপুর, মেমারী, বর্দ্ধমান-৭১৩৩০১, **৩)জীবন নেসা বিবি,** স্বামী মরহুম খন্দকার আব্দুল রাজ্জাক, **৪)খন্দকার আসফাক হোসেন, ৫)সামিম সুলতানা, ৬)সাহিন সুলতানা,** ৪-৬ পিতা মরহুম খন্দকার আব্দুল রাজ্জাক, **৭)খাইরুন নেসা বেগম** স্বামী মরহুম খন্দকার আব্দুস সবুর, **৮)খন্দকার মুস্তাক হোসেন** পিতা মরহুম খন্দকার আব্দুস সবুর, সকলের সাকিম কাজীমহল্ল্যা স্টেশন রোড, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, মহাশয়/মহাশয়া বিগত ইং ১৯/০৮/২০১৬ তারিখে ডি.এস.আর.-I, সদর, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-00345/2016 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাদেরকে **(১)মহম্মদ সাহাজাহান** পিতা মহম্মদ বরকতুল্লাহ, সাকিম জয়পুর রোড, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯ ও **২)মহম্মদ আক্রাম** পিতা মহম্মদ গুলজার, সাকিম কাজীমহল্ল্যা স্টেশন রোড, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯), ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমরা তপশীল- জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা মটুকপুর, ১০৫ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৫০৮, ৫৬২, ৬৬৯ ও ৫৭ নং খতিয়ান হইতে আর.এস. তথা হাল এল.আর. ৯১৯ নং দাগে শালি বর্তমানে ভিটি জমি ষোল আনায় ৭৯ শতকের মধ্যে ৩.৩০ শতক সম্পত্তি বিগত ইং ৩০/০১/২০১৮ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-01134/2018 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **সালেহা খাতুন,** স্বামী সেখ ইমদাদ, সাকিম বাল্লিভারা রোড, হাজিনগর, হালিশহর, নৈহাটী, উঃ ২৪পরগণা-৭৪৩১৩৫ মহাশয়াকে বিক্রয় করিয়াছি। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **সালেহা খাতুন,** স্বামী সেখ ইমদাদ, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি - ১)মহম্মদ সাহাজাহান ২)মহম্মদ আক্রাম,
আমমোক্তার

PUBLIC NOTICE

REVOCATION OF GENERAL POWER OF ATTORNEY

TO ALL PERSONS, let it be known that my client, **MRS. MOUSUMI DE**, D/O Late Karuna Moy Sett, R/O Purbachal, Salt Lake, Cluster 8, Flat: E/5, Kolkata - 700097 (hereinafter referred to as the "Principal"), does hereby **REVOKE IN ITS ENTIRETY** the General Power of Attorney registered under **No. 060402898**, dated 2nd September 2024, executed before the Additional District Sub-Registrar, Chandannagar, Hooghly.

By the said General Power of Attorney, my client had appointed **MR. SHYAM SUNDAR SETT**, S/O Late Dibakar Sett, of Boxigoli, J.N. Palit Road, Chandannagar, Hooghly, Pin - 712136, as her Attorney-in-Fact.

This revocation of General Power of Attorney shall be conclusive for all purposes from the date of execution as set forth below. My client, **Mrs. Mousumi De**, for good cause, does hereby revoke, cancel, and make void the General Power of Attorney and all powers and authorities therein granted to the said Attorney-in-Fact.

Nothing herein shall affect any lawful actions taken by the Attorney-in-Fact prior to the receipt of this notice of revocation. Notice of this revocation shall be binding on every person or entity to whom a copy of this document is provided. A copy of this revocation shall be as effective as the original for all purposes. This Revocation has already been served via personal delivery and was duly received. My client stands absolved from liability toward any person who acts in accordance with this Revocation of Power of Attorney.

This Revocation of Registered General Power of Attorney (being No. 060400058) was executed on the 4th day of September 2025 at the District Sub-Registrar's Office, Chandannagar, Hooghly.

Date: 24.02.2026
Place: Chinsurah

Sk. Nasir (Advocate)
Chinsurah Judges' Court, Hooghly

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

এসআইআর নিয়ে হাইকোর্টে বৈঠকে মনোজ পন্থের উপস্থিতিতে বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন: এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে সোমবার হাইকোর্টে হওয়া বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান সচিব মনোজ পন্থের উপস্থিতি ঘিরে নতুন বিতর্ক দানা বাঁধল। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা সুকান্ত মজুমদার অভিযোগ করেছেন, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অমান্য করেই ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মনোজ পন্থ। তাঁর দাবি, এ বিষয়ে মনোজ পন্থের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করে গ্রেপ্তার করা হোক।

সুকান্তের অভিযোগ, আদালত নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল কারা বৈঠকে থাকবেন। সেই তালিকার বাইরে থেকেও মনোজ পন্থের উপস্থিতি প্রশ্ন তুলছে। তিনি বিষয়টি কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের নজরে আনার কথাও জানিয়েছেন। তবে রাজ্য সরকার পালটা জানিয়ে দিয়েছে, হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির অনুমতি নিয়েই মনোজ পন্থ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। প্রশাসনের বক্তব্য, নিয়ম মেনেই বৈঠক হয়েছে, কোনও নির্দেশ লঙ্ঘন করা হয়নি।

সম্প্রতি হাওড়া ভোলাগিরি কলামন্দিরের হলে শিশিরকুমার ব্যানার্জী মেমোরিয়াল সোসাইটির পক্ষ থেকে ২৭তম বার্ষিক অনুষ্ঠানে স্মশিশিরকুমার ব্যানার্জী স্মারক ও সম্মাননা প্রদান করা হয়। বিশিষ্ট সমাজসেবী ডাঃ কৃষ্ণমোহন মজুমদার(মরণোত্তর) ও ২০২৫ মাধ্যমিক পরীক্ষায় হাওড়া জেলায় প্রথমস্থানধিকারী হাওড়া বিবেকানন্দ ইন্সটিটিউশনের ছাত্র সুভম মাইতিকে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সৌরেন বন্দোপাধ্যায় ও আই,আই,টি ভুবনেশ্বরের অধ্যাপক ডঃ সোহম রায়চৌধুরী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডঃ জলি সেনগুপ্ত । এদিন হাওড়ার ছয়টি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে অর্থ'প্রদান করা হয়। সংগীত ও কবিতা পাঠের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়। পরিচালনা করেন অরবিন্দ বন্দোপাধ্যায় ।

উদ্বোধনের পথে রাজারহাট ফিকাল স্লাজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন, রাজারহাট: জেলায় প্রথম, রাজ্যে দ্বিতীয় উদ্যোগ। উদ্বোধনের পথে 'রাজারহাট ফিকাল স্লাজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট'। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আনুকুল্যে মিশন নির্মল বাংলা প্রজেক্টের আওতায় উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের উদ্যোগে ২ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা ব্যায়ে রাজারহাটের বিষ্ণুপুর ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের পোদরা বাজার এলাকায় এই প্রকল্প তৈরি করা হয়েছে। বুধবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভার্চুয়ালি এই প্রকল্পটির উদ্বোধন করার কথা বলে জেলা প্রশাসন সুত্রে জানা গিয়েছে।

কিন্তু কি এই 'ফিকাল স্লাজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট' (এফএসটিপি)? এটি হলো একটি বিশেষ পদ্ধতি যাতে সেপটিক ট্যাঙ্ক বা পিট ল্যাট্রিন থেকে সংগৃহীত মানব বর্জ্য (মলমূত্র) পরিবেশসম্মতভাবে শোধন ও নিরাপদ নিষ্কাশন করা। এটি অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ দূষণ রোধ করতে, রোগের বিস্তার কমাতে এবং শোধিত বর্জ্যকে জৈবসার হিসেবে ও নির্গত জলকে চাষের জমিতে সেচ বা গাড়ি ধোঁয়ার কাজে পুনব্যবহারযোগ্য করে তোলে। জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী জানান, ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমাদের জেলা উন্মুক্ত সৌচ বিহীন জেলার স্বকৃীত পেয়েছিল। তারপর থেকেই মানব বর্জ্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছিল। অবশেষে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে ও জেলা পরিষদের উদ্যোগে একবিঘা জায়গার উপর প্রকল্পটি তৈরি করা হয়েছে।

প্রতিদিন ৩০ কিলো লিটার বর্জ্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রসেসিং করা যাবে। এর থেকে প্রপ্ত জল তৎক্ষনাৎ সেচ বা গাড়ি ধোঁয়ার কাজে ব্যবহার করা যাবে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১২ ফাল্গুন ১৪৩২ বুধবার

মুসলিম ভোট ছাড়াও বাংলায় পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী: শমীক

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য বিজেপির দপ্তরে মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠকে সংখ্যালঘু সমাজকে উদ্দেশ করে সরাসরি বার্তা দিলেন দলের রাজ্য সভাপতি ও রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য । ভোটার তালিকা সংশোধন ঘিরে বিতর্কের প্রেক্ষাপটে তিনি বলেন, জাতীয়তাবাদী মুসলিম সমাজ কোনও প্ররোচনায় পা দেবেন না। আপনারা বিজেপিকে ভোট না-দিলেও এই রাজ্যে পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী।

তিনি আরও দাবি করেন, সীমান্তবর্তী রাজ্য হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকার নির্ভুলতা জাতীয় নিরাপত্তার সঙ্গেও যুক্ত। তাঁর কথায়, 'দেশবিরোধী

শক্তিকে এই মাটিতে শিকড় গাড়তে দেওয়া যাবে না। আমরা কোনও ভাবেই বাংলাকে সন্ত্রাসের উর্বর ভূমি হতে দেব না।' সংখ্যালঘু ভোটারদের উদ্দেশে তাঁর আহ্বান, 'আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবুন। যারা উস্কানি দেয়, তাদের থেকে দূরে থাকুন।'

গুজরাতের উদাহরণ টেনে তিনি প্রশ্ন তোলেন, 'অন্য রাজ্যের মুসলিমরা কী ভাবে এগোচ্ছেন আর এ রাজ্যে কেন কর্মসংস্থানের জন্য বাইরে যেতে হচ্ছে, এই প্রশ্ন সরকারকে করুন।' তাঁর অভিযোগ, দীর্ঘদিন সংখ্যালঘু তোষণের রাজনীতি হয়েছে, কিন্তু বাস্তব উন্নতি ঘটেনি। সাংবাদিক বৈঠকে শমীক ভট্টাচার্য স্পষ্ট ভাষায় বলেন, 'ভয়মুক্ত পরিবেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়াই আমাদের লক্ষ্য।' তাঁর এই বক্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে ইতিমধ্যেই জোর চর্চা শুরু হয়েছে।

গভীর রাতে শুটআউট তিলজলায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: ব্যক্তিগত বিবাদ থেকে বচসা। তার জেরেই গভীর রাতে খাস কলকাতার বেনিয়াপুকুরের তিলজলায় চলল গুলি। যুবককে লক্ষ্য করে পাঁচ থেকে ৬ রাউন্ড গুলি চালানো হয় বলে স্থানীয় সূত্রে খবর। এরপর রক্তাক্ত অবস্থায় রাতেই গুলিবিদ্ধ যুবককে ভর্তি করা হয় এসএসকেএমের ট্রমা কেয়ার সেন্টারে। চলছে চিকিৎসা। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে বেনিয়াপুকুরের তিলজলায় পাঁচ থেকে ছ'রাউন্ড গুলি চলে।

সঙ্গে এও জানা যায়, সোমবার সন্ধ্যেবেলা মহম্মদ নিয়াজের সঙ্গে মহম্মদ সলমনের বচসা হয়। তখনই নিয়াজকে হুমকি দেয় সলমন। কিন্তু এলাকার লোক ঝামেলা মিটিয়ে দেয়। পরিবারের লোকেরা নিয়াজকে নিয়ে বাড়ি চলে যায়। এরপর রাত্রি একটা নাগাদ নিয়াজকে বাড়ি থেকে ডেকে এলোপাথাড়ি ৫-৬ রাউন্ড গুলি চালায় সলমন ও তাঁর সঙ্গীরা এমনই অভিযোগ নিয়াজের পরিবারের সদস্যদের। নিয়াজের দু'টি পায়ে ৩ টি গুলি লাগে।

এই ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, অভিযুক্ত সলমন এলাকার দুষ্কৃতী। এর আগেও তার বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ ছিল। চুরি, ডাকাতি, তোলাবাজির মতো একাধিক অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। তবে নিয়াজের সঙ্গে ঠিক কী নিয়ে বচসা বেঁধেছিল তা এখনও স্পষ্ট নয়। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বেনিয়াপুকুর থানার পুলিশ।

এলাকার বাসিন্দা জানান, 'ওরা আড্ডা মারছিল সন্ধেবেলা। সেই আড্ডার সময় দেখেছিলাম কিছু ঝামেলা হয়েছিল। এরপর রাতের বেলা ফের বাড়ি থেকে নিয়াজকে ডাকতে আসেন কয়েকজন। প্রত্যেকের কাছে বাইক ছিল। তিন চারজন দাঁড়িয়েছিল। ওদের কাছে ব্যাগও ছিল। একটা আওয়াজ পেয়ে আমরা জিজ্ঞাসা করলাম কী হয়েছে। তখন দেখি ওই দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেগুলো স্কুটি নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে। আর নিচে পড়ে রয়েছে একজন। সঙ্গে সঙ্গে আমরা প্রথমে ওকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাই।'

নো এসআইআর, নো ভোট: শমীক

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতায় দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠকে মঙ্গলবার রাজ্য বিজেপি সভাপতি ও রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর প্রক্রিয়া ঘিরে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। তাঁর দাবি, দেশের অধিকাংশ রাজ্যে বিশেষ নিবিড় সংশোধন নির্বিঘ্নে শেষ হলেও, এ রাজ্যে অস্বাভাবিক জটিলতা তৈরি হয়েছে।

তিনি বলেন, 'ভারতের নানা প্রান্তে কাজ সম্পন্ন হয়েছে, কিন্তু বাংলায় কেন বাধা? এটা প্রশাসনিক ব্যর্থতার স্পষ্ট প্রমাণ।' তাঁর অভিযোগ, মাঠপর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে এবং ভয়ভীতি প্রদর্শনের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। এমনকি আদালতের তত্ত্বাবধান প্রয়োজন হওয়াকেও তিনি রাজ্য ব্যবস্থার প্রতি অনাস্থার ইঙ্গিতদ বলে মন্তব্য করেন।

ভোটার তালিকা প্রসঙ্গে তাঁর স্পষ্ট বার্তা, '৮০ দিন লাগুক বা ১৮০ দিন, ত্রুটিমুক্ত তালিকা চাই। নো এসআইআর, নো ভোট - এটাই আমাদের অবস্থান।' নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, অভিযোগ যেই করুক, প্রতিটি অভিযোগের পূর্ণাঙ্গ শুনানি আবশ্যক। সীমান্তবর্তী রাজ্য হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের নিরাপত্তা প্রসঙ্গও টানেন তিনি। তাঁর কথায়, 'ভোটার তালিকার স্বচ্ছতা জাতীয় নিরাপত্তার সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত।' একইসঙ্গে তিনি সংখ্যালঘু সমাজের উদ্দেশে আহ্বান জানান, উস্কানিতে না পা দিয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে বিবেকবোধ দিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে।

শামিমের পদোন্নতি

নিজস্ব প্রতিবেদন: পদোন্নতি হল আইপিএস জাভেদ শামিমের। ডিরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ পদে উন্নীত করা হল তাঁকে। মঙ্গলবার স্বরাষ্ট্র দপ্তরের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, বর্তমানে এডিজি ও আইজিপি (এসটিএফ) পদে কর্মরত এবং অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে আইবি-র দায়িত্ব সামলানো জাভেদ শামিমকে পদোন্নতি দিয়ে ডিরেক্টর জেনারেল অ্যান্ড ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ (এসটিএফ) করা হয়েছে। পাশাপাশি, তিনি ডিজি অ্যান্ড আইজিপি (আইবি) হিসেবেও অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করবেন।

বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, আগামী ১ মার্চ, ২০২৬ থেকে এই পদোন্নতি কার্যকর হবে এবং পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত তিনি এই দায়িত্বে থাকবেন। রাজ্যপালের অনুমোদনক্রমে এই নিয়োগ হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

১৯৯৫ ব্যাচের আইপিএস অফিসার জাভেদ শামিম দীর্ঘ দিন ধরেই রাজ্য পুলিশের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে রয়েছেন। গোয়েন্দা ও বিশেষ শাখায় কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। প্রশাসনিক মহলের মতে, আইন-শৃঙ্খলা ও বিশেষ অপারেশনের ক্ষেত্রে তাঁর অভিজ্ঞতাকে মাথায় রেখেই এই পদোন্নতি।

প্যাকেজিং শিল্পে নতুন দিশা, নতুন কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ডিজিটাল রূপান্তর ও পরিবেশ, সচেতনতার যুগে প্যাকেজিং শিল্পকে নতুন পথে এগিয়ে নিতে কলকাতায় বসছে দু'দিনের জাতীয় সম্মেলন। আয়োজক ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ প্যাকেজিং । ২৬ ও ২৭ ফেব্রুয়ারি শহরের আইটিসি সোনার-এ দেশের শিল্পপতি, নীতিনির্ধারক, গবেষক ও স্টার্ট-আপ প্রতিনিধিরা মিলিত হবেন।

কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রকের অধীন এই প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন ধরে প্যাকেজিং মানোন্নয়নে কাজ করছে। আয়োজকদের বক্তব্য, প্রযুক্তি, পরিবেশ ও বাজার, এই তিনকে একসূত্রে বাঁধতেই এই উদ্যোগ। সম্মেলনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নির্ভর উৎপাদন, ডিজিটাল ট্রেসেবিলিটি, উন্নত মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা হবে। পাশাপাশি প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, ইপিআর নীতি ও পুনর্ব্যবহার প্রযুক্তি নিয়েও বিশদ পর্যালোচনা চলবে।

পূর্ব ও উত্তর,পূর্ব ভারতের অর্থনীতিতে প্যাকেজিং 'াতকে চালিকাশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনাও উঠে আসবে আলোচনায়। শিল্পমহলের মতে, এই ক্ষেত্র প্রসারিত হলে উৎপাদন, সরবরাহ শৃঙ্খল, গবেষণা এবং যন্ত্র নির্মাণ, সব ক্ষেত্রেই নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হতে পারে। এক উদ্যোক্তার কথায়, উদ্ভাবন বাড়লে কাজের ক্ষেত্রও বাড়বে, বিশেষ করে তরুণ প্রযুক্তিবিদদের জন্য।

গবেষণা ও স্টার্ট-আপ সংক্রান্ত বিশেষ অধিবেশন তরুণদের জন্য সম্ভাবনার জানালা 'লে দেবে বলেই আশা আয়োজকদের। সমাপনী দিনে সেরা উদ্ভাবনকে সম্মান জানানো হবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই সম্মেলন শুধু শিল্পের ভবিষ্যৎ নয়, কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও নতুন দিশা দে'তে পারে।

মা উড়ালপুলে ভয়ানক দুর্ঘটনায় মিলিটারি ট্রাক

নিজস্ব প্রতিবেদন: মঙ্গলবার সকাল হতেই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা মা উড়ালপুলে। নিয়ন্ত্রণ হারাল মিলিটারি ট্রাক। সায়েন্স সিটি থেকে পার্ক সার্কাস যাওয়ার প্রান্তে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে ট্রাকটি। এর আগেও মা উড়ালপুলে দুর্ঘটনা ঘটেছে। তবে সেনার ট্রাক দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে এমনটা এর আগে খুব একটা শোনা যায়নি।

আবহাওয়া অফিস আগেই বলেছিল যে বৃষ্টি হবে। তেমনই সোমবার রাত থেকে বৃষ্টি শুরু হয়ে যায় কলকাতা শহর সহ জেলায়-জেলায়। সেই সময়ই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাকটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চলে যায় উল্টোপ্রান্তে। দুমড়ে যায় ট্রাকটি। জানা যাচ্ছে, ট্রাকের ভিতরে ছিলেন তিনজন জওয়ান। তবে কোনও প্রাণহানি হয়নি। তবে এর মধ্যে আহত হন দুই জওয়ান। স্থানীয় বাসিন্দারাই উদ্ধার করে আহতদের নিয়ে যায় হাসপাতালে। প্রসঙ্গত, মা উড়ালপুলে বহুবার দুর্ঘটনা ঘটেছে। বিশেষত, বাইক আরোহীদের দুর্ঘটনার খবর বেশি করে সামনে আসে।

কখনও নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উড়ালপুলের রেলিং টপকে পড়ে মৃত্যু হয়, কখনও আবার চিনা মাঞ্জায় আহত হন অনেকে। কলকাতা ট্রাফিক পুলিশ আগেই ব্যবস্থা নিয়েছে যাতে দুর্ঘটনা রোধ করা যায়। তারপরও বহুবার দুর্ঘটনা ঘটেছে। দুর্ঘটনা এড়াতে প্রথম দিকে রাত ৯টার পর থেকে বাইক আরোহীদের জন্য় উড়ালপুলের যাতায়াত বন্ধ করে দেওয়া হয়।

সিইও দপ্তরে বিক্ষোভ, শুভেন্দুকে ঘিরে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটার তালিকা সংশোধনকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ছড়াল কলকাতায়। সিইও দফতরের সামনে বিক্ষোভে সামিল হলেন তৃণমূলপন্থী বিএলও সংগঠনের কর্মীরা। সেই সময় সেখানে পৌঁছন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী । অভিযোগ, তাঁকে লক্ষ্য করে চোর চোর স্লোগান ওঠে এবং জুতো দেখিয়ে প্রতিবাদ জানানো হয়। বিক্ষোভকারীদের দাবি,

মুর্শিদাবাদের সুতিতে প্রায় আট হাজার ভোটারের নাম ফেরত পাঠানো হয়েছে। তাঁদের বক্তব্য, প্রয়োজনীয় কাগজ জমা দেওয়া সত্ত্বেও নাম বাদ যাচ্ছে। এটা মানা যায় না। এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদেই কমিশনের দপ্তরের সামনে অবস্থান কর্মসূচি নেওয়া হয়। ঘটনার জেরে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। উপস্থিত পুলিশ দ্রুত হস্তক্ষেপ করে ভিড় নিয়ন্ত্রণে আনে। যদিও কোনও বড় অশান্তির খবর নেই। অভিযোগের জবাবে শুভেন্দুর কড়া প্রতিক্রিয়া, সব দৃশ্য নথিবদ্ধ করা হচ্ছে। সময় এলে আইনি ও রাজনৈতিক জবাব দেওয়া হবে। তিনি আরও বলেন, ভোটার তালিকা নিয়ে কারচুপি বরদাস্ত করা হবে না। এদিকে বিক্ষোভকারীরা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, নাম পুনর্বহাল না-হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। ভোটের আগে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক তরজা যে আরও বাড়বে, তা বলাই বাহুল্য।

গঙ্গাউর উৎসবের জন্য কুমোরটুলিতে ঠাকুর তৈরি হচ্ছে। *ছবি: অদিতি সাহা*

ট্র্যাভেল এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলের পূর্ববর্তী কমিটিতেই আস্থা শীর্ষ আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের ট্রাভেল এজেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের (ট্যাব) নির্বাচন সংক্রান্ত মামলায় এক গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিতে দেখা গেল কলকাতা হাইকোর্টকে। ট্রাভেল এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলের পূর্ববর্তী কমিটিতেই আস্থা বজায় রাখল হাই কোর্টের বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য ও সুপ্রতিম ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ। একই সঙ্গে, ট্রাভেল এজেন্টস অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন পরিচালনার জন্য দু'জন আইনজীবীকে যৌথ বিশেষ আধিকারিক হিসেবে নিয়োগও করে আদালত। মামলার শুনানিতে আদালত স্পষ্ট জানিয়েছে, যে নির্বাচন আয়োজনের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় প্রশাসনিক সহায়তা প্রদান করবে সেই কমিটি, যারা ৩১ মার্চ ২০২৫ তারিখে দায়িত্বে ছিল। পূর্বতন কমিটির সদস্যদের আদালতে প্রতিনিধিত্ব করেন আইনজীবী সংস্থা ভিক্টর মোজেস অ্যান্ড কোং ২০২৩ সালে নির্বাচিত কমিটির মেয়াদ ২০২৫ সালে শেষ হওয়ার কথা। তৎকালীন সম্পাদক সমিতির বিধি অনুসারে নির্বাচনের নোটিস জারি করতে অস্বীকার করেন। অচলাবস্থা কাটানোর জন্য গত বছর ২৫ অক্টোবর অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভায় ৮৯ জন বৈধ সদস্য কোরাম পূরণ করে একটি নতুন কমিটি নির্বাচন করেন। পরবর্তীতে সমিতির দুই সদস্য কলকাতা সিটি সিভিল আদালতে মামলা দায়ের করে নবনির্বাচিত কমিটির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করান। যাতে তারা পদাধিকারী হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করতে না-পারেন। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়।

আর এই প্রসঙ্গে আদালত জানায়, কেবলমাত্র সেই সদস্যরাই ভোটদানে অংশগ্রহণ করতে পারবেন, যারা ৩১ মার্চ ২০২৫ তারিখে বৈধ সদস্য ছিলেন। ৩১ মার্চ ২০২৫ তারিখে দায়িত্বে থাকা কমিটিই নির্বাচন পরিচালনার প্রশাসনিক ও প্রক্রিয়াগত সহায়তা প্রদান করবে। সমগ্র নির্বাচন প্রক্রিয়া ১০ মে ২০২৬ তারিখের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। আইনজীবী মহলের মতে, এটি একটি বিরল কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা, যেখানে একটি বেসরকারি সংস্থার অভ্যন্তরীণ বিরোধ মেটাতে হাইকোর্ট হস্তক্ষেপ করেছে, যাতে 'ট্যাব'-এ সুষ্ঠু, স্বচ্ছ ও বিধি অনুসারী নির্বাচন নিশ্চিত হয় এবং প্রশাসনিক অচলাবস্থা দূর হয়।

এসআইআর যাচাইয়ে ৬০ লক্ষ নাম আদালতের নজরে

নিজস্ব প্রতিবেদন: দীর্ঘ টানাপোড়েনের পর অবশেষে স্পষ্ট হল বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়ায় কত নাম বিচারাধীন হতে চলেছে। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের কার্যালয় জানিয়ে দিল, মোট আপত্তিকৃত নামের মধ্যে ৬০ লক্ষের ভাগ্য নির্ধারণ করবেন বিচারকরা। আপত্তির তালিকায় 'আনম্যাপড' ও 'লজিক্যাল অসঙ্গতি', এই দুই শ্রেণি মিলিয়ে সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ১ কোটি ৫২ লক্ষ। তারই একটি বড় অংশ এখন আদালতের তত্ত্বাবধানে যাচাই হবে।

অভ্যন্তরীণ সূত্রের দাবি, সবচেয়ে বেশি নাম রয়েছে মুর্শিদাবাদে। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনাও শীর্ষে। ইতিমধ্যে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ২০২ জন বিচারিক আধিকারিককে দায়িত্ব দিয়েছেন। আরও নাম যুক্ত হতে পারে বলেও ইঙ্গিত মিলেছে। এক প্রশাসনিক কর্তা বলেন, প্রক্রিয়ার নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতেই বিচারকদের হাতে পূর্ণ ক্ষমতা রাখা হয়েছে। বিশেষ অনলাইন পোর্টালে নথি খতিয়ে দেখে গ্রহণ বা বাতিলের সিদ্ধান্ত নেবেন বিচারকরাই। প্রত্যেক ক্ষেত্রে কারণ-সহ পর্যবেক্ষণ লিখতে হবে। কমিশনের কোনও আধিকারিকের সরাসরি হস্তক্ষেপের সুযোগ নেই, এমন ব্যবস্থাই রাখা হয়েছে স্বচ্ছতার স্বার্থে। তবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ শেষ হবে কি না, তা নিয়ে সংশয় বাড়ছে। পর্যবেক্ষকদের মতে, প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক নথি নিষ্পত্তি করলেও সময়সীমা চ্যালেঞ্জের মুখে। এদিকে ভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনীর গতিবিধি নিয়েও কড়া নজরদারির সিদ্ধান্ত হয়েছে। এক উচ্চপদস্থ পুলিশকর্তার কথায়, পুরো প্রক্রিয়ায় নজর থাকবে বহুস্তরে, কোনও ফাঁক রাখা হবে না।

বৃষ্টিতে ভিজল তিলোত্তমা থেকে জেলা, নামল তাপমাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আচমকাই চরম রদবদল শুরু রাজ্যের আবহাওয়ায়। কারণ, জলীয় বাষ্প। আর সেই কারণেই আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের সর্বশেষ পূর্বাভাস ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায়। মঙ্গলবার সকাল থেকেই দফায় দফায় ভিজেছে দক্ষিণ থেকে উত্তরের বিভিন্ন জেলা। ভিজেছে শহর কলকাতাও। সকাল থেকেই দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, উত্তর ২৪ পরগনা, হাওড়া-সহ একাধিক জেলায় চলেছে বৃষ্টি। আলিপুরের পূর্বাভাস বলছে বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রপাত ও ঝোড়ো হাওয়ার সতর্কতাও রয়েছে একাধিক জেলাতে। কলকাতাতে এক দফা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টি হয় ভোররাতে। সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বেশ কিছুটা কমে। দিনভর মেঘলা আকাশ ও বৃষ্টির কারণে দিনের তাপমাত্রাও ছিল কিছুটা কম।

এর পাশাপাশি আলিপুর আবহাওয়া দফতর এও জানাচ্ছে, মধ্য বঙ্গোপসাগর এলাকায় নিম্নচাপ ক্রমশ শক্তি হারাচ্ছে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় এটি ঘূর্ণাবর্তে পরিণত হবে। এটি উত্তর ও উত্তর পূর্ব দিকে অভিমুখ করে অবস্থান করবে। অন্যদিকে, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ এবং সংলগ্ন ওড়িশায় রয়েছে ঘূর্ণাবর্ত। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ থেকে অন্ধ্রপ্রদেশ পর্যন্ত একটি অক্ষরেখা বিস্তৃত রয়েছে যেটি ওড়িশার উপর দিয়ে গিয়েছে। উত্তরাখণ্ড এবং পশ্চিম অসম সংলগ্ন এলাকায় ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব আরব সাগর এবং সংলগ্ন কেরল উপকূলে একটি আপার এয়ার সার্কুলেশন বা ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে। নতুন করে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা ঢুকবে ২৬ ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ বৃহস্পতিবার। এদিকে বৃষ্টির জন্য সর্বনিম্ন তাপমাত্রা সামান্য কমল অনেকটাই। ১৯ ডিগ্রির ঘরে পৌঁছায় মঙ্গলবার কলকাতার পারদ। দিনভর মেঘলা আকাশ ও সঙ্গে বৃষ্টি ও দমকা হাওয়ার পূর্বাভাস রয়েছে। এর ফলে দিনের তাপমাত্রা কমতে পারে। তবে বুধবার থেকে ফের শুষ্ক আবহাওয়ার সম্ভাবনা। তাপমাত্রাও থাকবে স্বাভাবিকের কাছাকাছি। মঙ্গলবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৯.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে ০.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। সোমবার বিকেলে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩১.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে ০.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৫০ থেকে ১০০ শতাংশ। আগামী ২৪ ঘণ্টায় শহরের তাপমাত্রা থাকবে ১৯ ডিগ্রি থেকে ২৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর মধ্যে।

সম্পাদকীয়

জলাভূমি ভরাট: কোর্টের হুঁশিয়ারি প্রশাসনিক উদাসীনতারই প্রমাণ

পূর্ব কলকাতার জলাভূমি বুজিয়ে বেআইনি নির্মাণের অনেক পুরনো। বাম আমল থেকেই নগরায়নের নামে এই যথেচ্ছাচার শুরু হয়। যা আজও একই গতিতে চলছে। বেআইনি ভাবে ভরাট হয়ে যাচ্ছে একের পর এক জলাভূমি। উঠছে, আবাসন, বহুতল। জমি হাঙ্গরদের দাপটে কারও কোনও টু শব্দ করার জো নেই। শেষ হয়ে যাচ্ছে পরিবেশ। বিঘ্নিত হচ্ছে বাস্তুতন্ত্র। জলে ডুবছে কলকাতা। বড়সড় সমস্যার মুখে শহর কলকাতা ও তার আগামী প্রজন্ম। কিন্তু এসব থোড়াই কেয়ার করে শাসকদলের নেতা, কর্মীদের মদতে চলছে এই বেআইনি। বিনিময়ে পকেট ভরছে কিছু নেতাদের। আগে বাম নেতাদের এখন তৃণমূল নেতার। ভুক্তভোগী আম জনতা। তাঁদের কথা কে আর কবে ভেবেছে। তাই এবার জলাভূমি রক্ষায় কড়া হুঁশিয়ারি দিতে হল আদালতকে। সম্প্রতি এই সংক্রান্ত এক মামলায় কলকাতা হাইকোর্টে কার্যত হুঁশিয়ারি দিয়েছে রাজ্য প্রশাসনকে। আদালত বলেছে, বেআইনি নির্মাণ ভাঙতে হবে। প্রয়োজনে বেআইনি নির্মাণ ভাঙতে কেন্দ্রীয় বাহিনী নামানোরও হুশিয়ারি দিয়েছেন বিচারপতি। জলাভূমি বুজিয়ে এই সব বেআইনি নির্মাণ বাম আমলের, বলে হাত ধোয়ার চেষ্টা করছে কলকাতা পুরসভা। কিন্তু এবার ভবী ভোলবার নয়। সম্প্রতি পূর্ব কলকাতার জলাভূমিতে এই সমস্ত বেআইনি নির্মাণ নিয়ে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয় হাইকোর্টে। সেখানেই বেআইনি নির্মাণ ভাঙতে রাজ্য সরকার ও পুরসভার ভূমিকায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে আদালত। ওই মামলায় এবার কেন্দ্রীয় সরকারকেও পার্টি করার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। আদালত স্পষ্ট জানিয়েছে, রাজ্য যদি এ কাজ না করতে পারে তাহলে কেন্দ্রের সহযোগিতা চাইতে হবে। প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে বেআইনি নির্মাণ ভাঙার কাজ করতে হবে। অভিযোগ উঠেছে, বারবার নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও রাজ্য এবং পুরসভা কোনও পদক্ষেপ করছে না। আর প্রশ্নটা এখানেই। ওই সব বেআইনি নির্মাণ যদি বাম আমলেই হয়ে থাকে তাহলে এই সরকারের সে সব ভাঙতে সমস্যা কোথায়? এর দায় তো তাদের ওপর চাপছে না। কিন্তু মুখে এক কথা বললেও কাজের ক্ষেত্রে তাঁরা নীরব।

শব্দছক ৮৩ রবি দাস

১	২		৩	■	৪		৫
৬		■	৭	৮		■	
	■	৯				১০	
১১	১২		■		■		■
■		■	১৩	■	১৪		১৫
১৬		১৭		১৮		■	
	■	১৯			■	২০	
২১			■	২২			

পাশাপাশি: ১. চিতায় স্বামীর সঙ্গে মৃত্যুবরণ ৪. এক ভূত-প্রজাতি ৬. কেবল ৭. তার্পিন তেলের গাদ ৯. অসময়ের বৃষ্টি ১১. মহান-এর স্ত্রীলিঙ্গ ১৪. জিহ্বা ১৬. মন্দ স্বভাব ১৯. উদ্যান ২০. স্বামী ২১. ব্যাঙ্কের গয়নাগাটি ইত্যাদি রাখবার জায়গা ২২. যে পাট্টা বা দলিল দিয়ে জমিদারের থেকে জমি নেয়

ওপর-নিচ: ১. বন্ধুর মতো ২. নিম্নবর্গের এক হিন্দুজাতি ৩. মেঘভাঙা বৃষ্টিতে বান ৪. মনুষ্য ৫. দো-ভাষী, যা নিয়ে তর্জমা করেন ৮. মেঘ ৯. অতীব ১০. উৎসুক্য ১২. হরিদ্রা ১৩. বক্তব্যের বানী ১৪. কচ্ছের লোনাভূমি ১৫. নামের পরিবর্তন ১৬. গোলাকার ১৭. আকৃতি ১৮. পায়ে লাঠি বাঁধা দ্রুত চলার জন্য ২০. কর্দম

সমাধান ৮২ — পাশাপাশি: ১. টনক ৩. সমুচিত ৫. লঙ্ঘন ৬. চাকা ৭. দয়াময় ৯. লতানে ১০. সুদামা ১২. গড়িমসি ১৪. রস ১৫. কিন্নর ১৭. নবতম ১৮ ক্ষীরোদ

ওপর-নিচ : ১. টক ২. কলকাতা ৩. সনদ ৪. তনয় ৬. চালগুঁড়ি ৮. মলমাস ১১. দাররক্ষী ১২. গগন ১৩. সিকিম ১৬. বদ

আজকের দিন

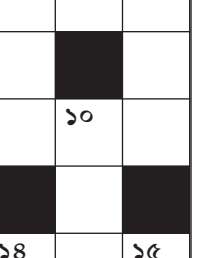

■ **১৯৫৬** — সোভিয়েত নেতা নিকিতা ক্রুশ্চেভ ২০তম পার্টি কংগ্রেসে তার 'গোপন বক্তৃতা'য় স্ট্যালিনের নিন্দা করেন।

■ **১৯৬৪** — ক্যাসিয়াস ক্লে সনি লিস্টনকে পরাজিত করে বিশ্ব হেভিওয়েট বক্সিং চ্যাম্পিয়ন হন।

■ **১৯৯১** — ৮টি কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা চুক্তি সংস্থাকে ভাঙা হয়।

জন্মদিন

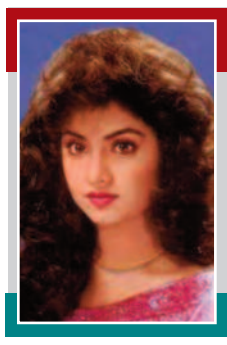

দিব্যা ভারতী

১৯৪৮ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা ড্যানির জন্মদিন।

১৯৭৪ বিশ্বের চলচ্চিত্রাভিনেত্রী দিব্যা ভারতীর জন্মদিন।

১৯৮১ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা শাহিদ কাপুরের জন্মদিন।

প্রতিবাদহীন নীরব সমাজে স্বামীজির বলিষ্ঠ শিক্ষার অভাব পরতে পরতে

স্বপনকুমার মণ্ডল

আজ যখন অন্যায়ে অবিচারে প্রতিবাদহীন নীরব সমাজ মুখে কুলুপ এঁটে থাকে,তখন তার রেশ শিক্ষাক্ষেত্রেই ধাবিত হয়। যে শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড গড়ে তোলার কথা, তা শিক্ষার মননকেই বশীভূত করার আয়োজনে সক্রিয় । সেখানে শিক্ষার আলোই অশিক্ষার অন্ধকারে আত্মগোপন করে, গড়ে তোলে ভগ্ন মেরুদণ্ডের রুগ্ন ও দুর্বল মন ও মনন। সেখানে স্বামী বিবেকানন্দের বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলার শিক্ষার অভাব আজ শিক্ষাক্ষেত্র থেকে সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে । উনিশ শতকের নবজাগরণকে কলকাতাকেন্দ্রিক বলে যতই সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ করা হোক না কেন,এর প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী । বিশেষ করে শিক্ষাক্ষেত্রে তার বিস্তার ক্রমশ বিস্তার লাভ করে । ইয়োরোপীয় শিক্ষা-সংস্কৃতির আলোয় সেক্ষেত্রে বাংলার আধুনিক শিক্ষার প্রচার প্রসার ঘটে,তা অচিরেই ফলবতী হয়ে ওঠে । এই শিক্ষার আলোতেই উনিশ শতকের সমাজ সংস্কার থেকে ধর্মীয় জাগরণ নতুন পথ খুঁজে পেয়েছিল। সেদিক থেকে বাংলার ধর্ম ও সমাজের সংস্কারেই আধুনিক শিক্ষার পরিসর সীমাবদ্ধ হয়ে থাকেনি, আত্মজাগরণেও তার বনেদি ভূমিকার পরিচয় বর্তমান । নারীশিক্ষা থেকে নারীপ্রগতিতে তার বিস্তার অত্যন্ত প্রকট । বাংলার শিক্ষা বিস্তারে সেক্ষেত্রে প্রাতঃস্মরণীয় মনীষী বিদ্যাসাগর। আর তাঁর গড়ে তোলা স্কুলের ছাত্র নরেন্দ্রনাথ দত্ত যিনি পরবর্তীতে বিশ্বজয়ী স্বামী বিবেকানন্দে অবিশ্ব পরিচিতি লাভ করেন,তিনি শিক্ষাকে আত্মজাগরণের অবলম্বন করে তোলেন । স্বামীজির সেই ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলার শিক্ষা আজ সুদূরপরাহত ।

শিক্ষার সর্বোৎকৃষ্ট প্রভাব মানুষের আত্মজাগরণের মাধ্যমেই আলোকিত হয়। শুধু তাই নয়, আত্মবোধের পূর্ণতার মধ্যেই শিক্ষার লক্ষ্যের কথা স্বামীজি আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন । তাঁর কথায়, 'Education is the manifestation of perfection already in men' । অর্থাৎ মানুষের মধ্যেই স্থিত পূর্ণত্ববোধের প্রকাশই শিক্ষা । অপূর্ণতা থেকে পূর্ণতার প্রকাশে শিক্ষার আলোই তার দিশারি। সেক্ষেত্রে শিক্ষার মাধ্যমেই সেই বোধের জাগরণ ঘটে এবং পূর্ণতার পথে এগিয়ে চলে। সেই জাগরণ শুধু বাহ্যিক নয়,একান্ত ভাবেই তা আত্মিক । স্বামী বিবেকানন্দ সেই আত্মিক জাগরণের হদিশ পেয়েছিলেন স্বয়ং তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের পরশে। এজন্য বেকার জীবনের খরা কাটাতে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ানো নরেন্দ্রনাথ দত্তই ঠাকুরের পরশ ধনদৌলত টাকা পয়সার পরিবর্তে জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিবেকবোধের অভাব অনুভব করেছিলেন। নরেন্দ্রনাথের আত্মজাগরণ ঘটিয়েই জগতের কল্যাণে ঠাকুরই তাঁকে স্বামী বিবেকানন্দ গড়ে তোলেন। অন্যদিকে স্বামী বিবেকানন্দ মানুষের আত্মজাগরণের উপায়ে ধর্মীয় পথ ছেড়ে শিক্ষার আদর্শকে পাথেয় করার লক্ষ্যেই সক্রিয় হয়েছিলেন । সেক্ষেত্রে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ধর্মীয় পথে না হেঁটে স্বামীজি সরাসরি শিক্ষার আলোতে পথচলাকেই উত্তরণের সোপান দেখেছিলেন । তাঁর লক্ষ্যই ছিল মানুষ গড়া। শিক্ষার আত্মজাগরণের পথেই সাধারণ লোক থেকে ব্যক্তি হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে স্বামীজির শিক্ষার লক্ষ্যই ছিল ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলা । সেই সময়ের প্রেক্ষিতে তা ছিল বৈপ্লবিক পদক্ষেপ । স্বামীজির ১৮৯৭-এর ১ মে প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের লক্ষ্যেই ছিল শিক্ষা ও সেবা। তিনি ১৯৯৮-এর ৯ ডিসেম্বর বেলুড়ে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ প্রতিষ্ঠা করলেও তাঁর শিক্ষা ও সেবার লক্ষ্য ক্রমশ বিস্তার লাভ করে । শিক্ষার পূর্ণতার পথে আত্মজাগরণ, সেবার মধ্যে তার আত্মনিবেদন। সেখানে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ধর্মমুখী মানবতার চেয়ে স্বামী বিবেকানন্দের মানবমুখী ধর্মীয় চেতনা অনেক বেশি প্রভাবশালী হয়ে ওঠে ।

উনিশ শতকে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির আলোকে ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলনের প্রভাবে অবক্ষয়িত হিন্দুধর্ম ও সমাজকে পুনরুজ্জীবনে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা সবচেয়ে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল । বাংলা সাহিত্যের সম্রাটের আসনে থেকেই তাঁর স্বাজাত্যপ্রেম ও দেশাত্মবোধের পথেই হিন্দুধর্মের পুনর্জাগরণের প্রয়াস লক্ষণীয় । সেক্ষেত্রে শিল্পী বঙ্কিমের মধ্যে থেকে অচিরেই নীতিবাগীশ বঙ্কিম বেরিয়ে আসেন। তারই ফসল তাঁর 'আনন্দমঠ'(১৯৮২), 'দেবীচৌধুরানী' (১৯৮৪) ও 'সীতারাম' উপন্যাস । শুধু তাই নয়, তাঁর ধর্মতত্ত্ব (১৮৮৮), 'কৃষ্ণচরিত্র', 'শ্রীমদভ্গবদ' প্রভৃতি রচনার প্রয়াসেও হিন্দুধর্মের পুনর্জাগরণের স্বকীয় প্রয়াস প্রকট হয়ে ওঠে । সেখানে 'আনন্দমঠ' 'অনুশীলন তত্ত্ব'-এর কথা বলার পর 'দেবীচৌধুরানী'তে তার প্রয়োগে ধর্মীয় শিক্ষার প্রভাবকে তীব্র করে বলেছেন । সেখানে শারীরিক ও মানসিক শিক্ষার আয়োজনে ধর্মীয় সাধনা ও মানবিক উত্তরণের দিশা অত্যন্ত স্পষ্ট । সেদিক থেকে বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মীয় শিক্ষা ও সাধনার মধ্যেই মহৎ জীবনের সোপানকে দেখানোর সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে । তাঁর বাকি জীবনও হিন্দুধর্মের চর্চায় অতিবাহিত হয়। সেখানে তাঁর মহৎ জীবনের উত্তরণে ধর্মীয় শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক চেতনাই প্রাধান্য লাভ করে। অন্যদিকে স্বামী বিবেকানন্দ বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর (১৮৯৪-এর ২৬ জুন) আগেই হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্বকে প্রতিস্থাপনে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৮৯৩-এর ১১ সেপ্টেম্বর আমেরিকার শিকাগো শহরে বিশ্বধর্ম সম্মেলনের বক্তৃতায় হিন্দুধর্মের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য ও আভিজাত্যের পরিচয়ে তার উদার ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির কথা তুলে ধরে মানবমুখী হিন্দুধর্মের প্রতি আমেরিকাবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে সফল হন। তাঁর অন্তর্দৃষ্টির প্রসারতায় ধার্মিকের সংখ্যাবৃদ্ধির চেয়ে মানুষ গড়ার পরিকল্পনায় ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাই সক্রিয় হয়ে ওঠে। এজন্য দেশে ফেরার পর স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৭-এর ১ রামকৃষ্ণ মঠে ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তোলার পাশাপাশি ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিক শিক্ষা ও সেবার জন্য রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। Man making is my mission তথা মানুষ গড়ার লক্ষ্যে তাঁর শিক্ষা বিস্তারের আয়োজন সেদিন ছিল বৈপ্লবিক। স্বামীজির শিক্ষাভাবনার মধ্যেই আধুনিকমনস্ক মানুষের মধ্যেও তাঁর গ্রহণযোগ্যতা শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে ।

আধুনিক চেতনার বিস্তারে সবচেয়ে বেশি জরুরি ছিল আধুনিক শিক্ষা । স্বামী বিবেকানন্দ সেই আধুনিক শিক্ষাকে মানুষ গড়ার পুঁজি করে নেন। তাতে যেমন ধর্মীয় শিক্ষার বিস্তারের লক্ষ্যে সক্রিয় হয়নি,তেমনই তার মধ্যে গতানুগতিক ডিগ্রিসর্বস্ব শিক্ষাও ছিল না । ডিগ্রিধারী শিক্ষার প্রতি তাঁর তীব্র অনীহা ছিল। সেকথা তাঁর কথাতেও বেরিয়ে পড়ে '— তোরা ভাবছিস — আমরা শিক্ষিত। কি ছাই মাথামুণ্ডু শিখেছিস। কি ছাই শিখেছিস ! কতকগুলি পরের কথা ভাষান্তর মুখস্থ করে মাথার ভেতরে পুরে পাস করে ভাবছিস, আমরা শিক্ষিত! ছ্যাঃ ! ছ্যাঃ! এর নাম শিক্ষা !!' অন্যদিকে স্বামীর শিক্ষার লক্ষ্যে ছিল মানুষের কল্যাণ। এজন্য প্রথমে ব্যক্তিত্ব বিকাশের শিক্ষায় আত্মজাগরণ প্রাধান্য লাভ করে । শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের আত্মোন্মোচন করার পূর্ণতায় তার মধ্যে বাঁচা ও বাঁচানোর মানবিক ঐক্য সমন্বয় বর্তমান । আত্মপ্রকাশের মাধ্যমে মানবপ্রকাশের বার্তা সেখানে প্রকট হয়ে ওঠে। শিক্ষা আলোয় নিজেকে খুঁজে পাওয়ার পথেই শিক্ষার্থীর মনে মানুষের কল্যাণকামী চেতনার বিস্তার ঘটে। আর তাতেই মনুষত্বের বিকাশ থেকে মানব সেবার চেতনার আলো ছড়িয়ে পড়ে। বহুজনহিতায়,বহুজনসুখায় চেতনায় উন্নীত হওয়ার ক্ষেত্রে তার মহত্ত্ব বিস্তার । সেক্ষেত্রে স্বামীজির শিক্ষার সোপানে আত্মিক দৃঢ়তা লক্ষ্যভেদী হয়ে ওঠে । মনের দুর্বলতায় দাসত্ব অনিবার্য । শিক্ষার উৎকর্ষেই মনের সবলতা শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে, পরাক্রমশালী ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে, আত্মবিশ্বাসের বাতিঘর জ্বলে অবিরত । আধুনিক শিক্ষা অজ্ঞানতা শুধু দূর করে না, আত্মবিশ্বাস সুদৃঢ় করে। সেখানে স্বামীজির ঈশ্বরে বিশ্বাসের চেয়ে আত্মবিশ্বাসে আস্থাশীলতার প্রতি পক্ষপাতের কথা বলেছেন । ঈশ্বরে বিশ্বাস নয়, নিজের প্রতি যার বিশ্বাস নেই তাকেই স্বামী নাস্তিক বলেছেন । এই আত্মবিশ্বাসেই থাকে আত্মনির্ভরতার আত্মসম্মানবোধ। সেক্ষেত্রে স্বামীজির শিক্ষা অর্জুনের লক্ষ্যভেদী সুদৃঢ় মানসিকতা গড়ে তোলার চেতনা অত্যন্ত প্রকট। স্বামীর সেই উদাত্ত বাণী 'উদ্বোধন' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় 'উদ্বোধন' লেখার নীচেই প্রকাশিত হয়, 'উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত' যা ইংরেজিতে 'Arise– awake– till the goal is reach' বা, ওঠো জাগো,যতক্ষণ না কার্যসিদ্ধি হয়। পরাধীন দেশে স্বামীজির সেই লক্ষ্যভেদী শিক্ষা শুধু স্বনির্ভরতায় নিঃস্ব হয়ে পড়ে না, পরহিতে মানুষের কল্যাণে নিবেদিত হয়ে বৃহত্তর ও মহত্ত্বর চেতনায় সম্প্রসারিত হতে থাকে নিরন্তর । পরাধীন ভারতের মানুষ গড়ার সেই শিক্ষার আদর্শে স্বামীজি যে নতুন ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন, তার অসফলতায় আজ স্বাধীন দেশেই পরাধীন পরজীবীর নীরব আনুগত্যেই প্রতিবাদহীন সমাজের নির্বাকমূর্তি ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে চলেছে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। যে শিক্ষা দাসত্ব মোচনের স্বপ্ন দেখানোর কথা, তাই আজ দুঃস্বপ্নের আগরবাতি জ্বালিয়ে চলেছে অবিরত, ভাবা যায়!

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রখ্যাত কবি ও শিশুসাহিত্যিক সুনির্মল বসু

এম এ নাসের

বাঙালি কবি, ছড়াকার বাংলাদেশের ঢাকা জেলার মালখানগরে পৈতৃক আবাস। বিহারের গিরিডিতে ১৯০২ সালের ২০ জুলাই জন্মগ্ হণ করেন। পিতা পশুপতি বসু, পিতামহ গিরিশচন্দ্র বসু প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক, মাতামহ বিপ্লবী মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা।

শৈশবে পিতার কর্মস্থল গিরিডিতে পাঠচর্চা শুরু হয়।

গিরিডিতে যে স্কুলে তাঁর পিতা শিক্ষকতা করতেন, সেখানকার ছাত্র ছিলেন, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কুলদারঞ্জন প্রমুখ বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব। শৈশব থেকেই মাতুলালয়ে বই, পত্রিকা পড়ার সুযোগ হয় তাঁর। সেই হেতু পরে সুনির্মল শর্মা ছদ্মনামে তিনি কবিতা লিখতে শুরু করেন। 'অবকাশরঞ্জন', 'অমৃত', 'প্রভৃতি সৃষ্টি হাতে-লেখা পত্রিকায় প্রকাশ হয়। অবসর সময়ে ছবি আঁকতেন। নীহারিকা দেবী ছিলেন সুনির্মল বসুর পত্নী।

সাঁওতাল পরগণার অপরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশের পটভূমিকায় কাব্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন। তাঁর প্রথম কবিতা ক্ষুপ্রবাসীক্ষু পত্রিকায় প্রকাশ হয়।

গিরিডিতে ব্রাহ্মপণ্ডিত বামনদাস মজুমদারের প্রতিষ্ঠিত স্কুলে তিনি কিছুদিন অধ্যয়ন করেন।

১৯১৬ সালে তিনি গিরিডি হাই স্কুলের সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ইন্ডিয়ান স্কুল অফ ওরিয়েন্টাল আর্ট' স্কুলে ছবি আঁকা শিখেছিলেন ।

১৯২০ সালে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, পরে কলকাতার সেন্ট পল্স কলেজে ভর্তি হলেন।

সুনির্মল বসু, বসন্তকুমার দত্ত, অজিতকুমার নাগ এবং সুশীলকুমার মিত্র- দের চেষ্টাই 'আশা' পত্রিকা প্রকাশ হয়।

গান্ধিজির আহ্বানে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করে পাঠচর্চা অসমাপ্ত ছিল। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'হাওয়ার দোলা' প্রকাশিত হয়।

উল্লেখ্য, তিনি একটি কবিতা লিখে অতি গোপনে পাঠিয়েছিলেন 'সন্দেশ' পত্রিকায়, কিন্তু সেই কবিতা মুদ্রিত হয়নি। একদা গিরিডিতে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর সঙ্গে মাতামহের মাধ্যমে তাঁর আলাপ হয়ে যায়।

উল্লেখ্য, প্রিয়নাথ বসুর সার্কাস, গোবর গুহ-র কুস্তিচর্চা, সঙ্গীতজ্ঞ কৃষ্ণচন্দ্র দে-র সঙ্গীত শ্রবণের সৌভাগ্য তার হয়েছিল।

দিদি অমিয়া বসু এবং তিনি একত্রে গৃহশিক্ষকের কাছে অধ্যয়ন করতেন। পড়ার অবসরে কবিতার খাতায় 'কবীরের জন্ম', 'রাণী ও সারিকা', 'ভক্ত প্রহ্লাদ' নামে কবিতা লিখেছিলেন।

১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তিতে তিনি কবিতা লেখেন।

পরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বিসর্জন' নাটকে নক্ষত্র রায় চরিত্রে এবং 'ডাকঘর' নাটকে কবিরাজ চরিত্রে তিনি অভিনয়ও করেছেন। ১৯২৩ সালে 'কল্লোল' পত্রিকা প্রকাশিত হলে অখিল নিয়োগী এবং সুনির্মল বসু একত্রে দপ্তরে নিয়মিত যাতায়াত করতেন। অতঃপর কালি-কলম পত্রিকার দপ্তরেও 'বারবেলার বৈঠক'-এর নিয়মিত সদস্য ছিলেন।

এছাড়া 'মুকুল' পত্রিকার অফিস ও 'দেব সাহিত্য কুটীর'-এর দপ্তরে যাতায়াত ছিল। 'আনন্দমেলা' পত্রিকার পক্ষ থেকে 'মণিমেলার আসর' এবং 'যুগান্তর' পত্রিকার পক্ষ থেকে 'সব পেয়েছির আসর'-এর কারণেই সুনির্মল বসু সমস্ত বাংলায় পরিচিতি পান।

তিনি মণিমেলার আসরের প্রতিটি সভায় সভাপতিত্ব করতেন। তাছাড়া অখিল নিয়োগীর সঙ্গে শোভাবাজার দেব বাড়ির ঠাকুর দালানে 'সব পেয়েছির আসর'-এর বার্ষিক সভার তিনি আয়োজক ছিলেন। লেখালিখি করেই অতি কষ্টে জীবিকা নির্বাহ করতেন। পর্যায়ক্রমে প্রায় শতাধিক কবিতা ও ছড়ার বই প্রকাশিত হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলি , 'ছানাবড়া', 'বেড়ে মজা', 'হৈ চৈ', 'হুলুস্থুল', 'কথা শেষ', 'হাসির দেশে', 'পাততাড়ি', 'বীর শিকারি', 'কবিতা শেখা', 'আমার ছড়া', 'টুনটুনির গান', 'রঙিন দেশের রূপকথা', 'পাতার ভেঁপু, 'জানোয়ারের ছড়া' প্রভৃতি।

তিনি ছোটদের পাক্ষিক পত্রিকা 'কিশোর এশিয়া'প্রকাশ করেন। সুনির্মল বসু-র 'আলোর মৌচাক', 'শামিয়ানা', 'হাবুবীর', 'অবাক কাণ্ড', 'বন্ধু খুড়ো', 'আজগুবিপুর', 'বন্দেমাতরম' প্রভৃতি ছড়াগুলি আজও স্মরণীয়।

এছাড়া 'বিধির বিধান', 'মোহনকুমার', 'বিড়াল রাজকন্যা', 'দুই রাজকুমার', 'সওদাগরের ছেলে' প্রভৃতি গল্পও লিখেছেন ।

ক্ষুদিরাম বসু, প্রফুল্ল চাকী, বাঘা যতীন, কানাইলাল দত্ত প্রমুখ বাংলার বীর বিপ্লবীদের নিয়ে শিশুতোষ ছড়া লিখেছেন। স্বীয় ছোট মেয়ে তারাসুন্দরীকে উৎসর্গ করে 'কেবল হাসির দেশে' ছড়ার বইটি উপহার দেন। 'ইন্টিবিন্টির আসর', 'সিঙ্গি বাবা', 'ভোম্বল দাস', 'সেয়ানে সেয়ানে', 'অকেজো ঘোড়ার কীর্তি, 'হারুসর্দারের বাঘ শিকার', 'গাট্টা তেওয়ারী' প্রভৃতি তাঁর সৃষ্টি।

১৯৩১ সালে গিরিজাপ্রসাদ বসুর সাহচর্যে তিনি 'ছোটদের চয়নিকা' নামে একটি কবিতা সংকলন ও সম্পাদনা করেছিলেন। তাছাড়া 'আরতি' নামে একটি শিশু-বার্ষিকীও সম্পাদনা করেছিলেন।

ছোটদের জন্য তিনি 'ছন্দ ঝুমঝুমি', 'ছন্দের গোপন কথা', 'ছন্দের টুংটাং' প্রভৃতি গ্ন্থ প্রণয়ন করেন। রোমাঞ্চকর গল্প, 'মরণের ডাক', 'কেউটের ছোবল', 'মরণের মুখে', 'মরণফাঁদ' রচনা করেন।

শিশু সাহিত্যে অসামান্য অবদানের জন্য সুনির্মল বসু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে ভুবনেশ্বরী পদক, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত প্রথম (মরণোত্তর) বিদ্যাসাগর পুরস্কারে সম্মানিত হন। ১৯৪৯ সালে দিল্লিতে আয়োজিত প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে শিশু সাহিত্য শাখায় তিনি সভাপতিত্ব করেন। ১৯৫৭ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি মহান কবি ও সাহিত্যিক সুনির্মল বসু পরলোক গমন করে।

চর্চাবাসর ৮৭

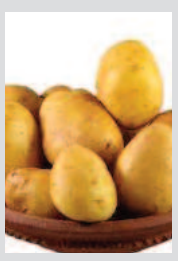

সংস্কৃত শব্দ আলু (আলু) থেকে এসেছে। সংস্কৃতে, আলু (বা আলুক) ঐতিহাসিকভাবে একটি 'ভোজ্য মূল', 'যম' অথবা বিশেষভাবে 'হাতির পায়ের যম' (বাংলায় ওল নামে পরিচিত) বোঝায়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে যখন ব্রিটিশরা বাংলায় আলু প্রবর্তন করে, তখন স্থানীয়রা এটিকে আলু নামে ডাকত কারণ এটি একটি কন্দ ছিল, যা তাদের আগে থেকেই পরিচিত আলুগুলির মতো ছিল।

— কলমবীর

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

সুন্দরবন এলাকার দু'টি নদীতে ধস, দ্রুত মেরামতির কাজ শুরু প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: সুন্দরবন এলাকার হাসনাবাদের ডাসা নদী বাঁধে ধস ও সন্দেশখালির ছোট কলাগাছি নদী বাঁধে ফাটল। এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ালেও প্রশাসনের দ্রুত পদক্ষেপে স্বস্তি সুন্দরবনবাসীদের।

গভীর রাতে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার হাসনাবাদের চক খাপুকুরে ডাসা নদীর বাঁধ বসে যায় ১০০-১৫০ ফুট। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি বিডিও সমির মণ্ডল ও হাসনাবাদ ব্লকের সভাপতি আনন্দ সরকার ও সেচ দপ্তর আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে গিয়ে দ্রুত জেসিবি দিয়ে কাজ শুরু করে। হাসনাবাদ এক নম্বরে ব্লকের সভাপতি আনন্দ সরকার তিনি বলেন, 'ইঞ্জিনিয়ার এসে পরিদর্শন করেছেন। সামনে বর্ষার মরসুম রয়েছে, সেই কারণে যাতে শক্তপোক্ত বাঁধ তৈরি করা যায় সেই লক্ষ্যে আমরা চেষ্টা করছি।'

অন্যদিকে সন্দেশখালি ১ নম্বর ব্লকের বেড়মজুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ছোট কলাগাছি নদীর শ্মশান ঘাটের পাশে নদীর বাঁধে ভয়াবহ ধস দেখা দিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, প্রায় ৫০ ফুট এলাকা জুড়ে বাঁধের মাটির একাংশ খাড়াভাবে নদীতে তলিয়ে গিয়েছে এবং বাঁধে চওড়া ফাটল তৈরি হয়েছে। মাটির ধসের গভীরতা এতটাই মারাত্মক যে যেকোনো মুহূর্তে বড়সড় বিপর্যয়ের আশঙ্কা করছেন গ্রামবাসীরা। আগামী ৪-৫ দিন পরেই পূর্ণিমার ভরা কোটাল আসবে, যার ফলে নদীতে জলের উচ্চতা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি পাবে। অবিলম্বে এই জরাজীর্ণ বাঁধ সংস্কার করা না হলে প্রবল জোয়ারের চাপে বাঁধ ভেঙে নোনা জল লোকালয়ে ঢুকে পড়বে। এতে বিঘার পর বিঘা চাষের জমি, মাছের ভেড়ি এবং ঘরবাড়ি প্লাবিত হয়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির মুখে পড়বেন কয়েক হাজার মানুষ। এই পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে স্থানীয় বাসিন্দারা সেচ দপ্তর ও প্রশাসনের কাছে দ্রুত যুদ্ধকালীন তৎপরতায় বাঁধ সারাইয়ের আবেদন জানিয়েছেন। যাতে পূর্ণিমার কোটালের আগেই এলাকা সুরক্ষিত করা সম্ভব হয়। এই বিষয়ে সন্দেশখালির বিধায়ক সুকুমার মাহাতো বলেন, 'ইরিগেশন দপ্তরকে বিষয়টা জানিয়েছি, খুব শীঘ্রই সমস্যার সমাধান হবে।'

সাহাপুরে জায়গা দখলকে কেন্দ্র করে চলল গুলি, বোমা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: জোর করে জায়গা দখলকে ঘিরে গ্রামবাসীদের গুলি করে এবং বোমা মেরে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠলো একদল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। সোমবার রাতে এমন ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে পুরাতন মালদা থানার সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে নিত্যানন্দপুর এলাকায়। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই মালিকানাহীন রয়েছে এই এলাকার ১০ কাটারও বেশি একটি ফাঁকা জায়গা। যেখানে এক পাশে একটি ছোট মন্দির তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি গ্রামের অল্প বয়সি ছেলেমেয়েরা এই ফাঁকা জায়গায় খেলাধুলা করে। এখন হঠাৎ করে কয়েকজন জমি মাফিয়া বন্দুক, বোমা নিয়ে এই জায়গাটি তাদের নিজেদের বলে দাবি করছে এবং সেটি দখল করার চেষ্টা চালাচ্ছে। এই ঘটনার প্রতিবাদ করাতেই এদিন রাতে এলাকারই কয়েকজন যুবককে মারধর করা হয়। পাশাপাশি বেশ কিছু গ্রামবাসীদের হুমকিও দেওয়া হয়। পরে এব্যাপারে জানানো হয় পুরাতন মালদা থানায়। দুষ্কৃতীদের এমন হুমকিতে রীতিমতো গ্রামে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। শতাধিক গ্রামবাসীরা একত্রিত হলে, ওই দুষ্কৃতীরা বোমা ছুঁড়ে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। যদিও কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, হঠাৎ করেই এদিন রাতে তিন থেকে চারজন দুষ্কৃতী বোমা, পিস্তল নিয়ে গ্রামের ভেতরে প্রবেশ করে এবং একদল যুবককে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মারধর করা হয়। গ্রামবাসীরা সেই সময় প্রতিবাদ করাতেই দুষ্কৃতীরা গ্রামবাসীদের খুনের হুমকি দিয়ে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। এদিন প্রতিবাদী গ্রামবাসী বীরেন মণ্ডল, বিপ্লব মণ্ডল, কাশি ঘোষদের অভিযোগ, 'দীর্ঘদিন ধরেই এলাকার একটি ফাঁকা জায়গা খেলার মাঠ মতোন রয়েছে। সেখানে একটি ছোটখাটো মন্দিরও আছে। এখন একদল দুষ্কৃতী এভাবে অস্ত্র নিয়ে গ্রামে এসে বলছে ওই জায়গাটা নাকি তারা কারোর কাছ থেকে কিনে নিয়েছে। কিন্তু এটি বাবা, ঠাকুরদার আমল থেকেই দেখে আসছি দশোয়ালি জায়গা। কোনও মালিকানা আজ পর্যন্ত আমরা এই জায়গার দেখি নি। আসলে জমি মাফিয়ারা এই ফাঁকা জায়গাটি দখল করতে চাইছে বেচাকেনা করতে। ওদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোয় বোমা মেরে ও গুলি করে খুনের হুমকি দেওয়া হয়। পরে গ্রামবাসীরা একত্রিত হলে এক দুষ্কৃতী বোমা ছুঁড়ে পালিয়ে যায়। এমন পরিস্থিতিতে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে।' পুরাতন মালদা থানার পুলিশ জানিয়েছে, শান্তিপুর এলাকা থেকে কয়েকজন বেআইনি অস্ত্র ও বোমা নিয়ে এই জায়গাটি দখল করতে এসেছিল বলে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। ওই দুষ্কৃতীদের সন্ধানের পাশাপাশি পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে।

পূর্বস্থলীতে ঘাসফুলে ভাঙন

বিপুল যোগদান গেরুয়া শিবিরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: ভোটের মুখে পূর্ব বর্ধমানের পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকে তৃণমূল শিবিরে বড়সড় ভাঙন। প্রাক্তন সংখ্যালঘু সেলের ব্লক সভাপতি রফিজুল শেখ ওরফে কালোর নেতৃত্বে তৃণমূল ছেড়ে জনতা উন্নয়ন পার্টিতে যোগদান করেন ১৫০-এরও বেশি পরিবার। মঙ্গলবার দলীয় কার্যালয় উদ্বোধন অনুষ্ঠানে পূর্ব বর্ধমান জেলার জেলা সভাপতি পঙ্কজ গাঙ্গুলী এবং বাবান ঘোষ-এর হাত থেকে দলীয় পতাকা তুলে নেন নতুন যোগদানকারীরা। বাবান ঘোষ পূর্বস্থলী উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী এবং জনতা উন্নয়ন পার্টির রাজ্য সম্পাদক হিসেবেও দায়িত্বে রয়েছেন। তিনি জানান, 'আজ পার্টি অফিস উদ্বোধনের পাশাপাশি তৃণমূল ছেড়ে আমাদের দলে ১৫০ পরিবার যোগদান করেছেন। খুব শিঘ্রই পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হবে।' এদিন বাবান ঘোষ এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ-এর বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানান। তাঁর অভিযোগ, 'এলাকায় উন্নয়নে তাঁর কোনও ভূমিকা নেই, তিনি শুধু সাজুগুজু মন্ত্রী।' বিদ্যানগরের গঙ্গানন্দপুর এলাকায় পুকুর সংস্কারের নামে মাটি কাটার আড়ালে পাচারের অভিযোগও তোলেন তিনি।

যদিও সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন পূর্বস্থলী ১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দিলীপ মল্লিক। তাঁর বক্তব্য, 'কে এই বাবান ঘোষ? এলাকার মানুষ ক'জন তাঁকে চেনেন? অভিযোগ থাকলে বিএলআরও-র কাছে জমা দিচ্ছেন না কেন?' ভোটের আগে এই যোগদান ও পাল্টা অভিযোগ-প্রত্যাখ্যানকে ঘিরে পূর্বস্থলীর রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

দুর্গাপুরে বিজেপি কর্মীকে মারধর, কাঠগড়ায় তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: দুর্গাপুরে বিজেপি কর্মীদের মারধরের অভিযোগ ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল শিল্পাঞ্চলে। সোমবার রাতে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবিতে বিজোন ফাঁড়ির সামনে বিক্ষোভে সামিল হন বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা। ঘটনাটি ঘটেছে দুর্গাপুর ইস্পাত নগরীর বিজোন এলাকায়। অভিযোগ, এলাকায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর চিঠি পৌঁছে দেওয়া ও দলীয় প্রচার চালানোর সময় ভারতীয় জনতা পার্টি কর্মীদের বাধা দেওয়া হয় এবং পরে তাঁদের মারধর করা হয়। বিজেপির দাবি, মহিলা কর্মীরাও রেহাই পাননি। এই ঘটনায় অভিযুক্ত করা হয়েছে দুর্গাপুর নগর নিগমের প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলার ধৃতি ব্যানার্জী এবং তাঁর স্বামী সৌগত ব্যানার্জীকে। অভিযোগ, তাঁদের নেতৃত্বেই একদল অনুগামী এসে প্রচারে বাধা দেয় এবং বচসা থেকে হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। পরে বিজেপি নেতৃত্ব, চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়-এর নেতৃত্বে, বিজোন ফাঁড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখায় এবং দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি তোলে। দাবি মানা না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস। তাদের পাল্টা দাবি, বিজেপি কর্মীরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বাড়ি বাড়ি প্রচার করছিলেন, এলাকাবাসী তার প্রতিবাদ করেন। পরিস্থিতি অশান্ত হয়ে উঠলে তারা গিয়ে তা শান্ত করার চেষ্টা করে। তৃণমূলের অভিযোগ, ভোটের আগে রাজনৈতিক নাটক তৈরি করতেই এই ঘটনা বাড়িয়ে দেখানো হচ্ছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে পুলিশ।

বোমাতঙ্ক বহরমপুর জেলা আদালতেও

নিজস্ব প্রতিবেদন, বহরমপুর: বোমাতঙ্ক ছড়াল বহরমপুর জেলা আদালতে। জেলা আদালত উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি মেল আসে বিচারকের কাছে। আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার দুপুর ১২টা নাগাদ হুমকি মেলটি আসে তামিলনাড়ু থেকে। এরপরই আদালতে আতঙ্ক ছড়াতে শুরু করে। আতঙ্কেত কারণে বিচার ব্যবস্থাও ব্যহত হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বোম্ব স্কয়ার্ড। আনা হয় তিনটি স্নিপার ডগ। প্রায় দু'ঘন্টা, আদালতের সমস্ত এজলাসগুলিতে তল্লাশি চালানো হয়। তবে আদালত চত্ত্বর থেকে সন্দেহজনক কিছু মেলেনি বলেই বোম্ব স্কোয়াড জানিয়েছে। সেখানে আদালত চত্ত্বর উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। এই খবরে এদিন বেলা ১২টা নাগাদ, আদালতে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়ায়। ডগ স্কোয়ডের টিম এসে তল্লাশি অভিযান চালায়। তিনটি স্নিপার ডগ ও বোম্ব স্কোয়াড আদালতে তল্লাশি চালায়। তবে কিছু মেলেনি বলে জানা যায়। আইনজীবীদের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। দুপুর দুটোর পর থেকে আদালতের কাজ স্বাভাবিক হতে শুরু করে।

উল্লেখ্য, সুপ্রিম নির্দেশ এসআইআরের শুনানির দায়িত্ব পড়েছে বিচারকদের উপর। নির্বাচন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, মুর্শিদাবাদে খসড়া ভোটার তালিকা অনুযায়ী ৫৪ লক্ষ ৮৫ হাজার ২৪৮ জন ভোটার রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ১ লক্ষ ২১ হাজার আনম্যাপড ভোটার সহ ১৮ লক্ষ ৮৫ হাজার ভোটারকে এসআইআরের শুনানির জন্য ডাকা হয়েছিল। সমস্ত নথি আপলোড হয়ে গিয়েছে। এদের মধ্যে ১১ লক্ষ ভোটারের নথি পুনরায় যাচাই করা হচ্ছে। তার জন্য ২২টি বিধানসভার শুনানির শুরু করেছেন ১১ জন বিচারক। মঙ্গলবার থেকেই বিচারকরা তথ্য যাচাই পর্ব শুরু করেছেন। আর তারই মধ্যে জেলা মুখ্য বিচারকের কাছে এল হুমকি মেল। তামিলনাড়ু থেকে হুমকি মেলে বলা হয়েছে, বিচারকরা শুনানির কাজে হাত দিলে বহরমপুর আদালত বোমায় উড়িয়ে দেওয়া হবে। প্রত্যেক এজলাসের কাজ বন্ধ করে বিচারকরা বেরিয়ে আসেন। খবর দেওয়া হয় বহরমপুর থানায়। বহরমপুর বার অ্যাসোসিয়েশন আইনজীবী প্রিয়াঙ্কা দাস বলেন, 'আতঙ্কের বিষয়। আমরাও আতঙ্কিত হয়ে পড়েছি।'

বোমাতঙ্ক আসানসোল আদালতেও

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: মঙ্গলবার এক ইমেলকে কেন্দ্র করে চূড়ান্ত আতঙ্কের সৃষ্টি হয় আসানসোল আদালত চত্বরে। মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১১ টা নাগাদ জেলা বিচারক দেবপ্রসাদ নাথের কাছে মেল আসে। মাওবাদীর নাম করে ওই মেলে উল্লেখ করা হয় কোর্ট চত্বরে বোম প্রতিস্থাপন করা হয়ে গেছে, যা দুপুর একটা নাগাদ বিস্ফোরণ হবে। এই মেল পাওয়া মাত্রই পশ্চিম বর্ধমান জেলা জর্জ সমস্ত আইনজীবীদের কোর্ট চত্বরে নিরাপদ দূরত্বে সরে যেতে আবেদন করেন। খবর দেওয়া হয় আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটকে। খবর পেয়ে ডিসি সেন্ট্রাল ধ্রুব দাসের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী কোর্ট চত্বরে আসে। ডাকা হয় বোম স্কোয়াড এবং ডগ স্কোয়ার্ডকে। যদিও কয়েক ঘণ্টা তল্লাশি পর কোনও আপত্তিকর জিনিস উদ্ধার হয়নি। জেলা জর্জ দেবপ্রসাদ নাথ বলেন, 'মাওবাদী নাম উল্লেখ থাকায় এবং বোম প্লান্ট করা হয়েছে এরকম খবরে আমি কোনও ঝুঁকি নিতে চাইনি। তাই আদালত চত্বরে থাকা সমস্ত আইনজীবী এবং বিচারাধীন ব্যক্তিদের নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে দেওয়া হয়। খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুততার সঙ্গে আসে।' তবে বিচারাধীন বন্দীর কথা মাথায় রেখে আসানসোলের বিশেষ সংশোধনাগারে তাদের শুনানি করা হবে। আসানসোল আদালতের বিশিষ্ট আইনজীবী শেখর কুণ্ডু বলেন, 'মামলা শুনানি চলাকালীন ইমেলে হুমকির কথা শুনি। যাতে কারো কোনও ক্ষতি না হয় তার জন্য সবাইকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে দেওয়া হয়।' উল্লেখ্য রাজ্যের বিভিন্ন আদালতে এদিন হুমকির মেল আসে। আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি সেন্ট্রাল ধ্রুবদাস বলেন, 'সেরকম কোন আপত্তিকর বস্তু পাওয়া যায়নি। তবে কে বা কারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হবে। এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির যথা উপযুক্ত আইনসঙ্গত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

বেপরোয়া গতিতে প্রাণ গেল দু'জনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল দুই বাইক আরোহীর। মৃতদের নাম সহদেব ঘোষ (৫৫), শুভজিৎ মুন্ডা (২১)। সহদেব ঘোষের বাড়ি কাঁকসার রেলপাড়ে। অন্যজনরে বাড়ি কাঁকসার আইলা পাড়ায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কাঁকসার শিলামপুরে সহদেব ঘোষের একটি মুদিখানা দোকান রয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে অন্যান্য দিনের মতোই দোকান বন্ধ করে বাইকে চেপে তিনি রেলপাড়ে বাড়ি ফিরছিলেন। মাথায় হেলমেট পড়ে ধীর গতিতেই তিনি সিলামপুর থেকে কাঁকসার আনন্দপুর মোড় পার হওয়ার পরেই অপর দিক থেকে আসা একটি বাইক দ্রুত গতিতে এসে তাকে ধাক্কা মারে। সহদেব ঘোষের মাথায় হেলমেট থাকলেও সংঘর্ষ এতটাই জোরালো হয় যে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় সহদেব ঘোষের। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে কাঁকসা থানার পুলিশ পৌঁছে সহদেব ঘোষের মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। অন্যদিকে স্থানীয়রা তড়িঘড়ি গুরুতর আহত অবস্থায় শুভজিৎকে পানাগড় ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে গেলে শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ সূত্রে খবর, শুভজিৎ-এর মাথায় কোনও হেলমেট ছিল না। সে মদ্যপ অবস্থায় অন্যের বাইক নিয়ে সিলামপুর যাচ্ছিল। বেপরোয়া ভাবে বাইক চালানোর জন্যই এই ঘটনা।

টোটোয় ধাক্কা ডাম্পারের, মৃত ১ আহত ৫

নিজস্ব প্রতিবেদন, ভাতার: পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতারের বড়বেলুনে ডাম্পার সঙ্গে টোটোর মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল টোটো চালকের। ঘটনায় জখম হয় পাঁচজন। বড়বেলুন গ্রামের কাছে মঙ্গলবার বিকেলে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। আহতদের তড়িঘড়ি উদ্ধার করে ভাতার ব্লক হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যায় পুলিশ। চারজনকে স্থানান্তরিত করা হয় বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতলে। ভাতার বাজার থেকে নাসিগ্রামের দিকে যাচ্ছিল যাত্রীবাহী টোটোটি। তাতে মোট ছয় জন যাত্রী ছিলেন। বড়বেলুনের কাছে টোটোটি যেতেই বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ফাঁকা ডাম্পার সজোরে ধাক্কা মারে ওই টোটোতে। টোটোর চালক সুমন্ত শিট ঘটনাস্থলেই মারা যান। তাঁর বাড়ি নাসিগ্রামে। ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়।

জল নেই, তো ভোট নেই জামুড়িয়ায় সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: দুয়ারে কড়া নাড়ছে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগেই এলাকাবাসীর মুখ থেকে উঠে এল ভোট বয়কটের হুঁশিয়ারি। দাবি একটাই, 'জল চাই, না হলে ভোট নাই।' দীর্ঘক্ষণ পর প্রশাসনের আশ্বাসে অবরোধ উঠলেও নিজেদের দাবিতে অনড় এলাকাবাসী। মঙ্গলবার সকাল থেকে ৬০ নম্বর জাতীয় সড়ক যখন আপন ছন্দে চলছে, ঠিক সেই সময়ই জামুড়িয়া বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত কেন্দা অঞ্চলের মানুষজন কেন্দা পুলিশ ফাঁড়ির ঢিল ছোড়া দূরত্বে কেন্দা মোড় অবরোধ করল পানীয় জলের দাবি নিয়ে। দফায় দফায় উঠে এল একটাই স্লোগান 'জল চাই, না হলে নির্বাচনে ভোট নাই।' কেন্দা ফাঁড়ির পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে গেলে পুলিশের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ বচসা চলে গ্রামবাসীদের। পরে অবরোধ তুললেও নিজেদের দাবি থেকে অনড় থাকেন স্থানীয় বাসিন্দারা। অন্যদিকে এই প্রসঙ্গে কেন্দা অঞ্চলের অঞ্চল সভাপতি বিজু বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের বক্তব্যে জলকষ্টের সমস্যাটি স্বীকার করে নিয়ে জানান, 'আমরা দ্রুততার সঙ্গে বিষয়টি দেখছি এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই জলকষ্টের সমস্যা মেটানোর চেষ্টা করব।'

মন্তেশ্বরে তৃণমূলের বাইক মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: মিছিল শুরু হয় মন্তেশ্বর বিধানসভার অন্তর্গত মালডাঙা ফুটবল ময়দান থেকে ও কুসুমগ্রাম বাজারে পৌঁছে মিছিল শেষ হয়। এদিন এই বাইক মিছিলে, হাজার হাজার তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা যোগ দেয়। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলার যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রাসবিহারী হালদার, মন্তেশ্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আহমেদ হোসেনের শেখ, মন্তেশ্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি কুমার জিৎ পান-সহ অন্যান্যরা। কর্মীরা জানিয়েছেন, একদিকে লক্ষ্মীর ভান্ডারে ৫০০ টাকা বাড়ানোয় যেমন মহিলাদের সুবিধা হয়েছে। অন্যদিকে যুব সাথী প্রকল্প ও ভূমিহীন কৃষকদের জন্য বার্ষিক ভাতা-সহ অনেক সুবিধা প্রদান করবে। তাই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভোট দিয়ে তার পাশে থাকার আবেদন জানানো হয় সাধারণ মানুষের কাছে।

মুকুল রায়ের সম্মানিত স্বর্ণমুকুটে আবেগবিহ্বল স্বপন দত্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ২০১১ সালে পূর্ব বর্ধমানে কাঞ্চন উৎসবের অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেছিলেন প্রয়াত প্রাক্তন কেন্দ্রীয় জাহাজ মন্ত্রী মুকুল রায়। সেই সময় আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনে বিশিষ্ট শিল্পী হিসেবে সমাজ সেবক এবং বহুমুখী প্রতিভা স্বপন দত্ত বাউল এক হাতে নাক ও অন্য হাতে তবলা সঙ্গত করে নাক-সানাই বাজিয়ে, ম্যাজিক জাদুকলায় ভরিয়ে, গানে গানে হাজার হাজার দর্শককে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। টানা ৪৫ মিনিট ধরে চলে তাঁর অনুষ্ঠান। সমাজ সেবার আলোয় আলোকিত বহুমুখী প্রতিভার শিল্পী হিসাবে ছোটো থেকেই স্বপন দত্ত বাউল জনপ্রিয়। তাই কাঞ্চন উৎসবে স্বপন দত্তের সমাজ সেবা, সমাজ সচেতনতা এবং বহুমুখী প্রতিভার দেখে তৎকালীন মন্ত্রী মুকুল রায় মানপত্র তুলে দেন তাঁর হাতে এবং শিল্পী সম্রাট সম্মানে স্বর্ণ মুকুট পুরস্কারে সম্মানিত করেন। যা সারা বর্ধমান জেলায় একজনই সমাজ সেবক বহুমুখী প্রতিভাবান শিল্পী স্বপন দত্ত বাউল পেয়েছিলেন। মকুল রায়ের সেই স্মৃতি চারণ করে স্বপন দত্ত বাউল বলেন, 'তিনি যেখানেই থাকুন ভালো থাকুন, তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি। মুকুল রায় নেই, কিন্তু তাঁর দেওয়া পুরস্কার আজ রয়ে গেল স্মৃতির পাতায়।' তিনি আরও বলেন, 'আমি রাজনীতির লোক নই। কিন্তু আমার সমাজ সেবার মাধ্যমে বহুমুখী প্রতিভাকে দেশ বিদেশ যেমন ভালোবাসে, তেমনি মন্ত্রী থাকাকালীন মুকুল রায়ও ভালোবেসে মুগ্ধ হয়ে যে পুরস্কার দিয়েছেন তাঁর চিহ্ন আগামী প্রজন্মের কাছে ইতিহাস হয়ে থাকবে।'

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস কলকাতা সেন্ট্রাল
৩য় এবং ৪র্থ তল, ১৪ ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা
পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০১

সংশোধনী

সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদাতা এবং সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, নিম্নোক্ত বিষয়ের জন্য সংশোধনী ইস্যু করা হচ্ছে : ই-নিলাম নোটিশ যা ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস এবং একদিন পত্রিকার ২২ ফেব্রুয়ারি সংস্করণে প্রকাশিত অ্যাকাউন্ট : মেসার্স শর্মা এন্টারপ্রাইজ (স্বত্বাধিকারী : শ্রী নির্মল শর্মা) দোকান নং ৯ , সংরক্ষিত মূল্য : ৯,৮০,০০০ টাকা, ইএমডি : ৯৮০০০ টাকা, ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ : ১০০০০ টাকা, সম্পত্তি আইডি : IDIB30225228723, দোকান নং ১১ : সংরক্ষিত মূল্য : ৯,৮০,০০০ টাকা, ইএমডি : ৯৮০০০ টাকা, ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ : ১০০০০, সম্পত্তির আইডি : IDIB030225228723। অন্যান্য সকল বিস্তারি অপরিবর্তিত থাকবে। অসুবিধার কারণে দুঃখিত।
তারিখ : ২৫.০২.২০২৬ স্বা/-
স্থান : কলকাতা অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

SBI এসবিআই এসপিএল পিবি শাখা (১৩৩৬৪)
৪৬/১২, অমর চক্রবর্তী রোড, পো - খাগরা, জেলা - মুর্শিদাবাদ
পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২১০৩, ইমেল : sbi.13364@sbi.co.in
সোনার অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি

শ্রী বিকাশ ঘোষ (অ্যাকাউন্ট নং - ৪৩০০৮৭৩৩৬৫৫) এসবিআই এসপিএল পিবি শাখা থেকে সোনার অলঙ্কার বন্ধক রেখে স্বর্ণঋণ নিয়েছিলেন, এবং সময়সূচী অনুযায়ী শোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। সংশ্লিষ্ট গ্রাহক নোটিশ/বিজ্ঞপ্তিতে সাড়া দেননি বা এই পরিস্থিতিতে নোটিশটি অবণ্টিত অবস্থায় ফেরত এসেছে। এই অবস্থায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে যদি সোনার অলঙ্কারসমূহ নিলামের দিনের আগের দিন অর্থাৎ **০৩.০৩.২০২৬** ঋণ পরিশোধ করা না হয়, বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই শাখা প্রেমিসেসে/গোল্ড হাব-এ উল্লিখিত সময় এবং তারিখে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সংযোগে ব্যয় হওয়া সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতাকে বহন করতে হবে। ব্যাঙ্ক যে কোন সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝখানে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ প্রদান করে অলঙ্কার দখল পেতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা : শ্রী বিকাশ ঘোষ (অ্যাকাউন্ট নং - ৪৩০০৮৭৩৩৬৫৫)

ক্র. নং.	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	বিশুদ্ধতা (ক্যারট)	সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে)	আইটেম সংখ্যা
১.	০৩.০৩.২০২৬	দুপুর ২টো থেকে বিকেল ৪টা	২২ ক্যারট	মোট ওজন ১৩৩.৫০ গ্রাম নিট ওজন ১০০ গ্রাম	২টি নেকলেস ১টি চূড়

তারিখ: ২৫.০২.২০২৬ অনুমোদিত অফিসার
স্থান: বহরমপুর এসবিআই এসপিএল পিবি শাখা

SBI স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট, ১২তম তল,
কলকাতা - ৭০০০৭১, ইমেল : sbi.05171@sbi.co.in

বিক্রি প্রত্যাহার

মেসার্স গাজি এন্টারপ্রাইজ এর সম্পত্তি সম্পর্কিত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ যা এই সংবাদপত্রে ২১.০২.২০২৬ সংস্করণে প্রকাশিত হয়েছিল **যা সম্পাদনের তারিখ ১০.০৩.২০২৬ ছিল তা প্রত্যাহার করা হল অনিবার্য কারণে।** অসুবিধার জন্য দুঃখিত।
তারিখ : ২৫.০২.২০২৬ অনুমোদিত অফিসার
স্থান : কলকাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া

অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড
(CIN : U65921MH1995PLC212675)
অ্যাক্সিস হাউস, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পান্ডুরঙ্গ বুধকর মার্গ, ওরলি, মুম্বই - ৪০০ ০২৫

সংশোধনী

তারিখ : ২৪.০২.২০২৬

রেফা : সারফেসি আইনের ধারা ১৩ (২) অধীনে তারিখ : ২১.১১.২০২৪ দাবি নোটি এর রেফারেন্স নং এএফএল/কোং/২০২৪-২৫/লিগাল/নভে./১৬৮

নিম্নস্বাক্ষরকারী এক্সিস ফিনান্স লিমিটেডেট (এএফএল) এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ধারা ১৩ (১২) অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ অধীনে ইস্যুকৃত দাবি নোটিশ তারিখ ২১.১১.২০২৪ ঋণগ্রহীতা(গণ) / জামিনদাতা (গণ) / বন্ধকদাতা (গণ) ১) ভিশন ইন্টেরিয়রস, ২২ রূপ চাঁদ রায় স্ট্রিট, একতলা, মদন মোহন মন্দির এর নিকট, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০৭, ২) বিকাশ পোপাত, ৩) সুনীতি পোপাত, ৭৬-এ, বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিট, বৌবাজার, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১২, যারা তপশিল এ অধীনে বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তি অনুযায়ী উক্ত নোটিশে উল্লিখিত ১,১৪,৩৩,৪০২ টাকা (এক কোটি চৌদ্দ লাখ তেত্রিশ হাজার চারশো দুই টাকা) ০৫.১১.২০২৪ তারিখ অনুযায়ী পরবর্তী চুক্তি মোতাবেক হারে সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধের অনুরোধ করা হয়েছে।
উক্ত দাবি নোটিশ অনুযায়ী এবং সংশ্লিষ্ট দাবি নোটিশের পৃষ্ঠা ১ এর এই সংশোধনী ১৩(২) অধীনে প্রকাশিত হওয়া অনুযায়ী ।
সংশ্লিষ্ট তারিখ এর সঠিক বিবরণ পড়তে হবে "২১.১১.২০২৪"-- ২১.১১.২০২৩ এর পরিবর্তে।
অনুমোদিত অফিসার
অ্যাক্সিস ফিনান্স লি.

For Sale/ eAuction: Damaged Proform HFCRL 52.97G - 11,289 Kgs / 213120 Pcs lying at BENGAL BEVERAGES PVT. LTD, Durgapur Highway, P.O.-Dankuni Coal Complex, Dankuni, Hooghly, West Bengal Contact Person for Physical Inspection - Mr. Biswarup Pal M# +91 9836036862. Last Date For Inspection & EMD Deposit - 05.03.2026 & Date Of E-auction - 06.03.2026 (3PM), Auctioneer: Meenakshi Gupta- 9625137014 (Insurance Claim Material Will Be Sold On 'As Is Where Is', 'Whatever There Is' And' No Complaint' Basis).
For More details
Www.Salvagemanagers.Com
/Support@Salvagemanagers.Com.

For Sale/ eAuction: Rejected M31 SS grade sugar -611 bags (30.55 MT) in intact original packaging and 5.40 MT in cut/torn bags lying at BENGAL BEVERAGES PVT. LTD, Durgapur Highway, P.O.- Dankuni Coal Complex, Dankuni, Hooghly, West Bengal Contact Person for Physical Inspection - Mr. Biswarup Pal M# +91 9836036862. Last Date For Inspection & EMD Deposit - 06.03.2026 & Date Of E-auction - 07.03.2026 (3PM), Auctioneer: Meenakshi Gupta- 9625137014 (Insurance Claim Material Will Be Sold On 'As Is Where Is', 'Whatever There Is' And' No Complaint' Basis).
For More details
Www.Salvagemanagers.Com
/Support@Salvagemanagers.Com.

ইন্ডিয়ান ব্যাংক ALLAHABAD
জোনাল অফিস আসানসোল
উদরেজ ভবন, ৩য় তল, ৮ জি.টি. রোড (পশ্চিম)
আসানসোল-৭১৩৩০৪, জেলা - পশ্চিম বর্ধমান, পব
পাবলিক নোটিশ

মূল স্বত্ব দলিল হারিয়ে যাওয়া সম্পর্কিত

নিম্নস্বাক্ষরকারীরা আপনার সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে নীচে উল্লিখিত স্বত্ব দলিলগুলি ইন্ডিয়ান ব্যাংকের শাখাগুলিতে সম্পাদিত হয়েছিল এবং সংশ্লিষ্ট শাখার হেফাজতে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

শাখা	গ্রাহকের নাম	অ্যাকাউন্ট নং	হারানো দলিল	পুলিশ এফআইআর
মধ্যবাজার পুরুলিয়া (পি০৬৩)	জয় প্রকাশ দত্ত, পিতা জগবন্ধু দত্ত	৬৩৩৫৬৯২৯০৭	দলিল নং ৩২৯৭/ ২০১৫, এডিএসআর আলিপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা	জিডিই নং ৭৬৭ তারিখ ১৩.০২.২০২৬
বেনাচিতি দুর্গাপুর (ডি৬৮৭)	মোনিকা পোদ্দার, স্বামী সুজয় পোদ্দার।	৫০১০৬৫৪৮৩৮৭	দলিল ফ্ল্যাট নং বি-২০/১৬, শিল্পকানন, ওয়ার্ড নং ২৭, দুর্গাপুর।	জিডিই নং ৩৫৭ তারিখ ১২.০২.২০২৬
লাভপুর বীরভূম (এল৫০২)	ফুল্লরা রাইস মিল প্রা লি. লাভপুর।	২২৪৩০২০৪৩৯৮	দলিল নং ২২৬৯/১৯৫৫, দলিল নং ৭৪০৮/১৯৬৪, দলিল নং ৩১৩৫/১৯৬৭, দলিল নং ২২৬৯/১৯৭২, এডিএসআর লাভপুর, বীরভূম পব	জিডিই নং ১০৩৭ তারিখ ২১.০২.২০২৬

দলিলগুলি হারানো বিষয়ে সংশ্লিষ্ট থানায় জিডিই নং নথিভুক্ত হয়েছে। উপরোক্ত দলিল/সম্পত্তিতে যে কারোরই কোনও দাবি/অধিকার/স্বত্ব/স্বার্থ থাকলে, তাকে প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে একটি বৈধ দাবি দায়ের করতে হবে; অন্যথায় কোনও দাবি গ্রহণ করা হবে না।
তারিখ : ২৫.০২.২০২৬ অনুমোদিত অফিসার
স্থান : আসানসোল ইন্ডিয়ান ব্যাংক

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ II, কলকাতা
'জীবনদীপ বিল্ডিং' ১১তম তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ইমেল ঃ sbi.18192@sbi.co.in
ই-নিলাম নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত ঃ নাম ঃ শম্ভু কুমার সিং, ইমেল আইডি ঃ clo3.samb2kol@sbi.co.in, মোবাইল নং ঃ ৮১৩০৩৩৩২৪৮
পরিশিষ্ট ৪এ
[রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ]

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ২৯.০৩.২০২৬** তারিখে (সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের সীমাহীন সম্প্রসারণ সহ) 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে **৩৬,৬৫,৭২,০২৮.২৫ টাকা (ছত্রিশ কোটি পঁয়ষট্টি লাখ বাহাত্তর হাজার আঠাশ টাকা এবং পঁচিশ পয়সা) টাকা** ০৪.০৩.২০১৪ অনুযায়ী এবং ০৫.০৩.২০১৪ থেকে পরবর্তী সুদ সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **মেসার্স অম্বে কোক ইন্ডাস্ট্রিজ প্রা. লি.** রেজিস্টার্ড অফিস "১৩/২এ প্রিয় নাথ মল্লিক রোড, থানা ভবানীপুর, কলকাতা - ৭০০০২৬" এবং জামিনদাতাগণ **(ক) মেসার্স শ্রী মহালক্ষ্মী কর্পোরেশন প্রা. লি. (দেউলিয়াগ্রস্ত) (কর্পোরেট জামিনদাতা)** "৮এ, ময়রা স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৭" **(খ) শ্রী গোপাল কুমার আগরওয়াল, পিতা শ্রী বনওয়ারি লাল আগরওয়াল (জামিনদাতা)** "৮এ, ময়রা স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৭" **(গ) শ্রী বনওয়ারিলাল আগরওয়াল, পিতা মতিলাল আগরওয়াল (জামিনদাতা)** "৮এ, ময়রা স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৭" কাছ থেকে।
সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময় : তারিখ - ২১.০৩.২০২৬ এবং ২২.০৩.২০২৬, সময় : সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত।

জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, যদি থাকে	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) বায়না জমা (ইএমডি)
সম্পত্তি ১ : ফ্যাক্টরি জমি এবং ভবন পরিমাপ ১.০৩ একর, গ্রাম নাকড়াজুড়িয়া, থানা : সালানপুর,জেলা : বর্ধমান, দাগ নং /প্লট নং ৬০৯, ৬১১/১১২৪, আরএস খতিয়ান নং ১৬৪, দলিল নং ৫৭৪৪/২০০৭ (**বনয়ারিলাল আগরওয়াল** - ব্যক্তিগত জামিনদাতা এর নামে) **(স্বত্ব দখলীকৃত)**	সম্পত্তি ১ ক) ৮২,০০,০০০.০০ টাকা খ) ৮,২০,০০০.০০ টাকা
সম্পত্তি ২ : খালি জমি চৌহদ্দি পরিমাপ ৯৯৮ শতক /ডেসিমেল (৬০৪ কাঠা আনুমানিক), গ্রাম : বেলডাঙ্গা, পশ্চিম গঙ্গারামপুর, থানা : কাঁগসা,পানাগড়, দলিল নং ০৫৫৩২/২০০৯, ০৫৫৩৩/২০০৯, ০৫৫৩৭/২০০৯, ০৫৫৩৮/২০০৯, ০৫৫৫০/২০০৯ (**বনওয়ারিলালা আগরওয়াল** -ব্যক্তিগত জামিনদাতা এর নামে) **(স্বত্ব দখলীকৃত)**	সম্পত্তি ২ ক) ১,৬২,০০,০০০.০০ টাকা খ) ১৬,২০,০০০.০০ টাকা
	ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ : ১,০০,০০০.০০ টাকা

ক) বিক্রয়ের দায়বদ্ধতা এবং বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট https://bank.sbi/ web/sbi-in-the-news/auction-notices/bank-auctions, www.sbi.co.in, baanknet.com, https://tenders.gov.in-এ প্রদত্ত লিঙ্কটি দেখুন।
খ) আগ্রহী দরদাতা/দের নিলামের তারিখের অনেক আগে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে রক্ষিত দরদাতার অ্যাকাউন্টে তৈরি চালানের মাধ্যমে NEFT/RTGS ট্রান্সফারের মাধ্যমে তাদের ইএমডি পরিমাণ স্থানান্তর করতে হবে। যেকোনো প্রশ্নের জন্য অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com-এ যোগাযোগ করুন অথবা ৮২৯১২২০২২০ নম্বরে যোগাযোগ করুন।

তারিখ ঃ ১৯.০২.২০২৬ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে অনুমোদিত অফিসার
স্থান ঃ কলকাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

পাণ্ডবেশ্বরের দেওয়ালে ভরে উঠল নরেন্দ্রনাথের নাম, প্রার্থী নিয়ে জল্পনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: খনি অঞ্চলের পাণ্ডবেশ্বরের তৃণমূল বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও বিজেপি তিওয়ারির এআই ডিজিটাল যুদ্ধের পাশাপাশি দেওয়াল লিখনে জমজমাট পাণ্ডবেশ্বর। চিরাচরিত প্রথায় পাণ্ডবেশ্বরের দেওয়ালে নানান স্লোগান তৃণমূলের। দেওয়ালে দেওয়ালে উঠে ফুটে উঠেছে সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচির ছবি। পাশাপাশি কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে কটূক্তির বাক্য দেওয়ালে জ্বলজ্বল করছে।

পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্রে নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী কী ফের শাসক দলের প্রার্থী হচ্ছেন? দল নাম ঘোষণা করার আগেই এলাকার বিভিন্ন দেওয়ালে জোড়া ফুল প্রার্থী হিসেবে জ্বলজ্বল করছে তাঁর নাম। এ থেকেই ছড়িয়েছে জল্পনা। বর্তমানে এই কেন্দ্রের বিধায়ক তিনি। পাশাপাশি দলের জেলা সভাপতির দায়িত্বও রয়েছেন তাঁর হাতে। যদিও স্বয়ং নরেন্দ্রনাথ বাবু বা শাসক দলের পক্ষ থেকে বিষয়টি নিয়ে বলেন, 'যারা এই ধরনের দেওয়াল লিখন করছেন, তাঁরা ভুল করছেন, তাঁদের আমি বারন করেছি।' নরেন বাবু আরও বলেন, 'লিখতে হবে জোড়া ফুলকেই চাই। কেননা দলের একটা আদর্শ আছে, দিদি যাকেই প্রার্থী করবেন দল এই বিধানসভায় তাঁকেই ভোট দিয়ে জয় লাভ করাবে।' উল্লেখ্য, পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার কেন্দ্রা ও গোগলা এলাকায় প্রার্থী হিসেবে নরেন্দ্রনাথ বাবুর নাম-সহ বেশ কয়েকটি দেওয়াল লিখন সম্প্রতি নজরে এসেছে। গোগলা অঞ্চলের একাধিক দেওয়ালে শুধুমাত্র নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর নাম লেখা রয়েছে, বাকি অংশ রয়েছে ফাঁকা, একইভাবে পাণ্ডবেশ্বরের কেন্দ্রা এলাকাতেও এই ধরনের দেওয়াল লিখন সামনে এল। নরেন বাবুর অনুগামীরা অতি উৎসাহে নরেন বাবুকেই আগামী ভোটে এই বিধানসভার প্রার্থী হিসেবে দেখতে চাইছেন এমনটাও লেখা হয়েছে দেওয়ালে। তবে প্রার্থীর নাম নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এমনটা কোনও দেওয়ালে লেখা নেই। সরকারিভাবে প্রার্থী ঘোষণা হলেই দেওয়াল লিখনগুলি সম্পূর্ণ করা হবে বলে জানান কেন্দ্রা অঞ্চল সভাপতি যমুনা ধীবর। বেশ কিছু দেওয়ালে 'যখন ডাকি তখনই পাই/তাই প্রার্থী হিসাবে নরেন দাকেই চাই' এই শব্দবন্ধ দিয়ে দেওয়াল লিখন করেছে কর্মীরা। বিষয়টি নিয়ে শাসক দলের স্থানীয় এক নেতা বলেন, দেওয়াল লিখনে আপাতত গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে 'যুব সাথী', লক্ষ্মীর ভান্ডার-সহ বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের প্রচারকে।

নিকাশি বিপর্যয়! প্রশ্নের মুখে পরিকাঠামো

বৃষ্টির জলে ডুবে আরামবাগ মেডিক্যালের গেট

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: সামান্য রাতের বৃষ্টিতেই জলমগ্ন হয়ে পড়ল আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের মূল প্রবেশপথ। হাসপাতালের গেটের সামনে জমে থাকা কাদামিশ্রিত দূষিত জল পেরিয়েই রোগী, তাঁদের পরিজন ও সাধারণ মানুষকে যাতায়াত করতে হচ্ছে। ফলে চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন চিকিৎসার জন্য আসা মানুষজন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার গভীর রাতে অল্প সময়ের জন্য বৃষ্টি হলেও, হাসপাতালের সামনের রাস্তায় জল নিষ্কাশনের সঠিক ব্যবস্থা না থাকায় দ্রুত জল জমে যায়। সকালে বহির্বিভাগে চিকিৎসা করাতে আসা রোগী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা সমস্যায় পড়েন। অনেকেই অভিযোগ করেন, জরুরি পরিষেবার জন্য আসা রোগীদের স্ট্রেচার বা হুইলচেয়ার নিয়ে ঢুকতে গিয়ে চরম অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। রোগীর এক পরিজন ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের সামনে যদি এই অবস্থা হয়, তাহলে সাধারণ মানুষের ভরসা কোথায় থাকবে? কাদা জল পেরিয়ে হাসপাতালে ঢুকতে হচ্ছে, এতে সংক্রমণের আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না।' স্থানীয় বাসিন্দারাও জানান, সামান্য বৃষ্টিতেই জল জমে থাকা নতুন ঘটনা নয়। দীর্ঘদিন ধরেই নিকাশি ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে এই সমস্যা তৈরি হচ্ছে। তাঁদের দাবি, স্থায়ী সমাধানের জন্য পরিকল্পিত ড্রেনেজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা জরুরি। এই প্রসঙ্গে হাসপাতালের অধ্যক্ষ ডাঃ রমাপ্রসাদ রায় বলেন, 'আমরা বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখছি। পিডব্লিউডি-কে ইতিমধ্যেই চিঠি করা হচ্ছে। এর আগেও রাস্তা নির্মাণের পাশাপাশি ড্রেন তৈরির কথা জানানো হয়েছিল, কিন্তু তা বাস্তবায়িত হয়নি।' অন্যদিকে, হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির জনসংযোগ আধিকারিক মিতালী বাগের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। এই ইস্যুতে রাজনৈতিক তরজাও শুরু হয়েছে। আরামবাগের বিজেপি বিধায়ক মধুসূদন বাগ প্রশাসনের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, 'বর্তমান প্রশাসন উন্নয়নের

বদলে অন্য কাজে ব্যস্ত। ২০২৬ সালের মে মাস পর্যন্ত মানুষকে এই দুর্ভোগ সহ্য করতে হবে। এরপর বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এলে মেডিক্যাল কলেজের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের নিকাশি ব্যবস্থা-সহ সামগ্রিক পরিকাঠামোর উন্নয়ন করা হবে।' সাধারণ মানুষের প্রশ্ন, একটি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের প্রবেশমুখে যদি বৃষ্টির সামান্য জলও জমে থাকে, তবে তা জনস্বাস্থ্যের জন্য কতটা নিরাপদ? দ্রুত জল নিষ্কাশন ও স্থায়ী সমাধানের দাবিতে সরব হয়েছেন এলাকাবাসী ও রোগীর পরিজনরা। এখন দেখার, সংশ্লিষ্ট দপ্তর কত দ্রুত পদক্ষেপ নেয়।

চুঁচুড়া-সহ একাধিক আদালতে হুমকি

সতর্কতামূলক তল্লাশি আরামবাগে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: ই-মেলে হুমকি ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল রাজ্যের একাধিক আদালতে। কোর্ট-সহ বিভিন্ন জেলায় আদালতে হুমকির মেল পৌঁছানোর খবর প্রকাশ্যে আসতেই সতর্ক হয়ে ওঠে প্রশাসন। সেই প্রেক্ষিতেই আগাম নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা হিসেবে তৎপরতা শুরু হয় মহকুমা পুলিশ প্রশাসনের তরফে।হুমকির খবর পাওয়া মাত্রই আরামবাগ মহকুমা আদালত চত্বরে শুরু হয় ব্যাপক তল্লাশি অভিযান। আদালত ভবনের ভিতরে ও বাইরে পুলিশের পাশাপাশি বোম ডিটেকশন টিম মোতায়েন করা হয়। আদালতে প্রবেশের মুখে জোরদার করা হয় নজরদারি। প্রত্যেক ব্যক্তি; আইনজীবী, বিচারপ্রার্থী কিংবা আদালত কর্মী;সকলকেই হতচকিত হয়ে যান। বহু বিচারপ্রার্থী ও সাধারণ মানুষ নিরাপত্তার স্বার্থে আদালত চত্বরের একটি অংশ থেকে সরে যান। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিচার করে প্রশাসনের পক্ষ থেকে আদালত প্রাঙ্গণের কিছু অংশ সাময়িকভাবে

ফাঁকা করে দেওয়া হয়। তবে দীর্ঘক্ষণ ধরে চলা তল্লাশি অভিযানে আতঙ্কিত হওয়ার মতো কোনও সন্দেহজনক বস্তু মেলেনি বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসার পর ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয় আদালতের কাজকর্ম। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বর্তমানে আদালত চত্বরে নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হয়েছে এবং পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। প্রসঙ্গত, কে বা কারা এই হুমকির ই-মেল রাজ্যের বিভিন্ন আদালতে পাঠিয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। পুলিশ সূত্রে খবর, মেলের উৎস এবং প্রযুক্তিগত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই সাইবার বিশেষজ্ঞদের তদন্তে যুক্ত করা হয়েছে। যদিও তদন্তের স্বার্থে এই মুহূর্তে বিস্তারিত কিছু জানাতে নারাজ পুলিশ প্রশাসন। এই প্রসঙ্গে আরামবাগের এসডিপিও সুপ্রভাত চক্রবর্তী বলেন, 'বিভিন্ন কোর্টে হুমকি মেল আসার পর আগাম সতর্কতা হিসাবে আরামবাগ মহকুমা আদালতে তল্লাশি চালানো হয়। পুলিশ ও বোম ডিটেকশন টিম উপস্থিত ছিল। আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। নজরদারি চালানো হচ্ছে।'

বাঁশঝাড় কাটা নিয়ে খুনের চেষ্টার অভিযোগ সিপিএম নেতার বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বাঁশঝাড়ের দখলের প্রতিবাদ করায় তৃণমূলের প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্যা ও তাঁর শাশুড়িকে পিটিয়ে খুনের চেষ্টা অভিযোগ উঠল সিপিএম আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে রতুয়া থানার শ্রীপুর ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্রীপুর এলাকায়। এই ঘটনায় আক্রান্ত তৃণমূলের ওই প্রাক্তন সদস্যার স্বামী হামিদুর রহমান পুলিশের কাছে সিপিএম কর্মী নুরুল মিঁয়া, মুখ লেসুর রহমান, মুরশেদ শেখ, রুকসানা খ াতুন-সহ তার দলবলের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। যদিও এই ঘটনায় যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে তাঁরা বিষয়টি ভিত্তিহীন এবং ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলেছেন। পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। আহত দুই মহিলা চিকিৎসাধীন রয়েছেন মালদা মেডিক্যাল কলেজে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আহতদের নাম নূরসেবা খাতুন (৩৫) এবং তার শাশুড়ি সাহেদা বেওয়া (৭২)। আহত এবং হামলাকারীদের বাড়িও শ্রীপুর ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্রীপুর এলাকায়। পুলিশকে অভিযোগে তৃণমূলের প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্যা নূরসেবা খাতুনের স্বামী হামিদুর রহমান জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরেই তারা তৃণমূল দল করেন। ২০১৭ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত শ্রীপুর ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল দলের সদস্যা ছিলেন নূরসেবা। তার স্ত্রী সেই সময় সিপিএমকে পরাজিত করেই জয়ী হয়েছিলেন। তারপর থেকে শুরু হয় রাজনৈতিক শত্রুতা। দীর্ঘদিন ধরেই তাদেরকে তৃণমূল করার জন্যই নানাভাবে হুমকি ও হুঁশিয়ারি দেওয়া হচ্ছিল। এদিন সকালে নিজেদের বাগানের বাঁশ ঝাড় কাটা নিয়ে প্রতিবেশী ওই সিপিএমের পরিবার আচমকায় বসচা শুরু করে। এরপর ওরা দলবল নিয়ে আমাদের ওপর হামলা চালায়। লাঠি ও লোহার রড দিয়ে আমার স্ত্রী ও বৃদ্ধা মাকে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেয়। এমনকি পিটিয়ে খুনের চেষ্টা চালানো হয়। আশেপাশের লোকজনের ছুটে আসলে হামলাকারীরা এলাকা থেকে পালিয়ে যায়।

এদিকে যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ সেই পরিবারের একজন তথা শ্রীপুর রুরাল কমিটির সিপিএমের সদস্য মুখ লেসুর রহমান বলেন, 'ঘটনাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। এখানে রাজনৈতিক কোনও বিষয় নেই। বরং ওরা আমাদের পৈত্রিক সম্পত্তির একটি বাঁশঝাড়ের এলাকার দখল করে ভোগ করছিল। এনিয়েই দীর্ঘদিন ধরে গোলমাল চলছে। এদিন ওরা বাঁশ ঝাড় কেটে বিক্রি করছিল। তাতেই প্রতিবাদ করতে গিয়েছিলাম। ওরাই বরং আমাদের ওপর হামলা চালিয়েছে।' রতুয়া থানার পুলিশ জানিয়েছে, দুটি পরিবারের মধ্যে হামলার ঘটনা ঘটেছে। নির্দিষ্টভাবে কয়েকজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ হয়েছে। রাজনৈতিক বিষয় এখানে জড়িত আছে কিনা পরিষ্কার করে বলা যাচ্ছে না। তবে অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

মেমারিতে তৃণমূল নেতাদের নামে দুর্নীতির পোস্টারে ছয়লাপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেমারি: সামনেই বিধানসভা নির্বাচন। তার আগেই শাসক-বিরোধী রাজনৈতিক দলের তরফ থেকে শুরু হয়ে গিয়েছে প্রচার। কিন্তু এরই মধ্যে রাতের অন্ধকারে মেমারি পৌর এলাকায় একাধিক তৃণমূল নেতার নামে পোস্টার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। মেমারি পৌরসভার পৌরপতি স্বপন বিষয়ী, উপ পৌরপতি সুপ্রিয় সামন্ত, মেমারি বিধানসভার বিধায়ক মধুসূদন ভট্টাচার্য ও মেমারি ১ ব্লক তৃণমূলের সভাপতি নিতাই ব্যানার্জীর নাম উল্লেখ করে একাধিক দুর্নীতির তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে সেই পোস্টারে। যদিও কে বা কারা এই ধরনের পোস্টার দিয়েছে, সেই বিষয়ে কারো কাছেই কোনওরকম সদুত্তর মেলেনি। তৃণমূল নেতৃত্ব সরাসরি অভিযোগ করেছে বিরোধী রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে। যদিও বিরোধীদের তরফ থেকে এই ঘটনার সাথে কেউই জড়িত নয় বলেই জানিয়েছেন। মেমারি স্টেশন চত্বর-সহ স্টেশন বাজার

এলাকার একাধিক জায়গায় রাতের অন্ধকারে কে বা কারা তৃণমূল বাঁচাও কমিটি মেমারি নামাঙ্কিত পোস্টার দেয়। মেমারি বিধানসভার বিধায়ক মধুসূদন ভট্টাচার্য ও মেমারি এক ব্লক তৃণমূলের সভাপতি নিতাই ব্যানার্জী জানিয়েছেন, 'দলকে বদনাম করার জন্যই এই কাজ বিরোধীরা করেছে। বিষয়টি প্রশাসনকে জানানো হয়েছে তারা খতিয়ে দেখছে।'

বাঁকুড়ায় 'লক্ষ্মী বরণ' কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ২০২৬-র বিধানসভা নির্বাচনের আগে মহিলা ভোটারদের মন পেতে, 'লক্ষ্মী বরণ' কর্মসূচি শাসক দলের। ইন্দাস ব্লক তৃণমূলের পক্ষ থেকে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দীঘলগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রায় সাড়ে তিনশো জন মহিলার হাতে শাড়ি তুলে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। যদিও শাসক দলের এই কর্মসূচিকে কটাক্ষ করেছে বিজেপি। 'লক্ষ্মীর ভান্ডারে'র পর এই শাড়ি উপহার পেয়ে তাঁরা তৃণমূল নেত্রী তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী 'দিদি' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি কৃতজ্ঞ বলেই জানিয়েছেন। ইন্দাস ব্লক তৃণমূল সভাপতি শেখ হামিদের শুধুমাত্র ভোটের সময় বলে নয় সবসময় মানুষের সাথে থাকে তাঁদের দল। মহিলাদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বার্তা দেন দলনেত্রী, আর সেই পথে হেঁটেই 'লক্ষ্মী বরণ' কর্মসূচি বলে তিনি দাবি করেন। যদিও বিষয়টি 'হাস্যকর' ও ভোটের আগে ড্রামা বলে দাবি বিজেপির ইন্দাস মণ্ডল-২ সভাপতি বিপ্রদাস অধিকারীর। তিনি বলেন, 'যে রাজ্যে মহিলারা সুরক্ষিত নন, সেখানে এই ধরণের অনুষ্ঠিনের কোনও যৌক্তিকতা নেই।'

আত্রেয়ীর তীরে 'নদীর পাঠশালা'

প্রকৃতি রক্ষার শপথ নিল শিক্ষার্থীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: 'নদী বাঁচলে বাঁচবে মানুষ, আর নদী হারালে বিপন্ন হবে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম, এই অঙ্গীকারকে পাথেয় করেই মঙ্গলবার সকালে বালুরঘাটের আত্রেয়ী নদীর সদরঘাটে অনুষ্ঠিত হল এক অনন্য 'নদীর পাঠশালা'। পরিবেশপ্রেমী সংস্থা 'দিশারী সংকল্প'-এর মস্তিষ্কপ্রসূত এই উদ্যোগটি এদিন বাস্তবায়িত হয় 'মাইন্ড মান্ত্রা অ্যাবাকাস'-এর সহযোগিতায়।

এদিন সকালে আত্রেয়ীর কলতান আর স্নিগ্ধ বাতাসের মধ্যে বিভিন্ন বয়সের ১৫ জন শিক্ষার্থী সমবেত হয়েছিল নদীর ধারে। প্রথাগত চার দেয়ালের ক্লাসরুম ছেড়ে খোলা আকাশের নিচে তারা শুনলো নদীর জন্মকথা, তার বয়ে চলার গল্প আর মানুষের অত্যাচারে নদীর বিপন্নতার কাহিনী। পাঠশালায়

শিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দিশারী সংকল্পের সম্পাদক তথা পরিবেশকর্মী তুহিনশুভ্র মণ্ডল, সনাতন প্রামাণিক এবং জয়ন্ত দাস। আলোচনার মূল বিষয় ছিল, 'নদী না থাকলে আমাদের কী কী ক্ষতি হতে পারে এবং কীভাবে আমরা প্রকৃতি ও নদীর অকৃত্রিম বন্ধু হয়ে উঠতে পারি।' পাঠদানের ফাঁকেই পরিবেশের প্রতি ভালোবাসা উসকে দিতে গাওয়া হয় গান। তুহিনশুভ্র মণ্ডলের লেখা ও সুর করা 'পাখির ডাকে সকাল হলো' এবং 'নদীর জলে চিঠি চলে' গানগুলি গেয়ে শোনায় শিক্ষার্থী দেবার্ঘ্য ও স্বর্ণালী। গানের সুরে আর কথার জাদুতে খুদে পড়ুয়ারা প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে ওঠে। এই উদ্যোগ প্রসঙ্গে মাইন্ড মান্ত্রা অ্যাবাকাসের প্রধান উদ্যোক্তা জয়দীপ ঘোষ বলেন, 'দিশারী সংকল্প দীর্ঘদিন ধরে 'নদীর পাঠশালা'র মাধ্যমে জনসচেতনতা তৈরি করছে। এই ভাবনাটি আমাদের খুব ভালো লেগেছে। আমরা চেয়েছিলাম আমাদের শিক্ষার্থীরাও এই মহৎ শিক্ষার অংশ হোক। তাদের মনে প্রকৃতিপ্রেম জাগিয়ে তুলতে আমরা ধারাবাহিকভাবে এই কাজ চালিয়ে যাব।' সবশেষে, আত্রেয়ীর পবিত্র জলের ধারে দাঁড়িয়ে শিক্ষার্থীরা শপথ নেয় যে, তারা আজীবন নদী ও প্রকৃতির অকৃত্রিম বন্ধু হয়ে থাকবে এবং পরিবেশ রক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে যখন জলবায়ু পরিবর্তন বড় চ্যালেঞ্জ, তখন বালুরঘাটের এই 'নদীর পাঠশালা' নতুন আশার আলো দেখাচ্ছে বলে মনে করছেন বিশিষ্টজনেরা।

punjab national bank Together for the better

এআরএমবি, মুম্বই সিটি
ইউনাইটেড টাওয়ার, স্যার পি এম রোড
ফোর্ট, মুম্বই - ৪০০০০১
ইমেল : cs6041@pnb.bank.in

সারফেসি আইন অধীনে জামিনদত্ত সম্পদ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

জামিনদত্ত সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি কার্যকরভাবে/স্বত্ব দখল/ প্রতীকী দখল নিয়েছেন জামিন অধীনে ঋণদাতা ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার এবং তা 'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে উল্লিখিত তারিখে নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্ক/জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া সমুদয় সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের কাছ থেকে আদায়ের জন্য বিক্রি করা হবে। সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না জমা নিম্নোক্ত টেবিলে উল্লিখিত হবে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির অধীন অনুযায়ী।

জামিন অধীনে সম্পদের সিডিউল

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা (ফার্ম/ কোং) সহ-ঋণগ্রহীতা/ স্বত্বাধিকারী/ অংশীদারগণ/ ডিরেক্টরগণ/ জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের নাম	বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত/মালিকের নাম [সম্পত্তি(সমূহ) এর বন্ধকদাতা]	ক) ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে দাবি নোটিশের তারিখ খ) বকেয়া পরিমাণ, সুদ এবং চার্জ সহ গ) ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে দখলের তারিখ ঘ) দখলের প্রকৃতি প্রতীকী/স্বত্ব/কার্যকরী	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি (ইএমডি জমা দেবার শেষ তারিখ) গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ	ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	জামিনদত্ত বিনিয়োগকারীগণের জ্ঞানমতে দায়বদ্ধতার বিস্তারিত
১.	**এআরএমবি, মুম্বই সিটি,** শ্রী রাজেশ চক্রবর্তী	বসবাসের ফ্ল্যাট দোতলায় সম্পত্তি অবস্থিত পুর প্রেমিসেস নং এ/পি-১৪৭ /বি, মেট্রোপলিটান কোঅপারেটিভ হাউসিং সোসাইটি লি., ক্যানাল সাউথ রোড,কলকাতা-৭০০১০৫, থানা : প্রগতি ময়দান, ওয়ার্ড নং ৫৭- কলকাতা পৌর সংস্থা -৭০০১০৫।	ক) ০১.০৭.২০২৫ খ) ৮৯,৪৪,২২৪.৪৫ টাকা ৩১.১০.২০২৫ অনুযায়ী এবং সুদ এবং অন্যান্য শুল্ক গ) তারিখ ২১.১১.২০২৫ ঘ) প্রতীকী	ক) ১,০১,২৯,০০০.০০ টাকা, খ) ১০,১২,৯০০.০০ টাকা (১৭.০৩.২০২৬ (বেলা ১১ টা) পর্যন্ত) গ) ২৫,০০০.০০ টাকা	১৭.০৩.২০২৬, সকাল ১১ টা থেকে বিকেল ০৪ টা পর্যন্ত।	জ্ঞাত নয়

নিয়ম এবং শর্তাদি

১. বিক্রয়টি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এ নির্ধারিত শর্তাবলী এবং নিম্নলিখিত আরও শর্তাবলী সাপেক্ষে হবে।
২. সম্পত্তিগুলি ''যেখানে যেমন আছে'', ''যেখানে যা আছে'' এবং ''কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীতী'' বিক্রি করা হবে।
৩. উপরে তফসিলে উল্লেখিত সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ অনুমোদিত কর্মকর্তার সর্বোচ্চ তথ্য অনুসারে বলা হয়েছে, তবে অনুমোদিত কর্মকর্তা এই ঘোষণায় কোনও ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা বাদ পড়ার জন্য দায়ী থাকবেন না।
৪. বিক্রয়টি https://baanknet.com ওয়েবসাইটে প্রদত্ত ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা করা হবে।
৫. বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে www.baanknet.com এবং www.pnbindia.in দেখুন।
৬. যোগাযোগকারী ব্যক্তি শ্রী সুশীল কুমার - ৮৪২০১৯৪৬৭৪, রিজভান আলী - ৭৭৬৮৯৪১২৫৬
৭. কলকাতায় আমাদের সহায়ক সংস্থা ''নির্ঝর অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস'' মোবাইল নম্বর ৯৮৩১৬৮৪৪৪৪
৮. উপরোক্ত যেকোনো আইপি'র জন্য দরদাতা দরপত্র জমা দিতে নির্ধারিত রিজার্ভ মূল্যের অতিরিক্ত ন্যূনতম বর্ধিত পরিমাণ যোগ করতে পারবেন।

দ্রষ্টব্য : কেন্দ্রীয় সরকার/রাজ্য সরকার/যেকোনো আইপি'র যেকোনো আইনগত পাওনা আইপি'র ক্রেতা কর্তৃক পরিশোধ করা হবে, ব্যাংক কোনো প্রকার পাওনা বহন করবে না। অতীত/বর্তমান/ভবিষ্যৎ।

২০০২ সালের সারফেসি আইনের রুল ৮(৬) অধীনে ১৫ দিনের বিধিবদ্ধ বিক্রয় নোটিশ

তারিখ : ২৫.০২.২০২৬
স্থান : মুম্বই

স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ন ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস চুঁচুড়া
৩য় তল, সেনকো বিল্ডিং, বালি মোড়, ব্যান্ডেল পোস্ট এবং জেলা - হুগলি
পিন - ৭১২১০৩ ফোন - (০৩৩) ২৬৮০ ২৯৯০, ই-মেল zochinsurah@indianbank.co.in

পরিশিষ্ট - ৪এ
(রুল ৮(৬) দ্রষ্টব্য)
স্থাবর সম্পত্তি
বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার স্বত্ব দখলীকৃত **''যেখানে যে অবস্থায় আছে'', ''যেখানে যা আছে'' এবং ''যেখানে যেমন আছে''** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **৩০.০৩.২০২৬ তারিখ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টার মধ্যে** ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জামিনদত্ত ঋণদাতার নিকট সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে বর্ণিত বকেয়া আদায়ের জন্য।

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরণ
১.	ক) **মেসার্স টি সি এক্সপোনেন্ট মেডিসার্ভিসেস প্রা লি. (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা),** ৭৫ এবং ৭৫/১, জে কে স্ট্রিট, উত্তরপাড়া, হুগলি, পিন ৭১২২৫৮ (পব), **খ) প্রণবেশ সরকার (জামিনদাতা),** ৯০/২, ধর্মতলা লেন, উত্তরপাড়া কোৎরঙ (পু), হিন্দমোটর, হুগলি পশ্চিমবঙ্গ ৭১২২৩৩, **গ) প্রিয়া দাস (জামিনদাতা)** পিতা বিমল দাস ১), রামপুর, কলুরপাড়া , গাইঘাটা, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ ৭৪৩২৪৯ , আরও ৯০/২, ধর্মতলা লেন, উত্তরপাড়া কোৎরঙ (পু), হিন্দমোটর, হুগলি পশ্চিমবঙ্গ ৭১২২৩৩। **ঘ) কৌস্তভ মুখার্জি (জামিনদাতা),** ৫৪, বিদ্যাসাগর স্ট্রিট, কোন্নগর, পুরসভা, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ ৭১২২৩৫। **শাখা : হিন্দমোটর।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাণিজ্যিক দোকান ইউনিট এফ-৪, ব্লক -এ এবং বি, ভবনের নাম কৃষ্ণ, অবস্থিত একতলায় পরিমাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি ১২৬৭ বর্গফুট পুরসভা হোল্ডিং নং ৭৫/৪ এবং ৭৫/৪/১ নির্মিত বাস্তু জমি পরিমাপ ৮ কাঠা ১১ ছটাক ২৬ বর্গফুট অবস্থিত মৌজা উত্তরপাড়া, জেএল নং ১২, আরএস খতিয়ান নং ১৬৩৪, এলআর খতিয়ান নং ৩৯৬৫, আরএস দাগ নং ১৯৭৭ এবং ১৯৭৯, এলআর দাগ নং ৩৪৮২ এবং ২৪৮৫, ওয়ার্ড নং ১৯, জে কে স্ট্রিট উত্তরপাড়া, হুগলি ৭১২২৫৮ (পব) উত্তরপাড়া কোৎরঙ পুরসভা অধীন, এডিএসআর শ্রীরামপুর। **সম্পত্তি নং ১ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ইউ এফ-৪, ব্লক এ, ইউনিট এফ-৪ ব্লক এ, কৃষ্ণ অবস্থিত একতলায় পরিমাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি ৭০৮ বর্গফুট পুরসভা হোল্ডিং নং ৭৫/৪/১ ওয়ার্ড নং ১৯, জে কে স্ট্রিট, উত্তরপাড়া, বিক্রয় দলিল নং ১-০৬৪০৭-২০০৬ সালের তারিখ ০১.১১.২০০৬ নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ৮, পৃষ্ঠা ১৪২১ থেকে ১৪৫৯। **সম্পত্তি নং ২ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ইউনিট এফ-৪, ব্লক বি, ইউনিট এফ-৪, ব্লক বি, কৃষ্ণ, অবস্থিত একতলায় পরিমাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি ৫৫৯ বর্গফুট পুরসভা হোল্ডিং নং ৭৫/৪ ওয়ার্ড নং ১৯ জে কে স্ট্রিট, উত্তর পাড়া, বিক্রয় দলিল নং ১-০২৫৪০-২০০৬ সালের তারিখ ২১.০৪.২০০৬ নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ৩, পৃষ্ঠা ১৬৬৪৯ থেকে ১৬৬৯৫।	**৩৭,৫৪,১৭১ টাকা (সাঁয়ত্রিশ লাখ চুয়ান্ন হাজার একশ একাত্তর টাকা)** (উক্ত অ্যাকাউন্ট সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত সুদ সহ) ২০.০৬.২০২৫ অনুযায়ী	ক) **৬৪,৭৫,০০০ টাকা (চৌষট্টি লাখ পঁচাত্তর হাজার টাকা)** খ) **৬,৪৫,৭৫০ টাকা (ছয় লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার সাতশ পঞ্চাশ টাকা)** ৩০.০৩.২০২৬ তারিখে তার আগে বিকাল ৪টের মধ্যে জমা করতে হবে গ) **২০,০০০ টাকা (কুড়ি হাজার টাকা)** ঘ) **IDIB20508425815** ঙ) অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞানমতে উক্ত সম্পত্তির কোনও দায়বদ্ধতা নেই চ) **প্রতীকী দখলীকৃত**
২.	ক) **মেসার্স এসআই-এমআই এন্টারপ্রাইজ,** স্বত্বাধিকারী : শেখ সিরাজুল, ৪, কবি কিরণধন রোড, ওয়ার্ড নং ১২, ভদ্রকালী, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ ৭১২২৩২ খ) শেখ সিরাজুল পিতা আবেদ আলি শেখ, ৪, কবি কিরণধন রোড, ওয়ার্ড নং ১২, ভদ্রকালী, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ ৭১২২৩২, গ) জাবেদ আলি শেখ, (বন্ধকদাতা এবং জামিনদাতা) পিতা মহ কালো শেখ দোরজি, কবি কিরণধন রোড, ওয়ার্ড নং ১২, ভদ্রকালী, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ ৭১২২৩২। **শাখা : হিন্দমোটর।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ভিটা (বাস্তু) জমি পরিমাপ ১ কাঠা ০৮ ছটাক কমবেশি তদস্থিত তিনতলা ভবন অবস্থিত মৌজা - ভদ্রকালী, জেএল নং ৯, এলআর দাগ নং ৪৬৫২ এবং ৪৬৫৩,এলআর খতিয়ান নং ৩৯৯৬,সার্ভে নং ১৭৬৪, খ তিয়ান নং ২৫৭, দাগ নং ২৬১০, হোল্ডিং নং ৪, কবি কিরণধন রোড, ওয়ার্ড নং ১২, ভদ্রকালী, থানা : উত্তরপাড়া, জেলা : হুগলি, ওয়ার্ড নং ১২ অধীন, উত্তরপাড়া কোৎরঙ পুরসভা, এডিএসআর শ্রীরামপুর, উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ১-২০১১-১৯৮১ তারিখ ২১.০৪.১৯৮১। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** কালীনাথ ঘোষের সম্পত্তি। **দক্ষিণে :** সাধারণ চলার পথ। **পূর্বে :** হাসিনা খাতুন এর সম্পত্তি। **পশ্চিমে :** ফতেমা বিবি এবং অন্যান্যর সম্পত্তি এবং পুকুর।	**১২,৩৪,২২৯.০০ টাকা (বারো লাখ চৌত্রিশ হাজার দুশো উনত্রিশ টাকা)** (উক্ত অ্যাকাউন্ট সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত সুদ সহ) ২৭.০৫.২০২৫ অনুযায়ী	ক) **২৬,৭৫,০০০ টাকা (ছাব্বিশ লাখ পঁচাত্তর হাজার টাকা)** খ) **২,৬৫,৭৫০ টাকা (দুই লাখ পঁয়ষট্টি হাজার সাতশ পঞ্চাশ টাকা)** ৩০.০৩.২০২৬ তারিখে তার আগে বিকাল ৪টের মধ্যে জমা করতে হবে গ) **২০,০০০ টাকা (কুড়ি হাজার টাকা)** ঘ) **IDIB50155068255** ঙ) অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞানমতে উক্ত সম্পত্তির কোনও দায়বদ্ধতা নেই চ) **প্রতীকী দখলীকৃত**

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ৩০.০৩.২০২৬, সময় : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com

অনলাইন বিডে অংশগ্রহণের জন্য দরদাতাদের আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. এর ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২২০২২০, ইমেল আইডি support.baanknet@psballiance.com এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে কল করুন। পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. এর সাথে নিবন্ধনের স্থিতি এবং ইএমডি স্থিতির জন্য, অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com এ যোগাযোগ করুন। সম্পত্তির বিবরণ এবং ছবি এবং নিলামের শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে **https://baanknet.com** এ যান এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত স্পষ্টীকরণের জন্য, অনুগ্রহ করে হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২২০২২০ এ যোগাযোগ করুন।

https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় দরদাতাদের উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

যোগাযোগের ব্যক্তি : ১. বিশ্বজিৎ বৈদ্য, শাখা ম্যানেজার (মোবাইল : ৮৪৭৩৮২৯৯৫২)/ ২. রণধীর কুমার, অনুমোদিত অফিসার (মোবাইল : ৭২৭৭০৬৪০০০)

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ : ২৪.০২.২০২৬
স্থান : ব্যান্ডেল

স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

জামা খুলে বিক্ষোভ

গ্রেপ্তার যুব কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি

নয়াদিল্লি, ২৪ ফেব্রুয়ারি: জামা খুলে বিক্ষোভকাণ্ডে এ বার গ্রেপ্তার করা হল যুব কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি উদয়ভানু চিবকে। মঙ্গলবার সকালে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। সোমবার থেকেই দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করা শুরু হয়েছিল তাঁকে। শেষে মঙ্গলবার সকালে তাঁকে গ্রেপ্তারির খবর প্রকাশ্যে আসে।

দিল্লিতে এআই সম্মেলন চলাকালীন যুব কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকদের জামা খুলে বিক্ষোভের ঘটনায় ইতিমধ্যে পদক্ষেপ করেছে পুলিশ। গ্রেপ্তার করা হয়েছে বেশ কয়েকজন যুব কংগ্রেস কর্মীকে। উদয়ভানুকে নিয়ে এই ঘটনায় মোট আট জনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। এর আগে যে সাত জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে শুরুতেই ধরা পড়েন চার জন। সোমবার মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়র থেকে পাকড়াও করা হয় আরও তিন জনকে। উত্তরপ্রদেশ যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক রিতিক ওরফে মন্টি শুক্লাকেও ললিতপুর থেকে আটক করা হয়।

এ বার ওই ঘটনার তদন্তে যুব কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতিকেও গ্রেপ্তার করা হয়। জানা যাচ্ছে, সোমবারই দিল্লির তিলক মার্গ থানায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হয়েছিল উদয়ভানুকে। প্রায় ১৫ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদের পরে মঙ্গলবার ভোরের দিকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। মঙ্গলবার তাঁকে পাতিয়ালা হাউস কোর্টে পেশ করা হলে চার দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

গত শুক্রবার কৃত্রিম মেধা সম্মেলন চলাকালীন ভারত মণ্ডপমের ভিতরে প্রবেশ করে জামা খুলে বিক্ষোভ দেখান যুব কংগ্রেস কর্মীরা। তাঁদের জামায় যেমন প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সমালোচনা লেখা ছিল, তেমনই ছিল ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য-সমঝোতারও সমালোচনা। নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন নীতির বিরুদ্ধে স্লোগান দেন তাঁরা। বস্তুত, ওই সময়ে কৃত্রিম মেধা সম্মেলনের জন্য দেশ-বিদেশের বিভিন্ন অতিথিরা ভারত মণ্ডপমে উপস্থিত ছিলেন। যুব কংগ্রেসের এমন বিক্ষোভ নিয়ে আগেই প্রশ্ন তুলেছে দিল্লির আদালত।

বিধানসভায় মেজাজ হারালেন নীতীশ

পাটনা, ২৪ ফেব্রুয়ারি: ভরা বিধানসভায় বিরোধীদের হট্টগোল, চিৎকার, কটাক্ষে মেজাজ হারালেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। গ্রামের পাহারাদারদের বেতন বৃদ্ধির দাবিকে কেন্দ্র করে বিধানসভায় হট্টগোলের সূত্রপাত। বিরোধীদের তাঁর জবাব, 'বাজে কথা বলবেন না। আমাদের সরকার কোনও ঝঞ্ঝাট ছাড়াই চলছে, আর চলবেও!'

নীতীশ বিরোধীদের উদ্দেশে বলেন, 'আপনারা ক্ষমতায় থাকাকালীন বিহারে কোনও মূল্যবান কাজ হয়নি। আইনশৃঙ্খলা এতটাই বেহাল ছিল যে, মানুষ বিকেলের পর আর ঘর থেকে বার হতে ভয় পেতেন। তাই এখন এই সব বাজে কথা না-বলাই ভাল।'

মঙ্গলবার সকাল ১১টায় বিধানসভায় অধিবেশন শুরু হওয়ার পর পরই হইচই বাধে। আরজেডি বিধায়ক কুমার সর্বজিৎ তাঁর আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে গ্রামের পাহারাদারদের বেতন বৃদ্ধির দাবি জানান। তাঁর অভিযোগ, যখন পাহারাদারেরা নিজেদের ন্যায্য দাবিতে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ করেন, তখন তাঁদের উপর লাঠিচার্জ করা হয়। আরজেডি বিধায়কের কথায়, 'রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের কর্মী চৌকিদারদের বেতন বৃদ্ধির দাবি ছিল। কিন্তু সোমবার তাঁদের সঙ্গে অত্যন্ত খারাপ আচরণ করা হয়েছে।'

সর্বজিতের অভিযোগের পরই আরজেডির কয়েক জন বিধায়ক স্লোগান দিতে শুরু করেন। তাঁদের দাবি, 'গুলি-বন্দুকের সরকার চলবে না, চলবে না।' সেই স্লোগানে বিরক্ত হন নীতীশ। মেজাজ হারিয়ে নিজের আসন থেকে উঠে বিরোধীদের জবাব দেন তিনি। তাঁর দাবি, জেডিইউ নেতৃত্বাধীন সরকার কোনও বিরোধ ছাড়াই চলবে। নীতীশের আরও দাবি, আরজেডির ক্ষমতা বিহারে ধীরে ধীরে ক্ষয় হচ্ছে।

তবে তাতেও দমেননি আরজেডির বিধায়কেরা। তাঁরা ক্রমাগত স্লোগান দিতে থাকেন। স্লোগান দিতে দিতে ওয়ালে নেমে আসেন। তার ফলে বেশ কিছুক্ষণ বিধানসভার কাজ বন্ধ থাকে। পরে বিহার বিধানসভার পরিষদীয় মন্ত্রী বিজয়কুমার চৌধরি জানান, তাঁরা পাহাদারদের বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিদের আলোচনার জন্য ডাকা হবে। খতিয়ে দেখা হবে তাঁদের দাবিগুলি। যথাযথ পদক্ষেপ করা হবে। তার পরেই পরিস্থিতি শান্ত হয়।

রাঁচিতে এয়ার অ্যাম্বুল্যান্স দুর্ঘটনার কারণ জানতে চলছে তদন্ত

রাঁচি, ২৪ ফেব্রুয়ারি: রোগী, চালক এবং বিমানকর্মী-সহ সাত জনকে নিয়ে সোমবার রাতে ঝাড়খণ্ডে ভেঙে পড়ে একটি এয়ার অ্যাম্বুল্যান্স। বিমান দুর্ঘটনায় সাত জনেরই মৃত্যু হয়েছে। রাঁচি থেকে ওড়ার পরে বিমানটি কী সমস্যার মুখে পড়েছিল, এ বার সেই প্রাথমিক তথ্য প্রকাশ্যে আনল অসামরিক বিমান পরিবহণ নিয়ামক সংস্থা ডিজিসিএ।

সোমবার সন্ধ্যা ৭টা ১১ মিনিটে রাঁচি থেকে দিল্লির উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল 'রেডবার্ড এয়ারওয়েজ'-এর ওই মেডিক্যাল চার্টার্ড বিমানটি। ওড়ার পরে কলকাতা এটিসি-র সঙ্গে যোগাযোগ করে বিমানটি। আবহাওয়াজনিত কারণে যাত্রাপথ ঘুরিয়ে দেওয়ার অনুরোধও করে। এর পরে সন্ধ্যা ৭টা ৩৪ মিনিটে কলকাতা এটিসি-র সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় বিমানটির। রেডার থেকেও হারিয়ে যায় ওই এয়ার অ্যাম্বুল্যান্স। উত্তরপ্রদেশের বারাণসী থেকে ১০০ নটিক্যাল মাইল দক্ষিণ-পূর্বে শেষ বার বিমানটিকে দেখা গিয়েছিল রেডারে।

ঝাড়খণ্ডের ছাতরায় ভেঙে পড়া ওই বিমান থেকে উদ্ধার হওয়া সাতটি দেহই ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যাওয়া হয় স্থানীয় হাসপাতালে। নিহতদের ইতিমধ্যে শনাক্তও করা হয়েছে। জানা যাচ্ছে, ওই এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে ৪১ বছর বয়সি সঞ্জয় কুমারকে দিল্লিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। দেহের ৬৩ শতাংশ পুড়ে গিয়েছিল তাঁর।

তাহাউরের নাগরিকত্ব বাতিলের পথে কানাডা

অটোয়া, ২৪ ফেব্রুয়ারি: আগামী বৃহস্পতিবারই ভারতে আসছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কারনি। তার আগে বড়সড় সিদ্ধান্ত নিল অটোয়া। ২৬/১১-র জঙ্গি তথা মূলচক্রী তাহাউর রানার নাগরিকত্ব বাতিলের তোড়জোড় শুরু করে দিল করনির সরকার। কানাডার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর আমলে দু'দেশের সম্পর্কের অবনতি হয়েছিল। ট্রুডোর ভারত-বিদ্বেষী মনোভাবের প্রমাণ বারাবার মিলেছিল। কিন্তু ট্রুডোর উত্তরসূরি কারনি সেই পথে যে হাঁটতে নারাজ, তার প্রমাণ ফের একবার মিলল। নয়াদিল্লির সঙ্গে সম্পর্ক ঠিক করতে উদ্যোগী তিনি।

কানাডার সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, সে দেশের অভিবাসন, শরণার্থী এবং নাগরিকত্ব (আইআরসিসি) দপ্তর ইতিমধ্যেই তাহাউরের সঙ্গে এবিষয়ে যোগাযোগ করেছে। পাক-বংশোদ্ভূত তাহাউর বর্তমানে ভারতে বন্দি রয়েছে। ২৬/১১-র মূল চক্রী ছিল সে। তার সঙ্গে সরাসরি পাক মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদী সংগঠন লস্কর-ই-তইবার যোগ ছিল। ১৯৯৭ সালে সে কানাডায় পা রাখে।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

TENDER

Tenders are invited for security personnel at Government Girls' General Degree College, Kolkata. For details visit website.

www.govtgirlsekbalpur.com

DHARMAPUKURIA GRAM PANCHAYAT
Vill.-Monigram, P.O.-Dharmapukuria, P.S.-Bongaon, Dist.-North 24 Pgs.

NOTICE INVITING E-TENDER

The Prodhan, Dharmapukuria Gram Panchayat under Bongaon Development Block Inviting Online Tender (E/Tender) **DPUK/142/2026 Dated 23.02.2026** under 15th FC Tied fund (for efficient bidders for details visit Website **www.wbtenders.gov.in.**

Sd/- **Prodhan**
Dharmapukuria Gram Panchayat

SHORT TENDER NOTICE

NABADWIP MUNICIPALITY

e-Tender are invited by the Chairman Nabadwip Municipality.
25eq(2nd Call)/APAS/NM/2025-26 and 26eq(2nd Call)/APAS/NM/2025-26
ID: 2026_MAD_5012927_1, 2026_MAD_5012930_1,
Last Date of submitting tender 03-Mar-**2026 05:00 PM. N.B.** Any other information may be had on enquiry from office of Chairman Nabadwip Municipality in working day and gov web site **http://wbtenders.gov.in** this advertisement is also given **http://nabadwipmunicipality.in**

Sd/- **Chairman**
Nabadwip Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/655/25-26/ 2nd Call Dated 23.02.2026	Repairing of Bituminous Road from Goffer's Pond to Karbala of Ward No.-27 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs.7,77,046.00
WBMAD/ULB/ RSM/2118/25-26 Dated 23.02.2026	Road restoration work at A) Mach Bazar Katpole to Loknath Mandir via Amantran Club B)Saha Pachil to shop of Nanna C) Policepara auto stand to Cake Factory in Ward no...02 under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.9,08,071.00

Bid Submission end date: **05.03.2026 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in** **Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality**

দিঘীরপাড় বকুলতলা গ্রাম পঞ্চায়েত
মথুরাপুর ২ নং পঞ্চায়েত সমিতি
Mail ID d.bakultala@gmail.com
E-TENDER NOTICE

দিঘীরপাড় বকুলতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষে প্রধান গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় প্রকল্প রুপায়নের জন্য (15th FC Fund হইতে) যে দরপত্র আহ্বান করছেন, তাহার NIT No 007/15th FC/DB GP/2025-26, DATED- 19.02.2026 বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য। www.wbtenders.gov.in এবং দিঘীরপাড় বকুলতলা গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে যোগাযোগ করুন।

প্রধান
দিঘীরপাড় বকুলতলা গ্রাম পঞ্চায়েত

Tender

- **NIeT No-06, 07/15th CFC (Tied)/2025-26, (2nd Call) & 13, 14/15th CFC/2025-26, vide Memo No-183, 185, 180, 181/GGP/2026, Dated- 23/02/2026.**

Above all Sealed tender are invited by Prodhan Gobardhandanga G.P. for various works/supply works from bonafied outside contractors as per G.O.

- Date of uploading of N.I.T & other Documents (Online): **24/02/2026 at 02.00 pm**
- Documents download/ sell start date (Online): **24/02/2026 at 04.00 pm**
- Bid submission start date: **24/02/2026 at 04.00 pm**
- Documents download/ sell end date (Online): **03/03/2026 at 02.00 pm**
- Bid submission closing date (Online) : **03/03/2026 at 02.00 pm**
- Technical bid opening date : **05/03/2026 at 02.30 pm.**

Others details are available in the office notice board and Web-Site: **http://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Gobardhandanga Gram Panchayat
Sagardighi, Murshidabad

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION

Corrigendum
Cancelation of Tender

In connection with E-Tender Notice No. 146/PW/Eng/APAS/26 Dt. 28-01-26 (2nd Call) Serial No. 23, 24, 25, 26, 2728, 30 & ET. 149/PW/Eng/APAS/26 Dt. 30-01-26 (2nd Call) Serial No. 20, 21, 22 have been treated as cancelled.

Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.

Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

উত্তর পূর্ব রেলওয়ে

১ম সংশোধনী অবাধ টেন্ডার নোটিশের

অবাধ টেন্ডার নোটিশ নং EPC-PSI-MUR-GKC-NER তারিখ ৩০.০১.২০২৬, ডিজাইন, সরবরাহ, সংস্থাপন, পরীক্ষা এবং চালুকরণ -ট্র্যাকশন সাব স্টেশন, তৎসহ সংযুক্ত সুইচিং পোস্ট ২-২৫ কেভি এর জন্য ট্র্যাকশন ফিডিং সিস্টেম-মানকপুর-গোরক্ষপুর ক্যান্ট সেকশন -লখনউ ডিভিশনের উত্তর পূর্ব রেলওয়ে -ক্ষমতা উন্নয়ন কাজের সঙ্গে যুক্ত ইলেক্ট্রিক ট্র্যাকশন পাওয়ার সাপ্লাই সংস্থাপন ইঞ্জিনিয়ারিং, সংগ্রহ এবং নির্মাণ (ইপিসি) কাজের জন্য মোড **ক্রম নং : ১.,** **বিবরণ :** - স্পেসিফিক ইপিসি টেন্ডার নথি ক্লজ-এ ১ম প্রাক-ডাক জিজ্ঞাসার পর পরিবর্তন, **প্রকাশিত সংশোধনী :** - নতুন নথি সংযুক্ত করা হয়েছে। প্রাক ডাক আহ্বান উত্তরে,অতিরিক্ত সম্পর্কিত তথ্য যাচাই করা যাবে ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in.** থেকে।

চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (প্রোজেক্ট),
CPRO/EL-288 **লখনউ**

ট্রেনে বিড়ি/সিগারেট ধূমপান করবেন না

Serampore-Uttarpara Panchayat Samity
21, Rabindrabhaban Road, Serampore, Hooghly, 712201

Notice Inviting e-Tender

e-Tender has been invited by the undersigned for **03 (three) nos.** schemes under **15th CFC(25-26)** bearing **NIeT No- 46/SU/2025-26, Office Memo No-91/PS, dt. 23.02.2026 (Tender ID: 2026_ZPHD_1013324_1-3)** for Construction of drains, road. Online bid submission will end on **05.03.2026 at 6:00 PM.** For more details please visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-,
Executive Officer
Serampore-Uttarpara Panchayat Samity

Kautala Gram Panchayat
Vill – Rajuakhaki ,P.O Pakurtala , P.S – Raidighi, Dist.– South 24 Parganas

On behalf of Kautala Gram Panchayat under Mathurapur-II Block of South 24 Parganas district we invite bids for various kind of work **Vide NIT No. 70/KGP/APAS/2026 (Road), Dated 24-02- 2026** within the GP area. For more details visit to our GP office Notice Board or visit **wbtenders. gov.in**

Sd/- Pradhan,
Kautala GP

The West Bengal State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
ICMARD Building, 6th Floor, 14/2, C.I.T. Scheme-VIII (M), Ultadanga, Kolkata-700 067

NOTICE

Expression of Interest (EOI) has been invited by The WBSCARD Bank Ltd. under **Memo No. 2159/P- II/Admn./2170 dated February 18, 2026** & uploaded in the e-Tender Portal under **Tender ID 2026_SCARD_1010414_1** from experienced, resourceful and reputed Catering Service Providers including Self-Help Groups (SHGs) for running of Canteen & Kitchen at ICMARD -Training Institute of The WBSCARD Bank Ltd. located at the 1st Floor of the ICMARD Building at 14/2 C.I.T Scheme - VIII (M), Ultadanga, Kolkata-700067.
The last date for submission/uploading of Bid through online is **March 12, 2026**.
For details, please visit **www.wbtenders.gov.in/www.wbscardb.com/ www.icmard.org**

February 19, 2026 **Sd/-**
Managing Director

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/2119/25-26 Dated 23.02.2026	Road Restoration work at A) Balia Main Road to E.M.Bypass & Model Town 4 Sight Complex B) Balia Balak Sangha to Border of ward no 28 C)Nafar Chandra Naskar road to Shambhu Mondal house D) Maity doctor by lane in Ward no...01 under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.13,99,044.00
WBMAD/ULB/ RSM/2120/25-26 Dated 23.02.2026	Reparing of Road at Noapara Road & Panchanantala Road in Ward No. - 10 within Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.21,66,018.00

Bid Submission end date: **12.03.2026 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in** **Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality**

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/2121/25-26 Dated 24.02.2026	Construction WOODEN BRIDGE at Panchpota Santinagar & Natundiyara Sitala Mandir in ward no-03 under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.4,80,288.00
WBMAD/ULB/ RSM/2122/25-26 Dated 24.02.2026	Construction of Concrete Road with Drain from H/O Sujan Chowrasia to H/O Koushik Kar at Srikhanda Cal tala in Ward No.-05 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.3,77,251.00
WBMAD/ULB/ RSM/2123/25-26 Dated 24.02.2026	Road restoration work from H/O Jhuma Ghosh to H/O Tapan Mridha Length - 160 m, Width-05 m In Ward no.06 under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.2,04,865.00
WBMAD/ULB/ RSM/2124/25-26 Dated 24.02.2026	Repairing Work Of Mahamaya Mandir, Ward-28under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.1,98,598.00
WBMAD/ULB/ RSM/2125/25-26 Dated 24.02.2026	The Repairing And Renovation Of Laskarpur F.P. School At Ward No. - 31 Under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs.3,20,260.00

Bid Submission end date: **05.03.2026 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

SOMASPUR-I GRAM PANCHAYAT

NOTICE INVITING e-TENDER, Published Date: 24-02-2026 & 25-02-2026
e-Tenders are being invited from eligible contractors vide following ID

Tender ID	Bid Submission Closing Date
1 2026_ZPHD_5012964_1	02-Mar-2026 12:00 PM
2 2026_ZPHD_5012964_2	02-Mar-2026 12:00 PM
3 2026_ZPHD_5012964_3	02-Mar-2026 12:00 PM
4 2026_ZPHD_5012964_4	02-Mar-2026 12:00 PM
5 2026_ZPHD_5012964_5	02-Mar-2026 12:00 PM
6 2026_ZPHD_5012964_6	02-Mar-2026 12:00 PM
7 2026_ZPHD_5012964_7	02-Mar-2026 12:00 PM
8 2026_ZPHD_5012964_8	02-Mar-2026 12:00 PM
9 2026_ZPHD_5012964_9	02-Mar-2026 12:00 PM
10 2026_ZPHD_5012964_10	02-Mar-2026 12:00 PM
11 2026_ZPHD_5012964_11	02-Mar-2026 12:00 PM
12 2026_ZPHD_5012964_12	02-Mar-2026 12:00 PM
13 2026_ZPHD_5012964_13	02-Mar-2026 12:00 PM

For details visit website **https://tenders.wb.gov.in**
For any other query please visit the office of undersigned in working hours.

Sd/-
Pradhan
Somaspur-I Gram Panchayat

NOTICE

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE
E.E, Berhampore Division –I, PWD invites OFF-LINE SHORT NOTICE INVITING QUOTATION NO.- 03 OF 2025-2026 for the following works-

1) Emergent Emergent erection of temporary structure of Kitchen and Dining Shed etc. for providing logistic supports and accommodation of CAPF at several locations of Berhampore Police Station under Murshidabad Police District in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under Berhampore Division - I, P.W.Dte.
2) Emergent erection of temporary structure of Kitchen and Dining Shed etc. for providing logistic supports and accommodation of CAPF at several locations of Beldanga Police Station under Murshidabad Police District in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under Berhampore Division -I, P.W.Dte.
3) Emergent erection of temporary structure of Kitchen and Dining Shed etc. for providing logistic supports and accommodation of CAPF at several locations of Hariharpara Police Station under Murshidabad Police District in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under Berhampore Division - I, P.W.Dte.
4) Emergent erection of temporary structure of Kitchen and Dining Shed etc. for providing logistic supports and accommodation of CAPF at several locations of Nowda Police Station under Murshidabad Police District in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under Berhampore Division - I, P.W.Dte.
5) Emergent erection of temporary structure of Kitchen and Dining Shed etc. for providing logistic supports and accommodation of CAPF at several locations of Rejinagar Police Station under Murshidabad Police District in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under Berhampore Division -I, P.W.Dte.
6) Emergent erection of temporary structure of Kitchen and Dining Shed etc. for providing logistic supports and accommodation of CAPF at several locations of Saktipur Police Station under Murshidabad Police District in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under Berhampore Division - I, P.W.Dte.
7) Emergent erection of temporary structure of Kitchen and Dining Shed etc. for providing logistic supports and accommodation of CAPF at several locations of Nabagram Police Station under Murshidabad Police District in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under Berhampore Division - I, P.W.Dte.
8) Emergent erection of temporary structure of Kitchen and Dining Shed etc. for providing logistic supports and accommodation of CAPF at several locations of Kandi Police Station under Murshidabad Police Districtin the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under Berhampore Division - I, P.W.Dte.
9) Emergent erection of temporary structure of Kitchen and Dining Shed etc. for providing logistic supports and accommodation of CAPF at several locations of Bharatpur Police Station under Murshidabad Police Districtin the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under Berhampore Division - I, P.W.Dte.
10) Emergent erection of temporary structure of Kitchen and Dining Shed etc. for providing logistic supports and accommodation of CAPF at several locations of Burwan Police Station under Murshidabad Police District in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under Berhampore Division - I, P.W.Dte.
11) Emergent erection of temporary structure of Kitchen and Dining Shedetc. for providing logistic supports and accommodation of CAPF at several locations of Khargram Police Station under Murshidabad Police District in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under Berhampore Division - I, P.W.Dte..
12) Emergent erection of temporary structure of Kitchen and Dining Shed etc. for providing logistic supports and accommodation of CAPF at several locations of Salar Police Station under Murshidabad Police Districtin the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under Berhampore Division - I, P.W.Dte.
13) Emergent erection of temporary structure of Kitchen and Dining Shed etc. for providing logistic supports and accommodation of CAPF at several locations of Farakka Police Station under Jangipur Police District in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under Berhampore Division - I, P.W.Dte.

The detailed schedule of all items of works will be available in the office of the Executive Engineer, PWD, Berhampore Division –I.

1. Date of Publication of NIQ on **24.02.2026.**
2. Last date and time of application for quotation documents on **26.02.2026 upto 1:00 PM.**
3. Last Date and time of issuance of Quotation documents on **26.02.2026 upto 4:00 PM.**
4. Last date and time of receipt of quotations in sealed envelope on **27.02.2026 upto 4:00 PM.**
5. Opening of the Quotations on **27.02.2026 at 5.00 P.M.**

Sd/- Executive Engineer, P.W.D
Berhampore Division-I

Tender

- **NIT No- 15/15th CFC/2025-26, vide Memo No-182, /GGP/2026, Dated-23/02/2026**

Above Sealed tender are invited by Prodhan Gobardhandanga G.P. for various works/supply works from bonafied outside contractors as per G.O.

- Date of sale tender form: **23/02/2026 to 02/03/2026 at (11 am to 03 pm)**
- Last date of sealed tender submission: **05/03/2026 at 01.00 pm.**
- Date of opening tender: **05/03/2026 at 02.00 pm**

Others details are available in the office notice board.

Sd/- Prodhan
Gobardhandanga Gram Panchayat
Sagardighi, Murshidabad

Tender

- **NIeT No- 05/15th CFC (Untied)/2025-26, (2nd Call) vide Memo No-184, /GGP/2026, Dated- 20/02/2026**

Above Sealed tender are invited by Prodhan Gobardhandanga G.P. for various works/supply works from bonafied outside contractors as per G.O.

- Date of uploading of N.I.T & other Documents (Online): **21/02/2026 at 02.00 pm**
- Documents download/ sell start date (Online): **21/02/2026 at 04.00 pm**
- Bid submission start date: **21/02/2026 at 04.00 pm**
- Documents download/ sell end date (Online): **28/02/2026 at 02.00 pm**
- Bid submission closing date (Online) : **28/02/2026 at 02.00 pm**
- Technical bid opening date : **02/03/2026 at 02.30 pm.**

Others details are available in the office notice board and Web-Site: **http://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Gobardhandanga Gram Panchayat
Sagardighi, Murshidabad

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং ঃ এলআরসি_৩_বায়ো-ট্যাঙ্ক_পিটি-III, তারিখ ঃ ২৩.০২.২০২৬। ডেপুটি চিফ মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার (এলএইচবি), ক্যারেজ অ্যান্ড ওয়াগন ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া- ৭১১২০৪ কর্তৃক আর্থিক এবং প্রযুক্তিগত সঙ্গতিপন্ন টেন্ডারদাতাদের নিকট থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার (ওপেন টেন্ডার) আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নাম ঃ** "তিন বছরের জন্য লিলুয়া ওয়ার্কশপে পিওএইচ চলাকালীন বায়ো-ডাইজেস্টার ট্যাংকসমূহের অপসারণ, সাফাই, মেরামতি ও পুনরায় ফিট করার এবং সবকটি কোচের (আইসিএফ/এলএইচবি/ভিভি এবং অন্য কোনো পিসিভি/ওসিভি) বায়ো ট্যাংকের পরিবহণের জন্য ফর্ক লিফট ভাড়ায় নেওয়ার কাজ"। **কাজের আনুমানিক মূল্য ঃ** ১১,২৭,১৩,৯৩১.৭৬ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৭,১৩,৬০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১২.০৩.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো। **যে ওয়েবসাইট থেকে টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ দেখা যাবে ঃ www.ireps.gov.in** টেন্ডারদাতাদের টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর মাঝে মাঝেই আইআরইপিএস পোর্টালে কোনো সংশোধনী প্রকাশিত হয়েছে কিনা তা দেখতে বলা হচ্ছে।

MISC-407/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ULUBERIA MUNICIPALITY
TENDER NOTICE

Notice Inviting e-Tender No.- **WBMAD/UM/837/APAS/e-Tender/2025-26 (3rd Call) Dated: 21.02.2026, WBMAD/UM/ 828/APAS/e-Tender/2025-26 (3rd Call) Dated: 21.02.2026, WBMAD/UM/516/APAS/e-Tender/2025-26 (3rd Call) Dated: 21.02.2026,**
(Construction of cement concrete road, Drain, B/T road, Drain & Bullah Pilling in different ward under Uluberia Municipality of 176 Uluberia Purba A.C. Under APAS 2025.) Details are available in the **www.wbtender.gov.in**

Sd/- Executive Officer,
Uluberia Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/2126/25-26 Dated 24.02.2026	Repair & Upgradation Work of Surface Drain in front house of (i) Tapan Mridha ,(ii)Swapan Mahato,(iii)Prasanta Bera,(iv)Purnasha Flat and (v)Dipankar Boiragi in Ward No. - 06 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 7,31,563.00
WBMAD/ULB/ RSM/2127/25-26 Dated 24.02.2026	Construction Of Covered Drain & Concrete Road At A) Doctorbagan Icds School Lane B) Uttarpara Pump House Opposite Lane In Ward No-02 Under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. 5,04,023.00
WBMAD/ULB/ RSM/2128/25-26 Dated 24.02.2026	CONSTRUCTION of Concrete Road with Surface Drain Beside Aikatan Society at Nabagram Srikhanda in Ward No. - 05 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 5,68,788.00

Bid Submission end date: **05.03.2026 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in** **Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality**

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং ২৮১_২০২৫-২৬ এবং ২৮২_২০২৫-২৬, তারিখ ২৩.০২.২০২৬। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে মিউজিয়ামের নিকট, পিন-৭১১১০১ কর্তৃক সমতুল কাজে অভিজ্ঞ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন টেন্ডারদাতাগণ যাঁরা সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/ এমইএস অথবা কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে নথিভুক্ত রয়েছেন তাঁদের নিকট থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **সিনি. ডিইএন/৩/হাওড়া**-র আওতাধীনে ঃ **ক্র. নং ১, ই-টেন্ডার নোটিস নং ঃ ২৮১_২০২৫- ২৬, কাজের বিবরণ ঃ** হাওড়া ডিভিসনে সেচ মেরামতি - সিনিয়র ডিইএন/৩/হাওড়ার অধীনে এইএন/এজেড-এর ৩০০১৬ কিউবিক মিটার এবং এইএন এনডিএই-র অধীনে ৪২৫২৩ কিউবিক মিটার নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে ঃ **কেডব্লুএই-এজেড ঃ** ডাউন ১৩১.৬৮০ - ১৩১.৭৩০ = ৪৭ কিউবিক মিটার, ১৩৩.২৮০ - ১৩৩.৩৩০ = ৬২, ১৩৩.৫৫০ - ১৩৩.৬৫০ = ১০০ কিউবিক মিটার, ১৩৯.১৮০ - ১৩৯.৯৪০ = ৭৯৯ কিউবিক মিটার, ১৪৩.৫৫০ - ১৪৩.৬৩০ = ১০৯ কিউবিক মিটার, ১৪৬.৯১০ - ১৪৭.০৮০ = ১৭০ কিউবিক মিটার, ১৪৯.০০৫ - ১৪৯.৫৩০ = ২৬১৫ কিউবিক মিটার, ১৫৫.১৩৮ - ১৫৫.২৩৩ = ৪৭৫ কিউবিক মিটার, ১৫৭.৭৬৯ - ১৫৭.৯০০ = ৬৫৫ কিউবিক মিটার, ১৬৫.২৬০ - ১৬৫.৩১০ - ৬৭ কিউবিক মিটার, ১৬৬.১৯০ - ১৬৬.৯৯০ = ৪০০০ কিউবিক মিটার, ১৬৭.৫৬০ - ১৬৭.৭৫০ = ৯০৫ কিউবিক মিটার, ১৬৮.২৩০ - ১৬৮.৩২০ = ৪২৫ কিউবিক মিটার, ১৬৮.৪৫০ - ১৬৮.৯৫০ = ২৫০০ কিউবিক মিটার, ১৬৫.২৫৭ - ১৬৫.৩০৬ = ২৪৫ কিউবিক মিটার, **এজেড-এনএইচটি ঃ** ডাউন ২.৪০০ - ২.৯০০ = ৭৫৬ কিউবিক মিটার, ৪.০০০ - ৪.৪০০ = ৮৪০ কিউবিক মিটার,২০.২০০ - ২১.০০০ = ১১২০ কিউবিক মিটার, ২৪.৫৬০ - ২৫.৩৬০ = ২০১৬ কিউবিক মিটার, ২.৩০০ - ২.৫০০ = ২৮৮ কিউবিক মিটার, ৩.১০০ - ৩.৭০০ = ১১৫২ কিউবিক মিটার, ১৬.৭৫০ - ১৬.৯৫০ = ২৫৬ কিউবিক মিটার, ২৪.৭৭০ - ২৫.১৬০ = ৬২৪ কিউবিক মিটার, **এজেড-এনএফকে ঃ** ১৮০.১৩০ - ১৮০.৫০০ = ১৬৪৬.৫০০ **এজেড-এনএইচটি ঃ** ডাউন ১০.২৯০ - ১০.৫৫০ = ১১৫৭.০০০ কিউবিক মিটার, ডাউন ১০.৮২০ - ১১.০৪০ = ৯৭৯.০০০ কিউবিক মিটার, ডাউন ১১.০৮০ - ১১.২৮০ = ৮৯০.০০০ কিউবিক মিটার, আপ ৭.৩০০ - ৭.৫০০ = ৮৯০.০০০ কিউবিক মিটার, আপ ৭.৯০০ - ৮.০৪০ = ৬২৩.০০০ কিউবিক মিটার, আপ ১০.৬০০ - ১০.৮৫০ = ১১১২.৫০০ কিউবিক মিটার, আপ ২৩.৩৯০ - ২৩.৯৫০ = ২৪৯২ .০০০ কিউবিক মিটার, **বিডিসি-কেডব্লুএই ঃ** ডাউন ৬.৯৩০ - ৭.০০০ = ১৬৮ কিউবিক মিটার, ১১.৯৩০ - ১৩.২০০ = ৫৫০০ কিউবিক মিটার, ২৭.১২০ - ২৭.১৯০ = ১৬৯ কিউবিক মিটার, ২৯.০০০ - ২৯.৫৬০ = ১১৭০ কিউবিক মিটার, ৭৬.২৮৫ - ৭৬.৬৯০ = ২৮৫০ কিউবিক মিটার, ৭৯.৫৯৫ - ৮১.০০০ = ৯৯০০ কিউবিক মিটার, আপ ৫.০০০ - ৫.৩৫০ = ৭৩৯ কিউবিক মিটার, ৬.৮৬০ - ৭.০০০ = ৩৪২ কিউবিক মিটার, ১২.৬৮০ - ১৩.১০০ = ৯৩০ কিউবিক মিটার, ২৬.৯০০ - ২৭.০৫০ = ৪৭০ কিউবিক মিটার, ৩২.২৫০ - ৩২.৬৭০ = ৯১১ কিউবিক মিটার, ৫৯.০০০ - ৫৯.২৫০ = ২৪০১ কিউবিক মিটার, ৭৬.২৩০ - ৭৬.৫৫৫ = ৩০০০ ডাউন ৪৬.৫৫৫ - ৪৭.০১০ = ২০২৪.৭৫০ কিউবিক মিটার, ডাউন ৫৯.২৫৫ - ৫৯.৫৭০ = ১৪০১.৭৫০ কিউবিক মিটার, আপ ৪৮.৯০০ - ৪৯.৬৫০ = ৩৩৩৭.৫০০ কিউবিক মিটার, আপ ৫৩ - ৫৩.৩০০ = ১৩৩৫.০০০ কিউবিক মিটার, আপ ৫৮ - ৫৯ = ৪৪৫০.০০০ কিউবিক মিটার, আপ ৭৬.২৩৫ - ৭৬.৫৫৫ = ১৪২৪.০০০ কিউবিক মিটার। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ২,৪১,৪২,৪৭২.৭৯ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ২,৭০,৭০০ টাকা। **ক্র. নং ২, ই-টেন্ডার নোটিস নং ঃ ২৮২_২০২৫- ২৬, কাজের বিবরণ ঃ** এইএন/এনডিএই-র অধীনে এসএসই/ডব্লু/এনডিএই শাখার অধীনে এল নং ২, ২/এ, ৩ ... = ২৭টিতে পুরোনো নয় এরূপ হাইট গেজের পরিবর্তে আরডিএসও স্ট্যান্ডার্ড হাইট গেজ-এর ব্যবস্থা। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ২,১৮,২৮,৩৫৩.৮৭ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ২,৫৯,২০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ক্র. নং ১-এর জন্য ১২ মাস এবং ক্র. নং ২-এর জন্য ৮ মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি পরবর্তী কাজের দিনে করা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৩.০৩.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো। **www.ireps. gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। প্রদেয় বায়না অর্থ (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথির মূল্য (টিডিসি) প্রদান - ই-টেন্ডারিং-এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রদেয় বায়না অর্থ এবং টেন্ডার নথির মূল্য কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ে পদ্ধতিতে গ্রহণ করা হবে। হাতে হাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গ্রাহ্য হবে না। দ্রষ্টব্য ঃ আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল)এ বায়না মূল্য হিসেবে ফিক্সড ডিপোজিট (এফডিআর) গ্রাহ্য হবে না।

HWH-642/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ULUBERIA MUNICIPALITY
TENDER NOTICE

Notice Inviting **e-Tender No.-WBMAD/UM/987/e-Tender/2025-26 (Dated: 21.02.2026,** (Construction of Cover Slab Drain, in different ward under Uluberia Municipality.)
Details are available in the **www.wbtender.gov.in**

Sd/- Executive Officer,
Uluberia Municipality

NOTICE

offline Short Sealed BID-02 of 2025-26 of EE, P.W.D., BD-II for "(i) Emergent erection of temporary structure of Kitchen and Dining shed etc. for providing logistic supports and accommodation of CAPF/SPF at several location of Daulatabad PS, Islampur PS in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under BD-II, P.W.D. (II) Emergent erection of temporary structure of Kitchen and Dining shed etc. for providing logistic supports and accommodation of CAPF/SPF at several location of Jalangi PS, Raninagar PS, Sagarpara PS in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under BD-II, P.W.D. (III) Emergent erection of temporary structure of Kitchen and Dining shed etc. for providing logistic supports and accommodation of CAPF/SPF at several location of DomkalPS in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under BD-II, P.W.D. (IV) Emergent erection of temporary structure of Kitchen and Dining shed etc. for providing logistic supports and accommodation of CAPF/SPF at several location of Lalgola PS in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under BD-II, P.W.D. (V) Emergent erection of temporary structure of Kitchen and Dining shed etc. for providing logistic supports and accommodation of CAPF/SPF at several location of Murshidabad PS, Jiaganj PS in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under BD-11, P.W.D. (VI) Emergent erection of temporary structure of Kitchen and Dining shed etc. for providing logistic supports and accommodation of CAPF/ SPF at several location of Bhagwangola PS, in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under BD-II, P.W.D. (VII) Emergent erection of temporary structure of Kitchen and Dining shed etc. for providing logistic supports and accommodation of CAPF/SPF at several location of Ranitala PS, in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 underBD-II, P.W.D." from contractor having credential of doing such type work in any Govt Organization.
Date of Publication of BID:- **24.02.2026.**
Last date and time of application for quotation documents:- **25.02.2026 Upto 1:00 p.m.**
Last Date and time of issuance of Quotation documents:- **25.02.2026 upto 2.00 pm**
Last date and time of receipt of quotations in sealed envelope:- **26.02.2026 Upto 4:00 p.m.** Opening of the Quotations:- **26.02.2026 upto 4.30 PM**
The details can be obtained from the website **http://www.wbpwd.gov.in** and office notice

Sd/- Executive Engineer,
P.W.D. Berhampore Division No.II

BELDANGA MUNICIPALITY, Murshidabad

E-tender is invited by the authority of Beldanga Municipality for –

Sl. No.	Name of Work	Ref. of Tender	Estimated Cost (Approx)	Last date for submission
1.	Const. of Public Toilet	WB/MAD/ULB/ BEL/NIeT-19/ 2025-26(2nd call)	7.56 Lakh	04.03.2026 at 2.00 PM
2.	Const. of Public Toilet		9.61 Lakh	

For details visit- **http://wbtenders.gov.in**

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং

একদিন ঘুরে ট্যুরে

অযোধ্যার পথে পথে

সাগর মাহাত

শরতের মেঘ দেখলে মন চঞ্চল হয়। শরৎ মানেই যৌবনে ভরপুর নদীর গতিধারা। নদী, মাঠ ঘাটে কাশের মেলা। শরৎ মানেই আকাশে বাতাসে লেগে থাকে পুজোর গন্ধ। তাই পুজোর সময় বেড়াতে না গেলে পুজোর আসল রসটাই যেন পাওয়া যায় না। বর্ষায় ধুয়া শরৎ প্রকৃতি ভ্রমণপিপাসু বাঙালিকে কাছে টেনে নেয়।

এই শরতে কোথায় যে বেড়াতে যাবো সেই নিয়েই মনে যখন ঢেউ উঠছে তখন হঠাৎ ডাক পেলাম অযোধ্যা ভ্রমণের। একেই বলে মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি। এই প্রথম আমার অযোধ্যা ভ্রমণ। মন আনন্দে নেচে উঠলো। রাতেই তল্পিতাল্পা গুটিয়ে পরদিন দুপুরের মেদিনীপুর-আদ্রা মেমুতে উঠে পড়লাম। প্রায় পাঁচ ঘন্টার ট্রেন জার্নি শেষ করে যখন উরমা স্টেশনে নামলাম তখন ঘড়ির কাটায় বিকেল পাঁচটা। শরতের বিকেলের নরম আলো ছোট্ট স্টেশনের প্রতিটি কোণায় ছড়িয়ে পড়েছে। ট্রেন বাঁশি বাজিয়ে স্টেশন ছাড়তেই দূরে দেখা গেলো দলমা পাহাড়ের সারি।

বরাভূম থেকে অযোধ্যা পাহাড়ের দূরত্ব মাত্র ৩০ কিলোমিটার। রাস্তার দুধারে ছোটো ছোটো গ্রাম, সবুজ জমি আর দলমা পাহাড়ের সারি আমাদের সঙ্গেই পথ চলছিলো। পাথুরে এবড়ো খেবড়ো রাস্তা। সেজন্য রাস্তার দুপাশে পোস্টার লাগানো; ক্ষুপাহাড়ি রাস্তায় গাড়ি আস্তে চালান।ক্ষু সতর্কবার্তা দেখে অত্যন্ত সাবধানে গাড়ি এগোতে লাগলো। আমাদের অযোধ্যা ভ্রমণ শুরু হল লোয়ার ড্যামের লহরিয়া মন্দিরে প্রণাম করে। এখানে তিনটি মন্দির রয়েছে; লহরিয়া শিব মন্দির, হরি মন্দির ও দেবী মায়ের মন্দির। মন্দির চত্ত্বর বেশ সাজানো গোছানো। মন্দির লাগোয়া বেশ কিছু দোকানপাট। সবগুলো দোকানেই পুজোর জিনিসপত্র পাওয়া যায়। পরিস্কার পরিচ্ছন্ন শান্ত মন্দির চত্ত্বরে কিছুক্ষণ বসে থাকলে আপনার মন এক আধ্যাত্মিক জগতে বিরাজ করবে।

লোয়ার ড্যাম থেকে পাহাড়ি পাকদণ্ডি বেয়ে এবার আপার ড্যামে যাবার পালা। লোয়ার ড্যাম থেকে আপার ড্যাম আরও বিস্তৃত। চোখ মেললে দেখা যায় চারিদিকে পাহাড় আর কাশফুলের ঘন বন। এখানে আকাশের নীল রঙের সঙ্গে জলের রং মিলেমিশে একাকার। আপার ড্যাম থেকে লোয়ার ড্যামে জল গড়িয়ে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়। পাওয়ার প্ল্যান্টের কাজকর্ম দেখতে হলে এডমিনিস্ট্রেটিভ অফিস থেকে পারমিশন নিতে হয়। সেজন্য নিজস্ব পরিচয়পত্র লাগে। এখানে ছবি তোলা নিষিদ্ধ। গেট প্রায় সময়ই বন্ধ থাকে এবং চারিদিকে সি সি ক্যামেরার সজাগ সতর্ক দৃষ্টি।

আপার ড্যাম থেকে বেরিয়ে এবার আমদের গাড়ি ছুটলো হিলটপের দিকে। পথে পড়লো আদিবাসীদের ছোটো ছোটো গ্রাম। ঘরগুলো একচালা মাটির তৈরি। এই শরতেও গ্রামগুলো কেমন যেন খা খা করছে। দারিদ্রতা চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। রাস্তার মোড়ে কঙ্কালসার এক বয়স্কের সরল চোখ অবাক বিস্ময়ে আমাদের দিকে স্থির দৃষ্টিতে যেন বহু প্রশ্ন নিয়ে তাকিয়ে থাকে। এখানকার মানুষের জীবনযাত্রা অতিবাহিত হয় অনেক কষ্টের ভেতর দিয়ে। ছোটো ছোটো দরকারি জিনিসগুলোর জন্যও তাদের ছুটে যেতে হয় বাগমুন্ডি বাজারে।

হিলটপে রয়েছে মাস্টারমশাই কৃত্তিবাস মাহাতোর 'অযোধ্যা বিশ্বাশ্রম' আশ্রম। আশ্রমটি বেশ সুন্দর করে সাজানো। প্রতিদিন পুজো হয় আশ্রমে। আগে যখন অযোধ্যায় লজ হোটেল গড়ে উঠেনি তখন এই আশ্রমেই ছিল পর্যটকদের থাকার জায়গা। এখনও বহু পর্যটক আশ্রমে এসে রাত্রিযাপন করে। বিনা পয়সায় থাকা যায় আশ্রমে। এমনকি আশ্রম থেকেই বিছানার ব্যবস্থাও করে দেওয়া হয়।

অনেকটা সময় আশ্রমে কাটানোর পর আমরা বামনি জলপ্রপাতের দিকে রওনা হলাম। কোনও এক সময় এক বামুনের স্ত্রী এই পাহাড়ি ঝরণায় স্নান করতে এসে মারা গিয়েছিলো। সেই থেকেই ঝরণার নামকরণ হয়ে যায় বামনি। বামনির দূরন্ত জলের গতি। পাথুরে সিড়ি বেয়ে একেবারে নীচে নামলে বামনি জলপ্রপাতের আসল সৌন্দর্য দেখতে পাওয়া যায়। পাহাড়ের তিনটে ধাপ দিয়ে জলের ধারা অসংখ্য ছোটো বড় পাথরে ধাক্কা খেয়ে গড়িয়ে পড়ছে আরও নীচে। জলের শব্দ, পাখির কুজন ও পাহাড় সবুজের মেলবন্ধনে এখানে এমন এক পরিবেশের সৃষ্টি করেছে যেখানে নিশ্চিন্তে আনমনে প্রকৃতির নির্জনতাকে উপভোগ করা যায়। এই স্থানে ত্রিপল বিছিয়ে স্থানীয়রা কয়েকটি দোকান খুলেছে যেখানে কাঠের তৈরি নানান জিনিস পাওয়া যায়। জিনিসপত্রের দাম সামান্যই। তাই দয়া করে দরদাম করবেন না। এদের অর্থনৈতিক কাঠামো অনেকটাই পর্যটকদের উপর নির্ভর করে থাকে। প্রয়োজন না থাকলেও ওদের কাছ থেকে দু একটি জিনিস কিনে নিন।

আমাদের পরবর্তী দ্রষ্টব্য টুর্গা জলপ্রপাত। এখানকার রাস্তাঘাটের অবস্থা খুবই খারাপ। সাবধানে চলতে হয়। একদিকে উঁচু পাহাড়, অপরদিকে ঢাল। পাহাড়ের গা বেয়ে ঝুলছে বনজ লতাগুল্ম। টুরগা জলপ্রপাতের অবস্থান একেবারে রাস্তার ধারে। এটিকে দেখতে অনেকটা অর্ধবৃত্তাকার কুঁয়োর মতো। স্থানীয় ভাষায় টুরগা শব্দের অর্থ হল ঘন্টা। জঙ্গলের মধ্যে পোষ্য হারিয়ে গেলে তার অবস্থান জানার জন্য পোষ্যর গলায় ঘন্টি বাঁধা হয়। এই ঘন্টির জন্য পোষ্য অনেক সময় শিকারির হাত থেকেও রক্ষা পায়।

সব শেষে গিয়েছিলাম মুরগুমা। মুরগুমা সাহারজোর নদীর উপর তৈরি একটি কৃত্রিম বাঁধ। পাহাড় আর সবুজে ঘেরা মুরগুমা হ্রদের সৌন্দর্য সত্যিই অসাধারণ। এখানে সারাদিন পাহাড়ের চূড়োয় চলে মেঘেদের লুকোচুরি। বিকেল হলেই আকাশের গায়ে ভেসে উঠে রং বেরঙের নানান ছবি। কোনো সুনিপুণ শিল্পী যেন আপন খেয়ালে আকাশে রঙ ছড়িয়ে আঁকে সে সব ছবি। চারিদিকে নির্জনতায় মোড়া রাত্রি নামলে মুরগুমা হয়ে উঠে বড় মায়াবি। আর তখন পাহাড়ে পাহাড়ে শুরু হয় যেন রাতপরীদের আনাগোনা। মুরগুমাতে অনেক হোটেল আর ছবির মতো হোমস্টে গড়ে উঠেছে।

ঘুরতে ঘুরতে কখন যে সূর্যদেব পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে বুঝতেই পারিনি। সব্যসাচী বলল;একদিনে অযোধ্যা ঘোরা যায় না। একথা সত্যি। সময়ের অভাবে মানুষের অনেক আশা পুরণ হয় না।

কীভাবে যাবেন; হাওড়া বা খড়্গাপুর-মেদিনীপুর থেকে ট্রেনে বা বাসে পুরুলিয়া। পুরুলিয়া থেকে অযোধ্যা যাওয়ার দক্ষিণবঙ্গ পরিবহনের বাস রয়েছে সকাল ৮ টার সময়। পার্সোনাল গাড়ি করেও অযোধ্যায় যেতে পারেন। কোথায় থাকবেন; অযোধ্যাতে থাকার জন্য অনেক বেসরকারি লজ রয়েছে। হিলটপেও রয়েছে অনেকগুলো লজ।

আমদাবাদের ধাক্কার পর আশার আলো চেন্নাইয়ে, পছন্দের উইকেটে খেলবে টিম ইন্ডিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন: চেন্নাই অহমদাবাদের কালো মাটির মন্থর পিচে খেই হারিয়েছে ভারতের ব্যাটিং। সুপার এইটের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে ৭৬ রানে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হেরে চাপ বেড়েছে সূর্যকুমার যাদবদের উপর। সেমিফাইনালে উঠতে হলে বাকি দু'টি ম্যাচই জিততে হবে ভারতকে। সেই সমীকরণের প্রথম ধাপ বৃহস্পতিবার, এম এ চিদম্বরম স্টেডিয়াম-এ জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে ম্যাচ। প্রশ্ন একটাই;চেন্নাইয়ের পিচ কি ভারতের ব্যাটিংকে ফের ছন্দে ফেরাতে পারবে?

চিপক স্টেডিয়াম মানেই সাধারণত মন্থর উইকেট, যেখানে স্পিনারদের দাপট দেখা যায়। আইপিএলের ইতিহাসে বহু বার তার প্রমাণ মিলেছে। এই মাঠে পিচ কাজে লাগিয়ে বছরের পর বছর সাফল্য পেয়েছে চেন্নাই সুপার কিংস। মহেন্দ্র সিংহ ধোনির নেতৃত্বে স্পিন ও ধৈর্যের ক্রিকেটেই এখানে জয়ের চাবিকাঠি ছিল। সেই হিসেবে দেখলে মনে হতে পারে, জিম্বাবোয়ের সিকন্দর রাজা বা ব্লেসিং মুজারাবানিদের জন্য সুবিধাজনক হবে চিপকের উইকেট।

কিন্তু এ বার পরিস্থিতি আলাদা। বিশ্বকাপের আগে চিপক স্টেডিয়ামের পিচ বদলানো হয়েছে। গত ছ'মাসে সেখানে খুব বেশি ম্যাচ না হওয়ায় উইকেট এখন বেশ তরতাজা। পিচ প্রস্তুতকারকের দাবি, এ বার বল ব্যাটে ভালোভাবে আসবে এবং রান করাও তুলনামূলক সহজ হবে। অর্থাৎ, চিপকের চিরাচরিত মন্থর চরিত্র এ বারে অনেকটাই বদলেছে। এই ধরনের পিচ ভারতীয় ব্যাটারদের পছন্দের, যেখানে শট খেলতে দ্বিধা থাকে না এবং টাইমিংয়ের উপর ভরসা করা যায়।

চলতি বিশ্বকাপেই তার প্রমাণ মিলেছে। এই মাঠে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ১৭.৫ ওভারে ১৮২ রান তাড়া করে জিতেছে নিউ জল্যিান্ড। ওই ম্যাচে আফগানিস্তানের তরুণ স্পিন তারকা নুর আহমেদকে প্রথম একাদশের বাইরে রেখেছিলেন কোচ জোনাথন ট্রট। সিদ্ধান্তটাই বলে দিচ্ছিল, পিচে স্পিনারদের জন্য বিশেষ কিছু নেই। একই মাঠে কানাডার বিরুদ্ধে ১৫.১ ওভারে ১৭৬ রান তাড়া করে ম্যাচ শেষ করেছে কিউইরা। ম্যাচের পর অধিনায়ক মিচেল স্যান্টনার স্পষ্টই বলেছিলেন, চিপকের পিচ ছিল 'পাটা'।

ভারত-জিম্বাবোয়ে ম্যাচের জন্যও নতুন উইকেট ব্যবহার করা হবে বলে জানানো হয়েছে। এখনও পর্যন্ত এই স্টেডিয়ামে দুই ইনিংসেই রান উঠেছে, বোলারদের জন্য তেমন বাড়তি সাহায্য দেখা যায়নি। বৃহস্পতিবারও সেই ছবিই দেখা যেতে পারে।

অর্থাৎ, টস জিতলে রান তাড়া করা বা প্রথমে ব্যাট;দুটোই সুবিধাজনক হতে পারে।

সব মিলিয়ে, বিশ্বকাপে এই প্রথমবার সূর্যকুমার যাদবরা নিজেদের পছন্দের উইকেটে খেলতে নামতে পারেন। আহমদাবাদের মন্থর পিচে যে ব্যাটিং ভেঙে পড়েছিল, চেন্নাইয়ের তরতাজা উইকেটে সেই ভুল শুধরে নেওয়ার বড় সুযোগ ভারতের সামনে। সেমিফাইনালের স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখতে হলে, এই পিচকেই হাতিয়ার করে আত্মবিশ্বাসে ফিরতেই হবে টিম ইন্ডিয়াকে।

রঞ্জি: প্রথম খেতাবের আরও কাছে কাশ্মীর!

নিজস্ব প্রতিবেদন: এক দল প্রথমবার রঞ্জির ফাইনালে উঠে ইতিহাস গড়েছে। অন্য দল ১১ বছর পর রঞ্জির ফাইনালে। কর্ণাটকের হুবলিতে মুখোমুখি হয়েছে এই দল। একদিকে আকিব নবি, অন্যদিকে কে এল রাহুল। এই দুজনের দ্বৈরথ দেখতে মুখিয়ে সমর্থকেরা। বাংলার সুদীপ ঘরামীর দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের পরেও সেমীফাইনালের দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র ৯৯ রানে শেষ হয়ে যায় বঙ্গ ব্রিগেডের ইনিংস। দুই ইনিংস মিলিয়ে ৯ উইকেট নিয়েছেন নবি। এই দুর্দান্ত স্পেলের ফলে ভারতীয় দলের দরজায় কড়া নাড়ছেন তিনি। উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে রানের পাহাড় তুলেছিল কর্ণাটক। অধিনায়ক দেবদত্ত পাড়িক্কালের ২৩২ ও কে এল রাহুলের ১৪১ রানের সুবাদে তাদের স্কোর হয়েছিল ৭৩৬। সেমিফাইনাল ড্র হয়ে যাওয়ায় ফাইনালে ওঠার সুযোগ পায় কর্ণাটক। টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন জম্মু অধিনায়ক পরশ ডোগরা। ওপেনার কামরান ইকবাল মাত্র ৬ রানের মাথায় আউট হন। আর এক ওপেনার ইয়াসির হাসান ৮৮ রান করে দলকে একটা ভদ্রস্থ জায়গায় পৌঁছে দেন। ১১৭ রানে অপরাজিত রয়েছেন শুভম পুন্ডির। ১২টি চার ও ২টি ওভার বাউন্ডারি মেরেছেন তিনি। অধিনায়ক ডোগরা মাত্র ৯ রানের মাথায় আহত হয়ে মাঠ ছাড়েন। জম্মু দলের আরেক স্তম্ভ আব্দুল সামাদ অপরাজিত রয়েছেন ৫২ রানে। গোটা প্রতিযোগিতায় ৭০০ রানেরও বেশি করে ফেলেছেন সামাদ। প্রথম দিনের শেষে জম্মুর স্কোর ২৮৪/২। ২টি উইকেটই পেয়েছেন প্রসিদ্ধ কৃষ্ণা। বিজয় বৈশাখ বা শ্রেয়স গোপাল , সবারই ভাঁড়ার শূন্য। দ্বিতীয় দিনে কর্ণাটকের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ। যত জলদি জম্মু কাশ্মীরকে তাঁরা অল আউট করতে পারবেন, তত মঙ্গল। ২০১৪-১৫ সালে শেষবার রঞ্জি ট্রফি জিতেছিল কর্ণাটক। এরপর থেকে শুধুই ব্যর্থতা। এই কর্ণাটক দলে রয়েছেন কে এল রাহুল, ময়ঙ্ক আগরওয়াল, শ্রেয়স গোপাল, দেবদত্ত পাড়িক্কাল , করুন নায়ারের মতো তারকারা। উল্টোদিকে ক্রিকেটমহলে তোলপাড় ফেলে দেওয়া আব্দুল সামাদ, আকিব নবি, পরশ ডোগরার মতো উদীয়মান সূর্যরা। জম্মু ট্রফি জিতলে তারাই হবে রঞ্জির ইতিহাসে প্রথমবার ফাইনালে উঠেই চ্যাম্পিয়ন হওয়া প্রথম দল।

১১ গোলে জয় বাংলার

নিজস্ব প্রতিবেদন: খেলো ইন্ডিয়া ট্রাইবাল গেমসে দ্বিতীয় ম্যাচেও জয় পেল বাংলার ছেলেরা। মঙ্গলবার রাঁচির সিএজি স্পোর্টস কমপ্লেক্সে তারা ১১-১ গোলের ব্যবধানে হারালো আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জকে। বাংলার হয়ে জোড়া গোল করেন সুজল মুন্ডা, অমিত এক্কা, রাহুল মুর্মু ও সৌরভ সব্বরের। একটি করে গোল করেন আকাশ ওঁরাও এবং প্রভাত সোরেন। আন্দামান ও নিকোবরের একটি আত্মঘাতী গোও হয়। এই জয়ের পর বাংলা দুই ম্যাচে ছয় পয়েন্ট পেয়ে গেল বাংলা। বৃহস্পতিবার গ্রুপ লিগের শেষ ম্যাচে বাংলা বিহারের মুখোমুখি হবে।

আর মাঠ অবধি অপেক্ষা নয়! টিম বাসেই অভিষেককে গম্ভীর পরামর্শ ভারতীয় হেড স্যারের

চেন্নাই: টানা তিন ম্যাচে শূন্য;এই পরিসংখ্যানই বলে দিচ্ছে, ফর্মের গভীর সংকটে রয়েছেন অভিষেক শর্মা। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে খাতা খুললেও বড় ইনিংস আসেনি। সুপার এইটের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে ভারতও মুখ থুবড়ে পড়েছে, আর সেই হারের পর থেকেই বাড়ছে ওপেনারদের নিয়ে চিন্তা। ভারতকে জয়ের পথে ফেরাতে হলে যে অভিষেকের ব্যাট চলতেই হবে, তা ভালোমতোই জানেন ভারতের কোচ গৌতম গম্ভীর। তাই মাঠের বাইরেও শুরু হয়েছে সক্রিয় 'ম্যান ম্যানেজমেন্ট'।

সুপার এইটের ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে মাত্র ১৫ রানে আউট হন অভিষেক। ইনিংস দেখে বোঝা গিয়েছে, তিনি একেবারেই স্বচ্ছন্দ ছিলেন না। কোথায়, কখন বল চালাবেন;এই সিদ্ধান্তেই বারবার দ্বিধায় পড়ছিলেন।

বিশেষ করে অফ স্টাম্পের বাইরে পড়া বলেই দিক হারাচ্ছেন। গতি ও লেন্থে সামান্য হেরফের করতেই তাঁকে ফিরিয়ে দেন মার্কো জানসেন। এই দুর্বলতা নতুন নয়, কিন্তু সুপার এইটের মতো চাপের ম্যাচে তা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

সমস্যা আরও বাড়ছে কারণ ভারতের দুই ওপেনারই বাঁহাতি। ফলে শুরুতেই বিপক্ষ দল অফস্পিনারকে আক্রমণে আনছে। সেই ফাঁদে পা দিয়ে কখনও অভিষেক, কখনও ঈশান কিষান আউট হচ্ছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার মতো শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে এই পরিকল্পনার সামনে ভারতীয় ওপেনাররা এখনও কার্যকর কোনও জবাব দিতে পারছেন না।

এই পরিস্থিতিতেই ভাইরাল হয়েছে টিম বাসের একটি ভিডিও। আহমেদাবাদ থেকে চেন্নাই যাওয়ার পথে বাসের সামনের সিটে বসে গম্ভীর বেশ গম্ভীর মুখে কথা বলছেন অভিষেকের সঙ্গে। পাশে বসা সহকারী কোচ রায়ান টেন দুশখ াতে-কেও ডেকে কিছু আলোচনা করেন তিনি। ঠিক কী নিয়ে কথা হয়েছে, তা জানা যায়নি। তবে এই 'সর্বসমক্ষে' পরামর্শে অনেক ক্রিকেটভক্তই খুশি নন। তাঁদের মতে, এমন ব্যক্তিগত বিষয় আলাদা করেও বলা যেত; প্রকাশ্যে করার প্রয়োজন ছিল না।

অন্যদিকে, দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হারের পর শোনা যাচ্ছে, 'শর্মাজি কা বেটা'কে বসানো নিয়েও নাকি আলোচনা হতে পারে টিম ম্যানেজমেন্টে। যদিও ভারতের ব্যাটিং কোচ সীতাংশু কোটাক বাঁহাতি ব্যাটারদের জন্য প্রয়োজনীয় 'পথ্য' বা টেকনিক্যাল সমাধান জোগাড় করে ফেলেছেন। তবু গম্ভীরের এক সহকারীর বক্তব্য, হাতে যদি আরও কিছুটা সময় থাকত, তাহলে হয়তো সমস্যার গভীরে গিয়ে কাজ করা যেত।

এবার সুপার এইটে ভারতের পরের প্রতিপক্ষ জিম্বাবোয়ে। এই ম্যাচই হতে পারে অভিষেক শর্মার ঘুরে দাঁড়ানোর সেরা সুযোগ। প্রশ্ন একটাই;কোচের পরামর্শ কি মাঠে ব্যাটে প্রতিফলিত হবে, নাকি চাপ আরও বাড়বে? উত্তর মিলবে চেন্নাইয়ের উইকেটেই।